বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

দাবানল

কাজি মাহবুব হোসেন

প্রথম খন্ড

সেবা প্রকাশনী

SUVOM

দুইখন্ডে সমাপ্ত ওয়েস্টার্ন রোমাঞ্চোপন্যাস

ওয়েস্টার্ন

দাবানল

প্রথম খন্ড

কাজি মাহবুব হোসেন

শক্তিশালী র‍্যাঞ্চার হিগিন স্পেন্সারের
কুমতলব বানচাল করে দিয়ে এখন
মহাবিপদে আছে সিডনি ব্যারন। ওর পিছনে
সেরা কয়েকজন পিস্ড়লবাজ লাগিয়েছে স্পেন্সার-
তারমধ্যে রয়েছে কুখ্যাত গুপ্তঘাতক সু মাতিন,
যাকে কেউ কোনদিন দেখেনি। বিগত পাঁচ বছরে
কোন কাজ হাতে নিয়ে একটি বারও
বিফল হয়নি এ-লোক।
চারদিকে শত্রু।
সিডনি কি পারবে টিকে থাকতে?

সুবা প্রকাশনী
SUVOM

ওয়েস্টার্ন ৯৬

দাবানল

প্রথম খণ্ড

দুইখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজি মাহবুব হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN - 984 - 16 - 8096 - 3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা . আলীম আজিজ

রচনা: বিদেশী কাহিনী অনুসরণে

মুদ্রাকর:
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা:
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম:
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DABANOL
Part I
By: Qazi Mahbub Hussain

তেইশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There Il Nothing Left To Be Shared!

দাবানল

প্রথম খণ্ড

কাজি মাহবুব হোসেন

ওয়েস্টার্ন – ৯৬

দাবানল প্রথম খন্ড

কাজী মাহবুব হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রক্তগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১,২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১,২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

ঘন আঁধার রাত। জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলল সিডনি। বাতাসে আসন্ন বৃষ্টির ভেজা গন্ধ। ধোঁয়ার কালি আর ছাই মেখে ওর আধপোড়া দেহটাকে প্রেইরি ফায়ারে পোড়া এলাকাটার মতই কালো দেখাচ্ছে। আকাশের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইল। ঠাণ্ডা মৃদু বাতাস মিষ্টি পরশে ওর দেহের জ্বালা জুড়িয়ে বয়ে চলেছে। অনুভব করছে প্রকৃতি যেন কোমল হাতের ছোঁয়ায় তাকে ভাল করে তুলছে।

রাতের আকাশ পুব দিকে পরিষ্কার, কিন্তু পশ্চিম দিক থেকে মাথার ওপর পর্যন্ত কালো। কিন্তু প্রেইরি আগুনের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়নি এখন—মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। চাপা গুড়গুড় ডাকের সঙ্গে মেঘে-মেঘে চলেছে ঝিলিক দেয়ার খেলা।

আমি ভালই আছি মা, আনমনে ভাবল সে। সুস্থ দেহে মনের আনন্দে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আশা করি তুমিও ভাল আছ।

মেঘ যেন নিজের ভাষায় ওর কথার জবাব দিল। নাকের দু'ইঞ্চি দূরে বৃষ্টির বড় একটা ফোঁটা পড়ল। ছিটকে আসা ছাইয়ের ঝাপটায় চোখের পাতা ফেলল সিডনি। আরেকটা ঠাণ্ডা ফোঁটা ওর কানের পিছনটা ভিজিয়ে দিল।

বুঝতে পারছে জ্ঞান হারিয়েছিল সে…সম্ভবত অক্সিজেনের অভাবে। আর সেই সঙ্গে আগুনের তাপে। ওর হাত, মুখ আর পায়ের কিছু অংশ বেশ কিছুটা পুড়েছে। পোড়া জায়গাগুলো এখন মৃদুভাবে দপ্‌দপ্

করছে। জানান দিচ্ছে আগামীতে ব্যথা আর জ্বালা বাড়বে। পোড়া ক্ষতগুলোর বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। তবে সময়ে ওগুলো সারবে। অন্য ক্ষতগুলো—বুলেটের আঘাতে যেসব জায়গা থেকে অনেক রক্ত ঝরেছে—ওর মনে হচ্ছে সেগুলোও সারবে। কারণ সারার মতো জখম না হলে আগেই তার মৃত্যু ঘটত।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল জানে না। মাথা ফিরিয়ে পুব দিগন্তে একটু আলোর আভাস দেখতে পেল। দূরে ওখানে কি এখনও প্রেইরির আগুনটাই জ্বলছে? নাকি ওটা স কাল হওয়ার পূর্বাভাস?

উঠে বসল সিডনি। তীব্র যন্ত্রণা আচ্ছন্ন করে ফেলল ওকে। দেহের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ওর উঠে বসায় প্রতিবাদ জানাল। ককিয়ে উঠল সে। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে নিজেকে সামলে নিয়ে চারপাশে তাকাল। কালো ভেলভেটে ঢাকা একটা আজব মৃত-দেশে এসে পড়েছে ও। কোথাও কিছু নড়ছে না। বৃষ্টি এসে নতুন ঘাসের জন্ম দেবে—মৃত্যু প্রেইরিতে নতুন করে জীবনের শুরু হবে।

শেষে উঠে দাঁড়াল সে, সারা দেহেই ব্যথা। ব্যথা—কিন্তু বেঁচে আছে। ভারি সিরেপ্‌টা কাঁধ থেকে খসে পড়ে গেল। ছাই হয়ে গেছে ওটা। তলার কাপড়ও পুড়ে কালো হয়েছে।

যা ঘটে গেছে তা নিয়ে এখন ভাবছে না। পরে ভাবার অনেক সময় পাওয়া যাবে। বর্তমানে সে যে বেঁচে আছে এইটুকুই যথেষ্ট। একবার আবছাভাবে মনে করার চেষ্টা করল আর কেউ বেঁচেছে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তা বাদ দিল। কারণ যেসব ছবি তার স্মৃতিতে ভেসে উঠছে সেগুলো মর্মান্তিক দুঃস্বপ্নের মত। শুকনো জমির ওপর দিয়ে বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলা আগুনের উঁচু দেয়াল। আগুনের ভিতর থেকেও যেন বাতাস উঠছিল। লেলিহান আগুনের শিখার মাঝে

আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঘোড়ার পিঠে ছুটছে মানুষ। থেকে থেকে ওদের পিস্তল আর রাইফেলের মাথায় শব্দ তুলে ঝিলিক দিয়ে উঠেছে উজ্জ্বল আগুন। সে সেই স্ফুলিঙ্গগুলো আবার দেখতে পেল—নতুন করে সেই গুলিগুলো গায়ে বিঁধছে অনুভব করল। তার পিস্‌মেকার অনবরত পাল্টা গুলি ছুঁড়ে চলেছে। প্রত্যেকটা গুলির সঙ্গে চোখের সামনে একে একে ওদের পড়তে দেখল।

সব শেষ হয়েছে কি? ভাবল সে। শেষ হওয়া উচিত। ডাবল স্টারকে সে ঠেকিয়েছে। কিন্তু তাতে সব শেষ হয়েছে কি? কোনকিছুই কি একেবারে শেষ হয় কখনও? একটা খুঁতখুঁতি ওর মনে থেকেই গেল। সেই নামটা…হ্যাঁ, সু মাতিন…লোকটা সাক্ষাৎ জমের দোসর। পেশাদার গুপ্তঘাতক। ওর সঙ্গে সিডনির বোঝাপড়া বাকি রয়ে গেছে। কিন্তু কে এই সু মাতিন?

এখন নয়, পরে বিষয়টা নিয়ে ভাবার সময় পাওয়া যাবে। সময় এলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। এখনকার মত তার কাজ শেষ। তবু কিছু বোঝাপড়া বাকি রয়েই গেল।

লিসার কাছে ফেরাটা কি ঠিক হবে? মন চাইলেও ঝুঁকির কথা ভেবে ওটা নাকচ করল। মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে নিজের হাতে আগুন জ্বেলে মাটি পর্যন্ত পুড়িয়ে কালো করে সে ডাবল স্টারকে ঠেকিয়েছে। কিছু লোক বুঝবে এটা তারই কাজ। টেক্সাসের আইনে এটা অপরাধ। তাছাড়া সু মাতিনকে লাগানো হয়েছে তার পিছনে। লোকটার চেহারা কেউ কখনও দেখেনি। ওই পেশাদার খুনী আড়াল থেকে গুলি করে তার শিকারকে হত্যা করে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য।

না, এখনও ফেরার সময় আসেনি। বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে পোড়া ছাই মাটির সঙ্গে মিশবে। জন্ম নেবে নতুন ঘাস। সবুজে ঢাকা পড়বে

অতীত। তখন হয়ত লোকে ভুলে যাবে আগুনের কথা—হয়ত ততদিনে অন্যান্য সমস্যারও একটা সমাধান হয়ে যাবে। সব বিপদ কাটলে সে প্রেমিকার কাছে ফিরবে। এখন ফিরে ওর জীবন বিপন্ন করবে না।

বাতাসের ঝাপটা সিডনির চারপাশে পোড়া ছাই নেড়ে দিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা বাতাসটা উপভোগ করল সে।

কি যেন নড়ে উঠল অন্ধকারে। ওদিকেই এগোল সিডনি। একটা ঘোড়া মাথা নিচু করে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। লাগামটা কালো মাটির ওপর ছেঁচড়ে চলছে। ঘোড়ার পিঠে জিনটা গাঢ় রক্তে চটচট করছে। লাগামটা তুলে নিয়ে ঘোড়ার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করে ওর ঠাণ্ডা চামড়ার ওপর আগুনে ঝলসানো মুখটা রাখল সিডনি। চেকোর ঘোড়া। প্রিয় বন্ধুর রক্তেই চটচটে হয়েছে ঘোড়ার জিন।

চেকো। নামটা কিছুক্ষণ আগে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা আবার নতুন করে মনে পড়িয়ে দিল। প্রেইরি আগুনে কেবল শত্রুই মরেনি, একজন বন্ধুও মরেছে।

চেকো মরেছে বটে কিন্তু এতে শোকগ্রস্ত হওয়া কোমাঞ্চি ইণ্ডিয়ানের নীতি বিরুদ্ধ। সে যে লড়ে মরেছে এটাই তার কাছে বড়। কিন্তু আমি তো কোমাঞ্চি নই—ভাবল সে—তোমাকে হারিয়ে আমি কষ্ট পাচ্ছি।

ওর স্মৃতিতে সিডনির চোখের পাতা একটু যেন ভিজে উঠল। ঘোড়াটা যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে চাইল সে। কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ল না। সদ্য বন্ধু বিচ্ছেদের ব্যথায় গলার কাছে কি যেন ঠেকে রয়েছে মনে হচ্ছে।

'যাও বন্ধু,' বিড়বিড় করে বলল সিডনি। 'তুমি চিতা বাঘই ছিলে।' ঠাণ্ডা বাতাসের একটা ঝাপটা এসে কথাগুলো বয়ে নিয়ে গেল।

এক

যাদের চোখ ভাল তারা সূর্যালোকে সাইনটা মালিন্‌স্‌ভিল বলে পড়তে পারবে। তবে বিকেলের দিকে বা মেঘলা দিনে ওক গাছে পেরেক দিয়ে গাঁথা সাইনটা সাদা পৃষ্ঠারই সামিল।

কিন্তু ঘোড়ার পিঠে একজন ক্লান্ত আরোহীর কাছে ওই সাইন অর্থবিহীন। জিনের ওপর কুঁজো হয়ে বসে আছে লোকটা। বৃষ্টিতে ভিজে হ্যাটের ধার থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। লাগাম ধরার ভঙ্গিতে বোঝা যায় লোকটা লম্বা ট্রেইল পাড়ি দেয়ায় অভ্যস্ত। এক হাতে লাগাম ধরেছে—অন্য হাত অলসভাবে পাশে ঝুলছে। ওর বিশাল হাত দুটোর একটা গ্রীজ মাখানো কাপড়ে পেঁচানো। অন্যটায় সম্প্রতি পোড়া দাগ।

সাইনের কিছুটা পরে রাস্তাটা দুভাগ হয়ে গেছে। আরোহী মুখ দিয়ে চ্যাকচ্যাক শব্দ করে লাগাম টানল। সামান্য সঙ্কেতেই অভিজ্ঞ ইণ্ডিয়ান পোনি কান খাড়া করে থেমে দাঁড়াল। মানুষ আর ঘোড়া দুজনেই কয়েক সেকেণ্ড হাওয়া বোঝার চেষ্টায় স্থির থাকল। ডান দিক থেকে শব্দটা আসছে।

এটা তার পুরানো অভ্যাস। না বুঝে পা বাড়ায় না। ট্রেইল ছেড়ে একটা সিডার ঝোপের আড়'লে সরে ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় রইল।

তিনজন লোক আসছে ঘোড়ায় চেপে। নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে ওরা। চড়া গলার সুরেই বোঝা যাচ্ছে নেশা করেছে।

'আমাদের দেখে ব্যাটা কেমন আঁৎকে উঠেছিল দেখেছ?' বলে একজন খিকখিক করে হাসল।

'আমাদের দেখবে মোটেও আশা করেনি,' অন্যজনও হাসল। তৃতীয়জন একটু এগিয়ে গেছে। 'কত পাওয়া গেল?'

'জানি না, টাকা রডনির কাছে। এই রডনি···!'

ফর্কের কাছে এসে শহরের পথে এগিয়ে গেল লোকগুলো। ওরা দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে মাথা নেড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকগুলো যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে এগোল।

বেশিদূর যেতে হল না। অল্প খানিকটা গিয়েই ঘোড়া নজরে পড়ল। আতঙ্কিত বাদামী ঘোড়াটার পিঠে পুরানো ক্যাভেলরি-স্যাডল। ওকে এগোতে দেখে ভয়ে ঘোড়াটা প্রথমে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। কিন্তু শান্ত গলার স্বরে আশ্বস্ত হয়ে ধরা দিল। একটু পিছনেই কাদার মধ্যে লুটিয়ে পড়ে আছে ঘোড়ার মালিক। অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে। ব্যথায় মুখটা বিকৃত হল। অল্প নড়াচড়াতেও আধশুকানো পোড়া ক্ষতগুলো জ্বালা করে ওঠে কাপড়ের ঘষায়। এগিয়ে ধরাশায়ী লোকটার কাছে গিয়ে গোড়ালির ওপর বসল। মারা গেছে লোকটা, কিন্তু দেহ এখনও গরম আছে। পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ওকে। বুটের লাথিতে পাঁজরের হাড় প্রায় সবকটাই ভেঙেছে, চেহারাটাও এখন চেনা কঠিন।

মৃত লোকটাকে তুলতে গিয়ে আবার ব্যথায় মুখ বিকৃত হল। বাম পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত একটা তীক্ষ্ণ ব্যথা চিড়িক দিয়ে উঠল।

অনেক কসরত করে শেষ পর্যন্ত মৃতদেহটা বাদামী ঘোড়ার জিনে উপুড় করে ফেলে ঘোড়ার কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল সে। ভাবল কয়েকদিন ফোর্ট ওয়ার্থে বিশ্রাম নিলেই হয়ত ভাল করত। কিন্তু জানে কোথাও চুপচাপ বিশ্রাম নেয়া তার কপালে লেখা নেই। এটা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। বর্তমানে তার দূরে সরে যাওয়া আর চিন্তা করার জন্যে কিছু সময় দরকার। জানে না কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা, তবে ওর মন বলছে লোক লেগেছে।

আরও একটা ব্যথা নিজের অস্তিত্ব জানানয় আবার মুখ কুঁচকাল সে। পঞ্চোর তলায় কাপড়ের ভিতর হাত দিয়ে বুলেটের ক্ষতটার ওপর সাবধানে হাত রাখল। রক্ত জমাট বেঁধে শক্ত আবরণ সৃষ্টি করেছে। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই ওখান থেকে কিছুটা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে গেছে তপ্ত সীসা। একটু চাপ দিল। ব্যথা এমন কিছু বাড়ল না। ক্ষতটা সেরে উঠছে। তবে পা আর কাঁধের ক্ষত দুটো এখনও নাজুক অবস্থায় রয়েছে।

'ডাক্তার ঠিক কথাই বলেছিল,' নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল সে। 'আমি এখনও চলাফেরা করে বেড়ানর মত সেরে উঠিনি।'

দুঃখের হাসিতে খোঁচাখোঁচা দাড়ি ভরা গালে একটু টান পড়ল। পারলে ভালই হত, ভাবল সে, কিন্তু বিশ্রাম নেয়ার উপায় নেই।

'সামনের শহরে মোটামুটি আইন শৃঙ্খলা থাকলেই বাঁচি,' চলতে চলতে ইণ্ডিয়ান পোনির উদ্দেশে বলল সে। মৃতদেহ বয়ে নিয়ে বাদামী ঘোড়াটা পিছন পিছন চলেছে। 'তারচেয়ে বড় কথা, একটা ভাল বিছানা দরকার।'

সামনে শহরটা এখন দেখা যাচ্ছে। ছড়ানো ছিটানো গুটি কয়েক বাড়ি। হাতে গোনা যায়। বেশিরভাগ বাড়ির বিপর্যস্ত চেহারা। বৃষ্টিতে

ভিজে আরও খারাপ দেখাচ্ছে।

শহরের মাঝামাঝি একটা নিচু দালান থেকে হারিকেন বাতির আলো জনহীন রাস্তায় এসে পড়ছে। অনেকগুলো খড়খড়ি যুক্ত চওড়া জানালা। সামনে ঘোড়া বাঁধার রেইল। কিন্তু কোন সাইন বোর্ড নেই। তবে একই রকম দালান সে বিভিন্ন শহরে আগেও দেখেছে। ঘোড়া থেকে নেমে রেইলে ঘোড়া দুটো বেঁধে খুঁড়িয়ে দরজার কাছে পৌঁছল সে। টান দিতেই দরজা খুলে গেল। ক্লান্ত চেহারার একজন লোক বসে আছে ভিতরে। ফ্ল্যানেল শার্টের হাতা গুটানো। লোকটার গোঁফ ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে নিচে নেমেছে।

ভিতরে ঢুকল আরোহী। 'আমি স্থানীয় মার্শালকে খুঁজছি।'

'আমিই মালিনস্‌ভিলের মার্শাল জনসন।' উঠে দাঁড়াল সে। 'বলো, তোমার কি অভিযোগ।' 'বাগতকে যাচাই করছে ওর চোখ।

'মরা লোক নিয়ে এসেছি।' বুড়ো আঙুল দিয়ে পিছনে দরজার দিকে দেখাল সে। 'ওকে পিটিয়ে মারা হয়েছে, হয়ত টাকাও লুট করা হয়েছে। একটু উত্তরে যেখানে রাস্তা দুভাগ হয়েছে, তারই কাছে ওকে পেলাম। আমি যখন পৌঁছি তখনও ওর দেহ গরম ছিল। এটা তিনজন লোকের কাজ। ওদের একজন চিকন গড়ন—কারুকাজ করা হ্যাটব্যাণ্ডের হ্যাট পরে—নাম রডনি।'

'তুমি নিজে দেখেছ ওরাই মেরেছে?' জনসন তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'না, তবে ওদের কথা যতটুকু আমার কানে এসেছে তাতে আমি নিশ্চিত এটা ওদেরই কাজ।'

'চলো দেখি, কাকে তুমি নিয়ে এলে।'

বেরিয়ে এসে ঘোড়া আর মৃতদেহ দেখল মার্শাল।

'তুমি চেনো ওকে?' প্রশ্ন করল সিড্‌নি।

বিষণ্নভাবে মাথা ঝাঁকাল জনসন।

'জেমস ব্র্যাডলে। ওকে আমি অনেকবার সাবধান করেছি এত ক্যাশ টাকা সাথে নিয়ে ঘোরাফেরা ঠিক না। ওর এই অভ্যাসের কথা কারও অজানা নয়। নিজের দোষেই ওর আজ এই অবস্থা হয়েছে।'

'তা না হয় বুঝলাম লোকটা নিজের দোষেই মরেছে,' বলল সিডনি, 'কিন্তু যারা ওকে খুন করেছে তাদের কি হবে? ওরা কে?'

'তুমি যার বর্ণনা দিয়েছ ওর নাম রডনি কিঙ, বাকি দুজন ওরই ভাই। ওদের আমি চিনি।' মার্শালকে এখন আগের থেকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। 'তুমি তাহলে যা দেখেছ আর শুনেছ তার লিখিত একটা স্টেটমেন্ট সই করে দিতে রাজি আছ, মিস্টার...?' পরিচয় জানার জন্যে অপেক্ষা করছে মার্শাল।

'ব্যারন। সিডনি ব্যারন আমার নাম। হ্যাঁ, আমি তোমাকে পুরো স্টেটমেন্টই দেব, কিন্তু তার আগে আমার এক রাতের বিশ্রাম দরকার। এখানে থাকার জায়গা কোথাও আছে?'

এতক্ষণে যেন মার্শাল খেয়াল করল লোকটা সত্যিই বিধ্বস্ত।

'তুমি ঠিক আছ তো? চেহারায় তোমার অবস্থা খুব ভাল ঠেকছে না।'

'ও কিছু না, একটু ঘুমালেই সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল সে। 'কিন্তু এই মুহূর্তেই সেটা দরকার।'

'তাহলে হাজতের সেল দুটোর যেকোনটা তুমি ব্যবহার করতে পারো—দুটোই খালি।' আঙুল তুলে ভিতরের একটা দরজা দেখাল মার্শাল। 'এই পোনিটা তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, আমি এর ব্যবস্থা করছি। তুমি ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। আমি শেরিফের কাছে খবর পাঠাচ্ছি, আগামীকাল সে তোমার স্টেটমেন্ট নেবে।'

'কিঙ গোষ্ঠি,' নিজের মনেই যেন বিড়বিড় করল মার্শাল। 'জানতাম একদিন এমনই ঘটবে…' রাস্তা ধরে এগোল জনসন।

বিশ্রামের জন্যে সেলের খোঁজে ভিতরে ঢুকল সিডনি।

বাইরে রাস্তায় লোকজনের সাড়া পেল সিডনি। জনসন…এবং আরও অনেকের স্বর ওর কানে এল। বৃষ্টির রাত হলেও ঘোড়ার পিঠে উপুড় করে বয়ে আনা মৃতদেহ উৎসুক মানুষের ভিড় জমাবে। এটাই স্বাভাবিক।

বিছানায় যাওয়ার আগে সেলের খোলা দরজার ওপর ভেজা পঞ্চো আর সেল লক করার বল্টুর ওপর নিজের তোবড়ানো হ্যাটটা ঝুলিয়েছে সিডনি। বিছানায় শুয়ে নিজের খোঁচাখোঁচা দাড়িভরা গালে একবার হাত বুলাল। তারপর নিজের মনেই বলল, 'ভালই হয়েছে তুমি আমার বর্তমান চেহারা দেখতে পাচ্ছ না, মা। সভ্য সমাজে দেখাবার মত চেহারা আর নেই।' ভাবল দু'একদিনের মধ্যেই মা'কে একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে। যদিও মা তাকে অনেকবার জানিয়েছে তার জন্যে দুশ্চিন্তা করা বাদ দিয়েছে। তবু সে জানে মা চিন্তা করবেই।

সামনে পথে কোথাও 'ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন' পড়বেই। সেখান থেকে সে মেসেজ পাঠাবে, ' দেশ দেখে বেড়াচ্ছি, মা। সুস্থ আছি। চমৎকার সময় কাটছে।'

বাইরে এখন আরও অনেকের গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। কোমর থেকে গুলির বেল্টটা খুলে সাবধানে ভাঁজ করে রাখল। তারপর কোল্ট ৪৫ পিসমেকারটা একবার চেক করে দেখল। ব্যবহারে কিছুটা জীর্ণ

হয়েছে, কিন্তু পরিষ্কার আছে। পরীক্ষা করে দেখল কলকব্জাগুলো সব ঠিক মত কাজ করছে।

ওটা আবার খাপে ভরে শক্ত বাঙ্কটার ওপর বসে বুট খোলায় ব্যস্ত হল। কোন বালিশ নেই। কিন্তু টেক্সাস বুটের লম্বা নরম অংশ দুটো বালিশের বদলে ব্যবহার করা যাবে।

বাঙ্কের ওপর টানটান হয়ে শুয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে চোখ বুজল সিডনি। ছাদের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা আর দূরের গলার স্বর। স্বরগুলো অস্পষ্ট হয়ে লেপটে ভিন্ন জায়গার ভিন্ন মানুষের স্বর হল। ঘুমাল সে।

অস্পষ্ট স্বপ্ন নাছোড়বান্দা হয়ে জ্বালাচ্ছে। কালো স্বপ্ন আগুন আর ধোঁয়া ভরা—উঁচু আগুনের দেয়াল কালো আকাশের নিচে কালো মাটির ওপর দিয়ে ছুটছে। মাঝেমাঝে আগুনের শিখার ভিতর মানুষের দেখা মিলছে। আরও উজ্জ্বল আগুন ঝিলিক দিচ্ছে ওদের পিস্তল আর রাইফেলের মুখে। বাজ পড়ার একটা শব্দ হল। এটা বাস্তব। সেলের জানালা দিয়ে দিনের আলো আসছে সেটাও বাস্তব। আর সেলের দরজায় যে কচি মুখটা দেখা যাচ্ছে সেটাও তাই…

'হায় আল্লা!' সেলের দরজাটা ককিয়ে উঠল। ছেলেটা ভয়ে হাত তুলে পিছিয়ে ওটার ওপর পড়েছে। 'গুলি কোরো না! আমি কিচ্ছু করিনি…!'

ছেলেটার স্বর ওকে পুরোপুরি জাগিয়ে তুলল। বাঙ্কের পাশে ওত পেতে তৈরি সিডনি। হাতের পিসমেকার ছেলেটার দিকে তাক করা। বয়স মাত্র বারো কি তেরো হবে। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। পিস্তল নামিয়ে সাবধানে কক করা হ্যামারটা যথাস্থানে ফিরিয়ে একটা বড় শ্বাস নিল।

'এভাবে হুট করে কখনও কারও কামরায় ঢুকো না,' ধমক দিল

সিডনি। 'মারা পড়বে।'

গত রাতের মত সকালেও বাইরে থেকে লোকজনের গলার স্বর ভেসে আসছে। কিন্তু শব্দটা একটু অন্যরকম···উত্তেজিত···চড়া সুর।

উঠে দাঁড়াল সিডনি ব্যারন। ক্ষতগুলো থেকে তীব্র ব্যথা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। একটা অস্ফুট শব্দ নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ছেলেটা এখনও আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে ওর দিকে। বালিশের বিকল্প বুট জোড়া বাঙ্ক থেকে নামিয়ে পরল। নড়তে প্রতিবারই নতুন করে ব্যথা লাগছে।

'এবার বলো, কি চাই তোমার?'

'আমি···আমি জানতাম না এখানে কে আছে।' গলা দিয়ে অনেক কষ্টে স্বর বেরুল। 'তুমিই কি গতরাতে জেমস ব্র্যাডলের লাশ নিয়ে এসেছিলে?'

'হ্যাঁ। আজকে মার্শালের কাছে স্টেটমেন্ট দেয়ার কথা। কোথায় সে?'

ছেলেটার ঠোঁট কেঁপে উঠল।

'সে···সে মারা পড়েছে। রডনি কিঙ তাকে একটু আগেই রাস্তার ওপর গুলি করে মেরেছে।'

এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে বসে রইল সিডনি। তারপর দাঁড়িয়ে গান-বেল্টটা কোমরে পরল।

'ঠিক আছে, বাছা, খবরটা জানাতে এসেছিলে, জানিয়েছ। এবার এখান থেকে সরে পড়ো।'

'ওরা তোমার কথা জানে, মিস্টার। তোমাকে খুঁজতে আসবে···'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাঁধ উঁচিয়ে ব্যথা চাপতে মুখ কুঁচকাল সে।

'সে আমি জানি। তোমাকে যা বললাম তাই করো। ভাগো!'

'যাচ্ছি, সার!' ঘুরে দৌড়ে ছুটে পালাল ছেলেটা।

সেলের দরজা থেকে পঞ্চোটা তুলে নিয়ে মাথায় হ্যাটটা পরল।

'যত সব বাড়তি ঝামেলা,' বিড়বিড় করে আপন মনেই বলল সে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ দুটো একটু ডলে কাঁধ ঘুরিয়ে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে মুখ কুঁচকাল। তারপর বুক ভরে বাতাস টেনে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছু লোকই থাকে এমন, ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ।

খোলা দরজার বাইরে রাস্তাটা এখন জনশূন্য। হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেছে। কেবল ঝটপট দরজা আর জানালা বন্ধ করার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। শূন্য রাস্তায় কয়েকটা বাঁধা ঘোড়া, একটা বিড়াল, আর একটা মৃতদেহ হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। লাশটার শার্টে মার্শালের ব্যাজ।

বড় একটা শ্বাস ফেলল সিডনি। কালো চোখ দুটোতে বিষাদের ছায়া পড়ল।

গতরাতের তিনজনের মধ্যে যে লোকটার হ্যাটব্যাণ্ডে কারুকাজ করা ছিল—রডনি—সেই সবথেকে ভয়ানক। সম্ভবত অন্য দুজনই ব্র্যাডলেকে হত্যা করেছে। ঘুসাঘুসি, বুটের লাথি, এটাই ওদের স্টাইল। কিন্তু রডনির চেহারায় পিস্তলবাজের ছাপ রয়েছে। ছেলেটাও বলল ওই রডনিই মার্শালকে গুলি করেছে।

উত্তর দিকে সামনেই বাতাসে বারের বাদুড়-ডানা দরজা ককিয়ে উঠল। ভিতর থেকে একটা বেপরোয়া হাসির শব্দ শোনা গেল।

'ওরা কি ওখানেই আছে?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল সে।

অল্পক্ষণ নীরবতার পর কিশোর কণ্ঠে জবাব এল।

'ওটা মারিওর সেলুন। ওরা ওখানেই ঢুকেছে। তুমি কি করে

জানলে আমি এখানেই আছি?'

'তোমার বয়সে আমিও তাই করতাম। কিন্তু এখন একটু আড়ালে থাকো—না হলে কচি বয়সেই মারা পড়বে।'

এগিয়ে গেল সিডনি। জানালার পিছন থেকে অনেক চোখ ওকে লক্ষ্য করছে অনুভব করতে পারছে সে। কিন্তু কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কেবল বেওয়ারিস বিড়ালটা ওর সঙ্গে এগোচ্ছে। সকালে খাবারের খোঁজে ঘুরছে। বারের বাদুড়-ডানা দরজার ওপর একটা মুখ দেখা গেল। লোকটা আবার ভিতরে অদৃশ্য হল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দরজা দিয়ে একজন স্বাস্থ্যবান লোক বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

'আরে দেখো, লেজলি, কে এসেছে। কাকতাড়ুয়া!'

আরেকজন লোক বেরিয়ে এল। রডনি কিঙের ভাই ওরা। দ্বিতীয়জন এক নজর সিডানকে দেখে ঘুরে খবরটা ভিতরে পৌছাল।

'খুঁজতে হল না, ব্যাটা নিজেই এসেছে।'

'হারামজাদাকে খতম করে দাও!' ভিতর থেকে গর্জে উঠল কেউ।

খুশিতে আত্মহারা হয়ে দাঁত বের করে হেসে নেমে এল ওরা।

হাঁটার গতি কমিয়ে পঞ্চো পিছনে সরাল সিডনি।

'কাকতাড়ুয়া ব্যাটা একটা বড় পিস্তলও এনেছে দেখছি,' ঠাট্টা করে বলল লেজলি।

'আমাদেরও আছে...' বলেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল অন্যজন।

দুজনেই পিস্তল বের করল, গুলিও করল...কিন্তু লক্ষ্যহীন, নিষ্ফল। গুলি ছোঁড়ার আগেই মারা পড়েছে ওরা। দুবার গর্জেছে সিডনির পিসমেকার। সুতোয় বাঁধা পুতুলের মত ঘুরে মাটিতে পড়ার আগেই মরল ওরা।

গুলির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে নীরবতা নামল। সেলুনের ভিতর থেকে

রডনির স্বর শোনা গেল।

'কি হল? ব্যাটা মরেছে?'

মৃত লেজলির লাশটা টপকে সেলুনের দরজার দিকে এগোল সিডনি। পিসমেকারের নলের মুখ থেকে এখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পিস্তলের দুটো তাজা কার্তুজ ভরে নিল সে।

'ওরা মিস করেছে, রডনি,' জবাব দিল ব্যারন। 'এখন বাকিটা তোমার ওপর নির্ভর করছে।'

সেলুনের বাদুড়-ডানা দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সিডনি। একটা বুলেট দরজার কিছুটা ছাল তুলে নিল। আরেকটা তার পঞ্চোকে টান দিল। পিসমেকারটা জবাব দিল। তারপর আবার। রডনি কিঙ পিছিয়ে বারের সঙ্গে ধাক্কা খেল। বুনো বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে সে। পিস্তলটা অবাধ্য আঙুলের শাসন না মেনে মেঝেতে পড়ল। পা দুটো পিছলে সামনে এগোল। পড়ে গেল সে। ফ্যান্সি হ্যাটটা বারের সঙ্গে বেধে ডিগবাজি খেয়ে ওর বুকের ওপর পড়ে এক ইঞ্চি ব্যবধানে পাশাপাশি দুটো বুলেটের ক্ষত চিহ্ন ঢেকে ফেলল।

সেলুনের দেয়ালে হেলান দিয়ে পিসমেকারে আবার গুলি ভরে নিল ব্যারন।

বারের পিছন থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটা লোক।

'জনসন মারা যাওয়ার পর এখন কে চার্জে আছে?'

কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে সে বলল, 'জানি না···সম্ভবত শেরিফই এখন এসব দেখাশোনা করবে। কিন্তু সে তো এখন প্রক্টরে। ওটাই কাউন্টির অফিস।'

'তুমিই কি সেলুনের মালিক মারিও?'

'হ্যাঁ আমি···'

'ঠিক আছে। আমি মার্শালের অফিসে গিয়ে একটা স্টেটমেন্ট লিখে দিচ্ছি, ওটা যাতে শেরিফের হাতে পৌঁছায় এটা দেখার দায়িত্ব তোমার। বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'কি বললাম বুঝেছ?' ধমকে উঠল সিডনি ব্যারন।

'বুঝেছি,' বলল সে। দৃশ্যতই কাঁপছে লোকটা। 'কিন্তু রডনি কিঙের ভাই রন কিঙের কানে এই ঘটনার খবর পৌঁছবে। বর্তমানে সে আর্‌কেনসতে জেল খাটছে। এরা ওরই ভাই।'

'তাহলে তো ঘটনা শুনে ওই লোকের খেপে ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু ওকে অপেক্ষা করতে হবে। লাইনে ওর আগে আরও অনেকে আছে যারা আমাকে মারতে চায়।'

বাদুড়-ডানা দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল সিডনি। সেলুনের মালিকও ওর পিছন পিছন বের হল।

'তোমাকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে,' মন্তব্য করল মারিও। 'গোলাগুলিতে জখম হওনি তো?'

'না, আগের কিছু ক্ষত আছে, একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি আমার সেলুনে দিব্যি বিশ্রাম নিতে পারো,' প্রস্তাব দিল লোকটা। 'অন্তত শেরিফ আসা পর্যন্ত...'

'না,' বাধা দিয়ে বলে উঠল সিডনি। 'এই জায়গাটা আমার আর পছন্দ হচ্ছে না। তুমি শেরিফকে জানিও আমি যেখানেই থাকি না কেন ওর সাথে যোগাযোগ করব। তার কোন প্রশ্ন থাকলে তখন সেটা পরিষ্কার করে নিতে পারবে।'

রিপোর্ট লেখা হলে একটা ধোঁয়াময় ছোট্ট দোকানে বসে কিছু নাস্তা

খেল। সে যতক্ষণ ছিল তারমধ্যে আর কেউ ওখানে ঢোকেনি। ওখানে কেবল সে, রাঁধুনি আর রাস্তার সেই বিড়ালটা ছিল। কিন্তু সে টের পাচ্ছে খোলা দরজা আর ধুলোভরা জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে থেকে লোকজন কৌতূহলী চোখে ওকে দেখছে। খাওয়া শেষ হলে রাঁধুনিকে বলে কিছু কাঁচা লিভার কুচিকুচি করে কাটিয়ে আনল, আর সেই সঙ্গে এক বাটি ছাগলের দুধ। এগুলো মেঝেতে রেখে বিড়ালের খাওয়া লক্ষ্য করল। বেচারি সত্যি ক্ষুধার্ত ছিল। হাত বাড়িয়ে ওকে ছোঁয়ার চেষ্টা করতেই বিড়ালটা ফোঁস করে উঠে থাবা চালাল। বুঝিয়ে দিল ওর সঙ্গে কোন আপোষ নেই। হেসে বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সে।

জেলখানার সামনে সেই ছেলেটা ব্যারনের ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আড়ষ্টভাবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে নিচের দিকে তাকাল। 'ধন্যবাদ, বাছা,' বলল সে।

মালিনসভিল ছেড়ে বেরোবার পথে সে একবারও পিছন ফিরে চায়নি। প্রায় আধমাইল চলে আসার পর একটা শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। সেই হলুদ বিড়ালের বাচ্চাটা পিছুপিছু আসছে। সিডনিকে ফিরে তাকাতে দেখে 'মিউ' করে একটু আওয়াজ করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল।

আড়ষ্টভাবে বসে বিড়ালটার দিকে তাকিয়ে আছে ব্যারন। বিড়ালটাও তাকিয়ে আছে। আগের মত আবার একটু শব্দ করল। একটা নরম মিহি সুর। অভিযোগ জানাচ্ছে যেন।

'কাণ্ড দেখো,' বিড়বিড় করল সে। তারপর পঞ্চোটা খুলে ঝুলিয়ে দিল। প্রায় মাটি পর্যন্ত পৌঁছল ওটা। 'আমার সাথে যেতে চাও? তাহলে তোমাকেই বেয়ে উঠে আসতে হবে। আমি আর নিচে নামতে পারব না এখন।'

দুই

এনিস শহরটা বেশ জমে উঠেছে। ব্যস্ত রেল স্টেশন। আনকোরা নতুন অপেরা হাউজ, তিনটে শস্য ভাণ্ডার মিল। আনুসঙ্গিক সবকিছুই আছে।

সিডনি ব্যারনের চার রকম চাহিদা মেটাতে পারবে এই শহর। আশা করছে একটা লোককে এখানে পাওয়া যাবে। ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ অফিস। একজন পরিচিত ডাক্তার, যার ওপর তার আস্থা আছে। আর চার নম্বর হচ্ছে একটা ভাল হোটেল যার কামরাগুলোয় দরজা আছে।

টেলিগ্রাফ অফিসেই সে প্রথমে গেল। রাস্তার লোকজন জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ব্যারন জানে তাকে কেমন দেখাচ্ছে। প্রেইরির আগুন। ডাবল স্টারের বন্দুকবাজদের সঙ্গে মোকাবিলা—তারপর তিনশো মাইল যাত্রা—কাপড়চোপড়ের অবস্থা স্বভাবতই খুব খারাপ। তাছাড়া পোড়া দাগ আর বুলেটের গর্ত এসব লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই।

শপিঙ ব্যাগ হাতে দুজন মহিলাকে যেতে দেখে সুপ্রভাত জানিয়ে তোবড়ানো হ্যাটটা উঁচু করল ব্যারন। ভয় পেয়ে ওদের দ্রুত সরে যেতে দেখেও হাসল না। কিছুদূর গিয়ে আড়চোখে দ্বিতীয়বার তাকিয়ে ওরা জিনের ওপর ঘুমন্ত হলুদ বিড়ালটাকে দেখল। রাস্তা পার হয়ে

ঘোড়া রেখে টেলিগ্রাফ অফিসে ঢুকল সে। ডেস্কের পিছনে বসা লোকটার সামনে একগাদা কাগজ এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। ক্লার্ক মুখ তুলে ওকে দেখে মুখ বাঁকাল।

'তার করে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্‌ আনার কাজ তুমি বোঝো?' প্রশ্ন করল ব্যারন।

বিরক্তির সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল ক্লার্ক।

'যদি রেগুলেটেড ব্যাঙ্ক হয়। টেরিটোরিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে ট্রান্সফার ভাউচার ছাড়া তার করে টাকা তোলা যাবে না।'

'ওটা স্টেট ব্যাঙ্ক। তবে টেক্সাসে নয় ক্যানসাসে।'

'ভাল কথা।' উঠে গিয়ে শেলফ থেকে একটা মোটা বই এনে টেবিলে রাখল। বইটা খুলে মুখ তুলে চাইল। 'চার্টার্ড ব্যাঙ্ক?'

'হ্যাঁ, দা ফার্স্ট স্টেট ব্যাঙ্ক অব হেজ। ক্যানসাস স্টেট রেজিস্টারে চোদ্দ নম্বর পাতায় দেখো।'

বই খুলে দেখে মাথা ঝাঁকাল ক্লার্ক। 'পেয়েছি।' সিধে হয়ে বসল লোকটা—নিঃসন্দেহ হতে পারছে না। 'তার করছি আমি, কিন্তু তোমার অ্যাকাউন্ট নম্বরটা আগে দাও, মিস্টার···?'

'ব্যারন। সিডনি ব্যারন।'

একটা ছোট কাগজে নম্বরটা লিখে নিল ক্লার্ক। তারপর আবার মুখ তুলে চাইল।

'তোমার কোড নম্বর?'

স্থির চোখে লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল সিডনি।

'তুমি কি বণ্ডেড?' পাল্টা প্রশ্ন করল সে।

চোখের পাতা ফেলল লোকটা। 'অবশ্যই! ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের প্রত্যেক টেলিগ্রাফার বণ্ডেড।'

'তোমার নাম আর বণ্ড নম্বর দাও।'

'নাম ডেভিডসন। তুমি আমার বণ্ড নম্বর চাও?'

'দরকার নেই। কেবল বুঝিয়ে দিলাম তুমি যেমন আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না আমারও তেমনি তোমাকে বিশ্বাস করার বিশেষ কোন কারণ নেই।'

আবার চোখের পাতা ফেলল লোকটা। তারপর দাঁত বের করে হাসল। কোড নম্বরটা শুনে টুকে নিল সে।

'ড্রাফটের অঙ্ক হবে একশো ডলার—তার সাথে খরচটাও জুড়ে দাও।' অলসভাবে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সিডনি। টরেটক্কা নিয়ে কাজে ব্যস্ত হল টেলিগ্রাফার।

জানালা দিয়ে বাইরে লোক চলাচল দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ ক্লান্ত পোনির জিনে বসা বিড়ালের বাচ্চাটাকে দেখে একটু থমকে আবার এগোচ্ছে। বিড়ালটা এখন চোখ খুলেছে। ঠাণ্ডা চোখে কৌতূহলী শহরবাসীদের কিছুক্ষণ দেখে আয়েশ করে আড়মোড়া ভেঙে একটা হাই তুলে সোজা হয়ে বসল। আশেপাশে মনোযোগ আকর্ষণ করার মত কিছু দেখতে না পেয়ে থাবা দিয়ে ঘসে মুখ পরিষ্কারে ব্যস্ত হল।

কয়েকজন আরোহী ঘোড়ার পিঠে চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তার ওপর লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল। ওদের একজন কমবয়সী যুবক—লম্বা লাল চুল—একটা উঁচু গ্যাঁজ দাঁতও আছে ওর। জিনের ওপর বসা বিড়ালটাকে দেখেই থেমেছে ও। জানালা দিয়ে দূর থেকেও সিডনি স্পষ্ট দেখল লোকটার দেঁতো হাসি বিশদ হল। সঙ্গীদের ডেকে বিড়ালের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল সে।

'দেখো, আইভান! এমন দৃশ্য আর কখনও দেখেছ? ওকে একটা হ্যাট পরিয়ে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে দিলেই কাউবয় হয়ে যাবে!'

হাসতে হাসতেই বিড়ালটার দিকে হাত বাড়াল যুবক। সঙ্গে সঙ্গেই হাত সরিয়ে নিল। কান দুটো মাথার সঙ্গে ভাঁজ করে বিদ্যুৎ গতিতে থাবা চালিয়েছে বিড়াল। যুবকের হাসি মিলিয়ে গেল। হাত সরিয়ে নেয়ার আগেই বিড়ালের তীক্ষ্ণ নখ গভীর লম্বা আঁচড় কেটে রক্ত বের করে দিয়েছে। কতক্ষণ বিড়ালটার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর নিজের পিস্তলটার দিকে হাত বাড়াল যুবক।

ওর পিছনদিকে টেলিগ্রাফ অফিসের দরজাটা খুলে গেল। নিচু শান্ত স্বরে কেউ বলে উঠল, 'ওটা বের করলে এদিকে গুলি ছোঁড়ার জন্যে তৈরি থেকো।'

ঝট করে ঘুরে তোবড়ানো হ্যাট পরা লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল লোকটা। ওর হাত প্রায় পিস্তলের বাঁট ছুঁই ছুঁই করছে।

'ভুলে যাও, সেটা সবদিক থেকেই ভাল হবে,' প্রস্তাব রাখল ব্যারন। 'মনে হয় না ওই বিড়াল মেলামেশা পছন্দ করে।'

যুবকের পাণ্ডুর চোখে মুহূর্তের জন্য একটা পাশবিক দ্যুতি জ্বলে উঠল। আশঙ্কাপূর্ণ যাচাই চলল এক সেকেণ্ড। এমন চেহারা ব্যারন আগেও অনেকবার দেখেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। যুবকের পেশী শিথিল হল, দেঁতো হাসিটা আবার ফিরে এল। আঁচড় খাওয়া হাতটা তুলে সে বলল, 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক, মিস্টার। আসলে জীবজন্তুর কাছে অপদস্থ হওয়ায় আমি অভ্যস্ত নই। ওটা তোমার বিড়াল?'

'না, কিন্তু ঘোড়াটা আমার। ওকে বিরক্ত না করলেই আমি খুশি হব।'

হাসিটা আরও বিশদ হল। হাত ছড়িয়ে পিছিয়ে গেল যুবক। 'যাক, কোন ক্ষতি হয়নি, ঝামেলায় জড়ানর ইচ্ছা আমার নেই,' বলে হ্যাটের অগ্রভাগ ছুঁয়ে অভিবাদন জানিয়ে ঘুরে কয়েক পা এগোল।

তারপর আবার ফিরে তাকাল। ব্যারন জায়গা থেকে নড়েনি।

মুখে হাসি থাকলেও যুবকের চোখ দুটো উজ্জ্বল আর কৌতূহলপূর্ণ।

'তোমাকে দেখে তো মনে হয় না এই মুহূর্তে কারও মোকাবিলা করার সামর্থ্য তোমার আছে। আমি ড্র করে বসলে তুমি কি করতে?'

'তোমাকে মেরে ফেলতাম,' জবাব দিল ব্যারন।

'তুমি যদি ওই বিড়ালটার মত ফাস্ট হয়ে থাকো, তাহলে হয়ত পারতে।' কেন যেন নিজের কথাটা নিজেই খুব উপভোগ করল যুবক। হাসিটা মুখ ছেড়ে চোখে স্থানান্তরিত হল। 'হয়ত আগামীতে একদিন কথাটা যাচাই হয়ে যাবে।'

পায়ে হেঁটেই এগিয়ে গেল যুবক। সঙ্গের লোক দুজনও ওর পিছু নিল। কিন্তু ব্যারনের দিকে ওদের চাহনি মোটেও বন্ধুসুলভ মনে হল না। টেলিগ্রাফার জানালা দিয়ে পুরো ঘটনাই দেখেছে।

'কমবয়সী মাস্তান ওরা—তবে শক্ত গ্যাঞ্জাম,' বলল সে। 'বলতে হবে তোমার কপাল ভাল।'

'তাই নাকি?'

'আমি তো তাই বলব। কিছু কম বয়সী টাউটের এখানে যাতায়াত আছে যাদের কাছে মানুষের দিকে তাকানো আর গুলি ছোঁড়ার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। আমার মতে ওদের মধ্যে সবথেকে খারাপ হচ্ছে ওই ডিকি হেণ্ডারসন।'

টেলিগ্রাফের চাবিটা ঠকর-ঠকর শুরু করল। ক্লার্ক ডেস্কে ফিরে গিয়ে প্যাডে মেসেজটা লিখল।

'তোমার ড্রাফটটা পাস হয়েছে, মিস্টার ব্যারন। আমি তোমাকে ক্যাশিয়ারস অর্ডার লিখে দিচ্ছি, সামনের মোড়েই তুমি ওটা ব্যাঙ্কে ক্যাশ করতে পারবে।'

'তার মানে আজকাল আর তোমরা এখানে ক্যাশ রাখো না?'

'না। ইদানীং আর রাখছি না। ঝুঁকি বেশি। এনিস চমৎকার একটা সুন্দর শহর, কিন্তু এটা রেইল রোড শহরও বটে।'

'তাহলে ক্যাশিয়ার্স অর্ডার থেকে দুটো টেলিগ্রামের দামও কেটে রাখো। মেসেজগুলো তোমারই লিখতে হবে,' ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত দেখিয়ে কাঁধ উঁচাল ব্যারন। কলম নিয়ে তৈরি হল ক্লার্ক।

'প্রথমটা রুবি ব্যারনের কাছে যাবে। কেয়ার অব রোজেনথাল ট্রাস্ট, বালটিমোর কনসারভেটরি অব...'

চমকে মুখ তুলে তাকাল ক্লার্ক। 'রুবি ব্যারন? গায়িকা?'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। 'আমার মা। কনসারভেটরি অব মিউজিক, বালটিমোর, মেরিল্যাণ্ড। শুধু লেখো, "টেক্সাসে আছি। চমৎকার আছি। কোন ঝামেলায় জড়াচ্ছি না। একটু সুস্থির হয়ে বসলেই তোমাকে চিঠি দেব। শোনা কথায় কান দিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। অনেক কান ঘুরে কথায় অনেক রঙ চড়ে। ভালবাসা নিয়ো। সিডনি।" লিখেছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে শব্দ গুনল ক্লার্ক। 'আর অন্যটা?'

'লিসা রবার্টস, ফারগো স্প্রিঙস, ক্যানসাস। মেসেজটা হচ্ছে, "যা শুনবে তার সবটা বিশ্বাস কোরো না। একটু অবসর হলেই আমি তোমার সাথে দেখা করব। নিশ্চিন্ত থাকো। সিড।" '

আবার শব্দ গুনে ক্যাশিয়ার্স অর্ডার লিখে বাড়িয়ে দিল ডেভিডসন। 'রুবি ব্যারন তাহলে তোমার মা,' বলল সে। 'ক্যালিফোর্নিয়ার নতুন অপেরা প্যালেসে সে গিয়েছিল না?'

'হ্যাঁ, স্যান ফ্র্যানসিসকোর দা প্যাভিলিয়নে। সে তো দু'বছর আগের কথা। তুমি তার গান শুনেছ?'

'না, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি,' আক্ষেপ করল সে। 'কিন্তু গানের

সমঝদারেরা বলে সে...'

'ঠিকই বলে,' বলল সিডনি। 'সে তাই।' একটু থেমে নোট প্যাডের দিকে ইঙ্গিত করল। 'আরেকটা মেসেজ আছে। প্রষ্টরে কাউন্টি শেরিফের কাছে যাবে। লেখো, "এনিসে আছি। মালিনসভিল সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে তার কোরো। সিডনি ব্যারন।" ব্যস, এটাই শেষ।'

শেষ টেলিগ্রামের বিলটা ক্যাশ পয়সা দিয়েই মেটাল সিডনি। তারপর বলল, 'আমি ওই সামনের হোটেলটায় উঠব, এসবের কোন জবাব এলে ওখানে পাঠিয়ে দিয়ো।'

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন অফিস থেকে বেরিয়ে প্রথমে একটা আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার থাকার ব্যবস্থা করল ব্যারন। বিড়ালটা সর্বক্ষণ জিনের ওপরই বসে ছিল। ঘোড়াটাকে স্টলে নেয়ার পর যখন জিন খুলতে শুরু করল, লাফিয়ে নেমে ছায়ার ভিতর অদৃশ্য হল সে।

'তুমি এই ঘোড়াটার ভাল যত্ন নিয়ো,' আস্তাবল রক্ষককে বলল সিডনি। 'অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ও। আর ওর খুরে নতুন নাল লাগাবারও ব্যবস্থা কোরো।'

'আমি সব ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তোমার বিড়ালটা কোনদিকে গেল? ও ঘোড়াগুলোকে চমকে দিলে আমার ঝামেলা বাড়বে।'

'বিড়ালটা আমার নয়। কিন্তু চিন্তা কোরো না, ঘোড়ারা সাধারণত বিড়াল পছন্দই করে।'

আস্তাবল থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে জেনারেল স্টোর থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নাপিতের দোকানে ঢুকল ব্যারন। দাড়ি কামানো হলে নাপিতের দোকানের পিছনে স্নান-ঘরে গোসল করতে ঢুকল। কাজের লোকটা গোসলের পানি এনে ব্যারনকে জামা খুলতে দেখে থমকে দাঁড়াল। নিজের অজান্তেই ওর মুখ থেকে

বেরিয়ে এল, 'ঈশ্বর!'

ফিরে তাকাল ব্যারন। 'কি?'

'কিছু না।' টবে গরম পানি ঢালল লোকটা। তারপর আবার ফিরে তাকাল। 'মিস্টার, গুলিতে আহত লোক আমি আগেও দেখেছি, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে টার্গেট প্র্যাকটিস চালানো হয়েছে তোমার ওপর। এত গুলি তুমি কিভাবে খেলে?'

'গোলাগুলির মধ্যে সরে পড়িনি বলে ওগুলো উপহার পেয়েছি।' টবে নেমে ধীরে ধীরে কাঁধ পর্যন্ত দেহ পানিতে ডুবিয়ে দিল। 'চমৎকার,' বলল ব্যারন। 'তাড়াহুড়া করে ফেরার দরকার নেই। শরীরটা একটু ভালমত ভিজিয়ে নিতে চাই।'

মাথা নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল অ্যাটেনডেন্ট। লোকটার বয়স হয়েছে। জীবনে অনেক বিচিত্র ঘটনা সে দেখেছে, কিন্তু কাউকে পিস্তল নিয়ে টবে নামতে কখনও দেখেনি।

পানি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তোয়ালে দিয়ে গা মুছে সদ্য কেনা নতুন জামা-কাপড় আর বুট পরল ব্যারন। নতুন বুট এখন পায়ে একটু শক্ত ঠেকছে, কিন্তু পরতে পরতে ঠিক হয়ে যাবে। পিসমেকারটা ভাল করে মুছে লণ্ঠন থেকে একটু তেল মাখিয়ে খাপে ভরল। তারপর বেল্টটা কোমরে পরে নিল।

যে লোকটা রাস্তায় নামল, তাকে দেখে আগের সিডনি ব্যারন বলে চেনার উপায় নেই। ভিতরে ঢুকেছিল ছেঁড়া, নোংরা জামা পরা পথ চলার ক্লান্তিতে শ্রান্ত এক ভবঘুরে পথিক। কিন্তু বেরিয়ে এল পরিপাটি জামা-কাপড় পরা এক শক্তিশালী পেশীযুক্ত লোক। বয়স তিরিশের কাছাকাছি। কালো চোখ—চুলও কালো, জুলপির কাছে সামান্য পাক ধরেছে। দু'সপ্তাহ জুড়ে অবাধে বেড়ে ওঠা গোঁফ ছাঁটার ফলে তাকে

এখন জংলীর পরিবর্তে ম্যানলি দেখাচ্ছে। স্নান সেরে দেহের অবসাদও যেন কেটে গেছে—অনেক ভাল বোধ করছে সে।

জেনারেল স্টোর থেকে একটা চামড়ার ব্যাগও কিনেছিল সিডনি। যা কিনেছে তার বাকি সব এখন ওই ব্যাগের ভিতরেই রয়েছে।

হোটেলে সে পিছন দিকের একটা কামরা চাইল। পেয়েও গেল। ব্যাগ হাতে দোতলায় ওঠার আগে সে ক্লার্ককে ডাক দিয়ে বলল, 'আমার কিছু মেসেজ আসতে পারে। এলে সেগুলো তোমার কাছেই রেখো। আমি এখন বিশ্রাম নেব।'

'বুঝেছি, স্যার,' হাত নেড়ে জবাব দিল সে। 'আপনি বিশ্রাম নেন, কেউ আপনাকে বিরক্ত করবে না।'

ধন্যবাদ জানিয়ে উপরে উঠে এল সিডনি। নিজের কামরাটা খুঁজে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। যা চেয়েছিল তাই পেয়েছে ও। কামরায় একটাই জানালা। ওখান থেকে পিছনের গলিটা দেখা যাচ্ছে। জানালা খুলে বাইরেটা ভাল করে একবার দেখে নিয়ে জানালা বন্ধ করে পর্দা ফেলে দিল সিডনি। চামড়ার ব্যাগ থেকে পুরানো তোবড়ানো হ্যাটটা বের করে জানালার পাশে টেবিলটার ওপর রাখল। তারপর বেড-কভার সরিয়ে বালিশ দুটোকে বিছানার ওপর শুইয়ে চাদর আর কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল। এক নজরে যে কেউ মনে করবে ওখানে কেউ শুয়ে আছে।

সন্তুষ্ট হয়ে চট করে কামরা থেকে বেরিয়ে দরজা লক করে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। উল্টোদিকের একটা বোর্ডিঙ হাউজে সে মোবীটির ডন ফ্রীম্যান নামে একটা ঘর ভাড়া করল। পেশা ট্র্যাক সারভেয়িং। দোতলার কামরাগুলো একটা লম্বা হল-ঘরের সঙ্গে যুক্ত। হোটেলের দিকে একটা ছোট ব্যালকনি রয়েছে।

'আমি আসা-যাওয়ার মধ্যেই থাকব। বোঝই তো—আমাদের

কাজই এমন। তবে তোমার অন্যান্য বোর্ডারের কোন ব্যাঘাত আমি ঘটাব না। আর আমার খাওয়া নিয়েও তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না—আমি বাইরেই খাব।' ল্যাণ্ডলেডিকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সিডনি।

এমপোরিয়ামের দোতলায় দুটো কামরা নিয়ে ডক্টর জন ওয়াইলির অফিস। রাস্তার উল্টোদিকে অপেক্ষা করছিল সিডনি। গলার সঙ্গে বাঁধা হাত ঝুলিয়ে একজনকে বেরিয়ে আসতে দেখে রাস্তা পার হয়ে উপরে উঠল সিডনি।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই গরুর গলার ঘন্টার মত একটা ঘন্টা বেজে উঠল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তারের রিমের চশমা পরা একটা লোক ভিতরের দরজায় এসে দাঁড়াল। লোকটা কি যেন বলতে গিয়েও বিস্ময়ভরা চোখে নীরবেই তাকিয়ে রইল। 'তুমি,' শেষ পর্যন্ত বলল ডাক্তার।

'আমিই,' বলল সিডনি। 'তোমার দিনকাল কেমন যাচ্ছে, ডাক্তার?'

'এসো, ভিতরে এসো।' দরজাটা খুলে ধরে সরে দাঁড়াল ডাক্তার। 'অবাক করলে, সিড। আমি শুনেছিলাম তুমি মারা পড়েছ। প্রেইরিতে সেই বিরাট আগুন...'

ব্যারন রোগী দেখার কামরায় ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দিল ডাক্তার।

'তোমার রোগীর খাতায় কিন্তু আমি মেবীটির ডন ফ্রীম্যান,' বলল ব্যারন। 'সাবধানের মার নেই।'

'ঠিক আছে, সিড।' একটু থেমে চোখ কুঁচকাল ডাক্তার জন ওয়াইলি। 'ফ্রীম্যান? ওই লোকের খোঁজেই না তুমি বেরিয়েছিলে? পেলে?'

'পেলাম, কিন্তু একটু দেরিতে।' কোট চেয়ারের পিছনে ঝুলিয়ে

শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করল ব্যারন। 'ওরা তাকে খুন করেছে, ডাক্তার। আমি কথা বলারও সুযোগ পাইনি।'

'খুব খারাপ কথা।' চাদরে মোড়া টেবিলটার ওপর ডাক্তারি যন্ত্রপাতি সাজাতে শুরু করল জন। 'তাহলে সে-ই কি...?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সিডনি। 'আমার বাবা। রুবির প্রিয় যুদ্ধ-ফেরত নীল সৈনিক—হিউবার্ট ফ্রীম্যান।'

'মৃত্যুর খবরটা রুবি জানে?'

'জানে। আমি মায়ের পুরানো গানের খাতাটা ওর জিনিসপত্রের মাঝে পেয়ে ওটা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। সে বুঝে নেবে।' শার্ট খুলে লঙ জনটা কোমর পর্যন্ত নামিয়ে একটা উঁচু টুলের উপর উঠে বসল সিডনি। 'হপ্তা দুই আগে তিনটে নতুন বুলেটের সাথে কিছু পোড়া ক্ষতও সংগ্রহ করেছি আমি। নেশনসের এক হাতুড়ে ডাক্তার যতটা পারে করেছে। তুমি একটু ভাল করে দেখে দাও। এখনও আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।'

ঘুরে ওকে দেখে ঠোঁট ভাঁজ করে নিচু স্বরে একটা শিস দিল ডাক্তার। 'তুমি যে বেঁচে আছ এটাই একটা আশ্চর্য ব্যাপার।' পেটের কাছে বামপাশের ক্ষতটা পরীক্ষা করে ঘুরে গিয়ে পিছনে কাঁধের জখমটা দেখল ডাক্তার। 'আমি তো দুটো দেখছি—তৃতীয়টা কই?'

'বাম পায়ে। ওটা তেমন গভীর ছিল না। প্রায় সেরে এসেছে।'

অবিশ্বাসে মাথা নাড়তে নাড়তে সামনে এসে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত করল। 'ওটাও আগে দেখিনি আমি। মনে হচ্ছে গত বছরের ঘটনা। বেঁচে আছ কিভাবে? ওটা তো সরাসরি হার্টের ওপর।'

'ভারি কাপড় পরা ছিলাম। পকেটে ছিল নোট বই। সম্ভবত ওতেই গুলির গতি কমেছে। তবে যে লোক গুলি করেছিল সে ভেবেছিল আমি

মারা গেছি। তাই আজও বেঁচে আছি।'

'বুঝলাম, কিন্তু সেই লোকের কি খবর?'

'মরেছে। সাথে ওর মত আরও কয়েকজন।

'ঘটনাটা কি, সিড?'

'নানান ধরনের জটিলতা রয়েছে ভিতরে। কিন্তু সোজা কথায় একজন লোভী লোক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এসব ঘটিয়েছে। লোকটা কিছু জমি—হয়ত বা একটা স্টেটই নিজের দখলে নিয়ে আসতে চেয়েছিল। কোয়ারেনটিন (সঙ্গরোধ) আইন ভেঙে সে তার গরু নিয়ে স্ট্রিপ দিয়ে (ক্যানসাস আর টেক্সাসকে পৃথক রেখেছে ওকলাহোমার একটা সরু চিলতে জমি—ওটারই নাম স্ট্রিপ।) ক্যানসাসে ঢোকার মতলব করেছিল। ফলে অন্য সবার গরুও বিক্রির অযোগ্য হয়ে যেত। কিছু জজকেও সে টাকা খাইয়ে হাত করেছিল। ব্যাপারটা হিউবার্ড ফ্রীম্যান টের পেয়ে যাওয়াতেই বেচারা খুন হল।'

'আমি দুঃখিত, সিড। সত্যিই আমি দুঃখিত। কিন্তু তোমার হাত এভাবে পুড়ল কি করে?'

'আগুন নিয়ে খেলেছিলাম।'

'বুঝলাম। ঠিক আছে, এগুলো শুকিয়ে আসছে। সেই প্রেইরি আগুন···তাহলে কি···?'

'হ্যাঁ, ওটা আমারই কাজ। একমাত্র ওভাবেই ডাবল স্টারকে ঠেকানো সম্ভব ছিল।'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল ডাক্তার। 'ডাবল স্টার? মানে মধ্বীটির বুড়ো হিগিন?'

'হিগিন স্পেন্সার,' মাথা ঝাঁকাল সিডনি। 'ওর ছকেই আমরা খেলছিলাম।'

'হায় আল্লা! হিগিন তো দারুণ প্রভাবশালী লোক। সবখানেই ওর দাপট। ওর সাথে টক্কর দিয়ে তুমি লুকোবে কোথায়?'

'হিগিন আর তার লোকজনের থেকে লুকাব?' ব্যারনের মুখের ভাব বেপরোয়া হল। 'তাহলে তো আমাকে সারাটা জীবন পালিয়ে পালিয়েই বেড়াতে হবে। না, সে চাইলে যেন আমাকে সহজেই পায় তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'সে তো নিজে আসবে না—তুমি নিজেই ভাল করে জানো সে পয়সা দিয়ে তোমার পিছনে লোক লাগাবে।'

'জানি। সম্ভবত ইতিমধ্যেই একজনকে আমার পিছনে লাগানো হয়েছে। সু মাতিনের নাম শুনেছো?'

'না, ওই নাম আমার অপরিচিত।'

'ওকে না চেনাই ভাল। ক্যানসাসে আমি আভাস পেয়েছি ওই লোক এর সাথে জড়িত আছে। হয়ত এখনও সে সুযোগের অপেক্ষায় আমার জন্যেই কোথাও অপেক্ষা করছে।'

'তুমি পুবে চলে গেলেই তো পারো? ঝড়-ঝাপটা একটু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই কাটাও?'

'তুমি তো আমাকে চেনো, ডাক্তার।'

'হ্যাঁ, তা চিনি।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোগীর ক্ষতের পরিচর্যায় মন দিল ডাক্তার। 'সিডনি ব্যারন কেবল একটা পথই চেনে—সোজা সামনে,' একটু রাগের সঙ্গেই বলল সে। 'কিন্তু একদিন ওটাই তোমার কাল হয়ে দাঁড়াবে। একটা বাড়তি বুলেট ঠেকিয়ে বসবে—তখন জোড়াতালি দিয়ে ঠিক করারও আর কিছু থাকবে না। সেই দিনের কথা ভাবতেও খারাপ লাগে, কারণ রুবি তাতে একেবারে ভেঙে পড়বে।'

কাঁধ উঁচাল সিডনি। 'মা আমার স্বভাবের কথা জানে, ডাক্তার। সে

এটা স্বীকার করেই নিয়েছে।'

'হয়ত সে স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু আমি করি না!'

'এখনও তুমি ভালবাস, তাই না?'

'আমাকে চিরকাল দূর থেকেই ভালবেসে যেতে হবে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডাক্তার। 'রুবির মনে তোমার বাবা ছাড়া আর কারও স্থান কোনদিন হল না।' ব্যারনের পোড়া হাতের পট্টি বদলে কাঁধের ক্ষতটার ওপর মলম মাখা ড্রেসিঙ বসিয়ে বেঁধে দিল। 'আপাতত এর বেশি আর আমার করার কিছু নেই। ভিতরে তেমন কিছু ক্ষতি হয়নি, হলে তুমি এখানে পৌঁছতে পারতে না। তোমাকে বলতে পারতাম ক্ষতের মামড়িগুলোতে বাঁক না ধরা পর্যন্ত শুয়ে বিশ্রাম নাও—কিন্তু জানি বলে কোন লাভ নেই—তাই বলব না।' ঘুরে কামরার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াল ডাক্তার। ব্যারন খেয়াল করল লোকটার চলাফেরায় আগের সেই সাবলীলতা আর নেই। বয়স হয়ে যাচ্ছে। আলাপের শেষে এবার বিস্তার ধরল ডাক্তার। 'মনে হয় না কেবল আমার সাথে দেখা করতে তুমি এনিসে এসেছ।'

হাসল সিডনি। 'শুনেছি মবীটির রিটায়ার্ড জাজ ফ্রেড কলিনস এখানে থাকে। তুমি চেনো ওকে?'

'চিনি। ভাল লোক। ইউনিয়নের এক বুক পরেই এলমে ওর বাসা। কিন্তু বর্তমানে সে শহরে নেই। সোশাল কল?'

'না কাজেই এসেছি···হিউবার্ট ফ্যীম্যানের ব্যাপার।'

'তাহলে এখানে কিছুদিন থাকছ না?'

'না, যত জলদি সম্ভব বেরিয়ে পড়ব। দেখতে চাই এখনও আমার পিছনে লোক লেগেছে কিনা।'

'সেটা কিভাবে জানবে?'

'আমি ঠিকই টের পাব।' শার্ট আর কোট পরে নিয়ে বেরিয়ে এল সিডনি। বাইরের কামরায় দুটো বাচ্চা নিয়ে অপেক্ষা করছে এক মহিলা। একবার মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে অভিবাদন জানিয়ে বাইরের দরজায় ঘুরে দাঁড়াল সে। 'আমাকে দেখার জন্যে ধন্যবাদ, ডাক্তার। আমি এখনই অনেক সুস্থ বোধ করছি।'

ওয়াইলি ওর দিকে চেয়ে হেসে মাথা নাড়ল। 'আমি যা বলেছি সেটা মনে রেখো মিস্টার···আহ্···ফ্রীম্যান। যে এলার্জিতে তুমি ভুগছ সেটা খুব সাংঘাতিক। যদি পারো এর মূল কারণটাকে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।'

তিন

স্টীল রেইল বারে সন্ধ্যায় অনেক লোকের ভিড় জমবে। কিন্তু বর্তমানে অল্প কয়েকজন রয়েছে। পিছনের একটা টেবিলে দুজন রেল কর্মচারী সেলারের ঠাণ্ডা বিয়ার উপভোগ করছে। কয়েকজন শহরবাসী আর দুজন ফার্মার জুয়া খেলার বড় কামরাটায় ছড়িয়ে আছে। কিছু কঠিন চেহারার লোক বারে দাঁড়িয়ে মদ খাচ্ছে।

জুয়ার কামরায় দুজন পিস্তলধারী লোক বারের ফারো ডীলারের বিরুদ্ধে প্রতি পয়েন্ট এক নিকেল (পাঁচ সেন্ট) হিসেবে তাস খেলছে। একজন জিতে কিছু কয়েন টেবিলের মাঝখান থেকে নিজের দিকে

টেনে নিল। কিন্তু ওর চেহারায় বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট। সে বলে উঠল, 'ডিকি এখানে আমরা মিছে সময় নষ্ট করছি। চলো, রিয়েল অ্যাকশনের খোঁজে বেরোই।'

'একটু পরেই বেরোব,' লাল চুলওয়ালা যুবক বলল, 'আর একটা দান খেলে নিই।' ডিলারের দিকে চেয়ে ডিল করার ইঙ্গিত দিল সে। কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার হাত উঁচিয়ে বলল, 'থামো! টেবিলের ওপর যা আছে সেটার জন্যে আমরা তিনজন তাস কাটব।'

'তা হয় না,' মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল ডীলার। 'এখানকার তাই নিয়ম। ট্রেইল ক্যাম্পের কোন খেলা এখানে চলবে না।'

লাল চুলের লোকটার দৃষ্টি কঠিন হল। হাসির চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। 'আমি তোমার অনুমতি চাচ্ছি না,' গর্জে উঠল সে। 'কি করতে হবে সেটা জানালাম। আমরা তিনজনে তাস কাটব।'

নার্ভাসভাবে এদিক ওদিক তাকাল ডীলার। মাথার ওপর রেলিঙের শূন্য চেয়ারের ওপর থেকেও ওর চোখ একবার ঘুরে এল। ওখানে সন্ধ্যার পর ভিড় জমলে শটগান হাতে বারের লোক বসবে। 'একবারই কাটা হবে,' শেষে সম্মতি জানাল সে। 'তারপর খেলা শেষ। আমার সন্ধ্যার আগেই সব হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে।' নিপুণ হাতে দুবার তাস ফেঁটে টেবিলের ওপর রেখে উপরে টোকা দিল। 'নাও কাটো,' বলল সে।

'তুমি আগে,' দাঁত বের করে হাসল ডিকি।

'ঠিক আছে।' অল্প কিছুদূর আঙুল নামিয়ে একটু ইতস্তত করে তাস কেটে ওটা নিজের কাছে রাখল ডীলার।

বাকি তাস থেকে কেটে আইভান একটা তাস নিয়ে দেখে অস্থিরভাবে একটু নড়ে বসল।

'এবার আমি,' বলে প্রায় নিচের দিক থেকে কেটে একটা তাস নিয়ে টেবিলের ওপর উল্টে দিল ডিকি। হরতনের গোলাম। আইভান তার ইস্কাপনের আটটা চিত করে ফেলল ওটার পাশে। ডীলার নিজের তাসটা এক নজর দেখে উল্টে দিল। ইস্কাপনের সাহেব। টেবিলের ওপরকার কয়েনগুলো কাচিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'এখনকার মত খেলা শেষ,' বলল সে। 'আবার সন্ধ্যা সাতটায় খেলা শুরু হবে।' হেঁটে চলে গেল ডীলার। দাঁত বের করে হাসতে হাসতেই ওর যাওয়া দেখল ডিকি।

'তুমি ওকে এত সহজে কেন ছেড়ে দিলে, ডিকি,' খেপে উঠল আইভান। 'কাটার সময়ে ওকে চুরি করতে তুমিও দেখেছ আমিও দেখেছি।'

'অবশ্যই দেখেছি। তাতে কি?'

'চুরি করার পরও তুমি ওকে পার পেতে দিলে কেন?'

'আমার ইচ্ছা।'

'আজকের সারাটা দিনই এমন গেল।' আইভানের চেহারায় বিদ্রূপের ভাব ফুটে উঠল।

'তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?'

'আজ সকালেও তুমি এক ঠুনকো চেহারার লোকের ধমকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এলে। এটা তোমাকে সাজে না, ডিকি।'

'তোমার মনে হয় আমার ওখানে একটা বুলেট নষ্ট করা উচিত ছিল। সামান্য একটা বিড়ালের জন্যে?'

'এর থেকেও সামান্য কারণে তোমাকে গুলি ছুঁড়তে দেখেছি আমি।'

'তোমাকে নিয়ে মুশকিল হচ্ছে ট্রিগার টেপার জন্যে তোমার হাত

চুলবুল করে।' ঠাণ্ডা স্থির দৃষ্টিতে আইভানের দিকে তাকাল ডিকি হেণ্ডারসন।

'আমার বিশ্বাস, কারণে গুলি করা, আর ফুর্তির জন্যে গুলি করার মধ্যে যে তফাৎ সেটা তুমি বোঝো না। ফিরে আসার জন্যে এই শহরটা একটা ভাল আশ্রয়। এটাকে সেভাবেই আমি রাখতে চাই।'

'তুমি জানো ওই বাউণ্ডেলে চেহারার লোকটা বাঙ্ক থেকে প্রায় একশো ডলারের একটা ভাউচার ক্যাশ করেছে? তারপর নতুন জামা-কাপড় পরে বড় হোটেলে গিয়ে উঠেছে? শর্টি দেখেছে।'

'বুঝলাম। লোকটা তাহলে কোন ধান্দাবাজি নিয়ে আছে।' উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল ডিকি। 'ওসব চিন্তা ছাড়ো, আইভান। বেকার লোকের ভাবনা ছেড়ে কিসে বেশি লাভ হবে সেটা ভাবো।'

'ওদিকেও কিছু চিন্তা-ভাবনা আমি করেছি।'

'কি রকম?'

'আমি জেনেছি টাইটওয়াডের তুলোর বীজ ছাড়ানর মিল কখন তাদের ভাউচার পাবে—আর টাকাটা কিভাবে নেয়া হবে।'

'তুলোর টাকা?' নাক সিঁটকাল ডিকি। 'তুলো তোলার মৌসুম এখনও অনেক দেরি। তাছাড়া তুলোর মিলে ডাকাতির কথা কে কবে শুনেছে?'

'মিলে না।' চোরা চোখে চারপাশটা একবার দেখে নিল আইভান। 'আস্তে! কেউ শুনে ফেলবে! একজন—বড় জোর দুজন থাকবে। মিলের মালিক ওয়েক্সাহ্যাচিতে টাকা তুলতে যাবে। সেখান থেকে সে টাইটওয়াডে ফিরবে।

'বুঝলাম ওর কাছে কিছু টাকা থাকবে।' আবার নাক সিঁটকাল ডিকি। 'চিকেন ফীড। আমি বড় কিছুর কথা বলছিলাম।'

'চার-পাঁচ হাজার ডলার কি খুচরা পয়সা হল?'

'এত?'

'কমপক্ষে। আরও বড় কিছু আসা পর্যন্ত ওতেই কিছুদিন আমরা রাজার হালে চলতে পারব। তুমি কি বলো, ডিকি? প্রস্তাবটা খারাপ?'

'জানি না...' ইতস্তত করছে ডিকি।

আইভান তাকিয়ে আছে ওর দিকে। খুঁটিয়ে দেখছে। 'তুমি কি নরম হয়ে পড়ছ, ডিকি?'

'সন্দেহ থাকলে মীমাংসা হয়ে যাক, আইভান?' শান্ত স্বরে বলল ডিকি। ওর ডান হাতটা পিস্তলের ওপর তৈরি রয়েছে।

মাথা নেড়ে পিছিয়ে গেল আইভান। 'আমি সেরকম কিছু বলিনি ডিকি। আমি বলছিলাম, আমার প্রস্তাবটা একটু ভেবে দেখো।'

মাথা ঝাঁকাল ডিকি। 'ঠিক আছে, নিজে দেখে পরে সিদ্ধান্ত নেব। সবাইকে জানিয়ে দিও যেন সোবার থাকে—আগামীকাল আমরা একটু বেরোব।'

ইউনিয়ন স্ট্রীট ধরে এগিয়ে এল্‌মে এসে এক মহিলাকে ফ্রেড কলিনসের বাসার অবস্থান জিজ্ঞেস করল সিডনি ব্যারন।

মেয়েটা নিজের বাড়ির সামনের বারান্দা পরিষ্কার করছিল। আঙুল তুলে বাড়িটা দেখিয়ে সে বলল, 'ওই দোতলা লাল বাড়িটাই তার। কিন্তু সে তো বাড়ি নেই—ওয়্যাক্সাহ্যাচি গেছে। কবে ফিরবে ঠিক নেই। কি একটা কেস আছে।'

'কেস? সে রিটায়ার করেনি?'

'হ্যাঁ, কিন্তু রিটায়ার করার পরও তার নিস্তার নেই। ওদিকে কাজের চাপ বেশি পড়লেই তার ডাক আসে। তুমি কি তার আত্মীয়?'

'না,' জবাব দিল সিডনি। 'আমি কেবল একটা জিনিস তার কাছে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম। কিন্তু আমার কোন তাড়া নেই—ওটা পরে পৌঁছালেও চলবে। ধন্যবাদ,' বলে হ্যাট ছুঁয়ে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিয়ে ইউনিয়ন ধরেই ফিরে চলল সিডনি। একটা খড়খড়ি তোলা ঘোড়ার গাড়ি ওকে পার হয়ে গতি কমাল। আড়চোখে চেয়ে সিডনি দেখল গাড়িটা থেমে দাঁড়িয়েছে। যার সঙ্গে এইমাত্র কথা বলে এসেছে, তার সঙ্গেই কথা বলছে ঘোড়াগাড়ির আরোহী।

জাজ কলিনসকে না পেয়ে কিছুটা নিরাশ হলেও স্ট্রিপের প্রেইরি আগুনের পর ব্যারনের দক্ষিণে আসার আরও কারণ আছে। সে জানতে চায় ওই পক্ষের কেউ বেঁচে গিয়ে তাকে অনুসরণ করছে কিনা। এটাও জানা দরকার সু মাতিন তাকে হত্যা করার কাজটা হাতে নিয়েছে কিনা। দ্রুত কয়েকবার ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে অশুভ অনুভূতিটাকে ঝেড়ে ফেলল সে। সু মাতিন যদি পিছনে লেগেই থাকে, যখন মারতে আসবে তখনই সে জানবে...যদি ততক্ষণ বাঁচে।

তার বদ্ধমূল ধারণা সু মাতিন আসবে। নিছক অনুমান—কিন্তু পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে সে নিজের অনুমানকে দাম দিতে শিখেছে। একটা দ্বিতীয় ধারণা বলছে সু মাতিন পিছন থেকে অনুসরণ করে আসবে না। খোঁজ-খবর নিয়ে সে কোন পথে কখন আসবে জেনে সামনে কোথাও তার জন্যে অপেক্ষা করবে।

বাকি যারা তার পিছনে আছে বা আসবে তাদের চিনতে সুবিধামত সময় আর জায়গা বেছে নিয়ে নিজের অবস্থান জানালেই ওরা আত্মপ্রকাশ করবে। তখন বোঝা যাবে ওরা কে, আর ওদের কি মতলব। ক্যানসাসের খেলাটা শেষ হয়েছে। এখন হিগিন স্পেন্সার তার অগাধ টাকা আর প্রতিপত্তি খাটিয়েও প্যানহ্যাণ্ডল্ জমি বিভিন্ন স্টেট

থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজস্ব স্টেট তৈরি করতে আর সক্ষম হবে না।

পরে কোন সময়ে হয়ত আর কেউ চেষ্টা করতে পারে। ওকলাহোমার স্ট্রিপটার উত্তরে ক্যানসাস আর কলোরাডো—পশ্চিমে নিউ মেক্সিকো আর দক্ষিণে টেক্সাস। অর্থাৎ প্রত্যেক স্টেট থেকে সামান্য কিছু অংশ কেটে ওকলাহোমার স্ট্রিপটার সঙ্গে জুড়ে নিতে পারলেই পাঁচটা স্টেট হাতের মুঠোয় এসে যায়। এটা করে সুবিধা লুটবার ফন্দি আগেও অনেক লোভী লোকের মাথায় খেলেছে। কিন্তু এখন চট করে আর এমন ঘটার সম্ভাবনা রইল না। অন্তত স্পেন্সারের জীবদ্দশায় না।

তবু ডাবল স্টারকে ঠেকাতে গিয়ে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নেশন্‌স্-এ(ইণ্ডিয়ান এলাকাগুলোর নাম) প্রায় চার হাজার বর্গমাইল এলাকা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। বেশিরভাগই নো-ম্যানস-ল্যাণ্ড—ক্যানসাস আর টেক্সাসকে পৃথক করেছে ওই স্ট্রিপটা—কোনও কোর্টের নিয়ম ওখানে খাটে না। মানুষ ওখানে একটা আইনই বাধ্য হয়ে মেনে নেয়—সেটা পিস্তলের আইন। তবে ক্যানসাস আর টেক্সাসেরও বেশ কিছু পুড়েছে। কম লোকই আছে যারা হয়ত বুঝবে আগুনটা প্রাকৃতিক ঘটনা নয়—ইচ্ছে করে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু কিছু লোক বুঝবে, এবং জানতে পারলে প্রতিশোধ নিতে আসবে।

ডাবল স্টারের লোক যদি আসে তবে সেটা এক অর্থে ভালই হয়—ওদের সঙ্গে বোঝাপড়াটা শেষ করে নেয়া যাবে।

এতে ব্যারনের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু যারা আসবে তাদের একজন যদি সু মাতিন হয় তবে সে হয়ত সময় মত জানতেই পারবে না। সু মাতিন টাকার বিনিময়ে মানুষ হত্যা করে। যারা ওকে নিয়োগ করে তারা নিজেরাও জানে না লোকটা দেখতে কেমন। ওর সঙ্গে

একমাত্র ভূতেরই তুলনা হয়। কেবল একটাই অমিল—ভূত গুলি করে মানুষ মারে না।

'কোন কিছুর থেকে পিছিয়ে যাওয়া তোমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই, সিড। আছে?' অনেকদিন আগে মা তাকে প্রশ্ন করেছিল। প্রশ্ন ঠিক নয়, আসলে সে একটা ধ্রুব সত্য কথা বলছিল।'তোমার মাঝে একটা ভীষণতা রয়েছে—এটা রাগ বা খেয়াল নয়—হয়ত এটাও তোমার সত্তার একটা অংশ—ঠিক বুঝি না আমি। কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছি। তোমার মাঝে কি যেন রয়েছে যা তোমাকে অন্যায় দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সুষ্ঠু প্রতিকার করতে বাধ্য করে। হয়ত তোমার বাবাও এমনই ছিলেন, কিন্তু তাঁকে পুরোপুরি বুঝে ওঠার সুযোগ আমি পাইনি। তোমাকে আমি ভালবাসি, সিড, তাই তুমি যেমন সেভাবেই মেনে নেবো।'

মা তাকে তার নিজের মত করে স্বীকার করে নিয়েছে বটে। মায়ের জন্যে সেটাই স্বাভাবিক। মা যাকে পেটে ধরেছে তাকে ভালবাসবেই। কিন্তু সে জানে পৃথিবীতে নিজের ইচ্ছামত চলার যে কত দাম দিতে হয়, এটা তার মায়ের অজানা নেই। পথ চলতে চলতে অনেক স্মৃতিই মনে ভেসে উঠছে। আরেকটা সুন্দর চেহারা ভেসে
উঠল। সেও তাকে স্বীকার করে নিয়েছে—বিশ্বাস করে। যে তাকে আদর করে চুমো খেয়েছে—মোমবাতির আলোয় বসে কত গল্প করেছে। কিন্তু লিসাকে অপেক্ষা করতে হবে। মনে হচ্ছে সিডনি ব্যারন হওয়ার মাশুল হিসেবেই যেন তাকে প্রিয়জনদের থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে। সিডনি ব্যারন হওয়ার মূল্য দিতেই নিঃসঙ্গ ভরঘুরে জীবন কাটাতে হচ্ছে ওকে।

লোকজন যদি প্রতিশোধ নিতে পিস্তল হাতে ওকে খুঁজতে

আসেই—সেই ঘটনা প্রিয়জনদের থেকে দূরেই ঘটা ভাল। নিষ্পাপ নির্দোষ মানুষ এসব ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাস্তা ছেড়ে একটা পায়ে-হাঁটা পথ ধরেছে ব্যারন। পথটা আগাছায় ভরা একটা খালি জমির ভিতর দিয়ে কোনাকুনিভাবে চলে গেছে। বেলা পড়ে এসেছে। পশ্চিমের পাহাড়গুলোর মাথায় সূর্যটাকে একটা আগুনের গোলকের মত দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস ছোট ঝোপগুলোকে দোল দিচ্ছে। পিছনে পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল সে।

তিন-চার গজ দূরে থেমে দাঁড়িয়েছে লোকদুটো। ওকেই খুঁটিয়ে দেখছে—আর অবজ্ঞার সঙ্গে হাসছে। প্রথমে না চিনলেও এবার মনে পড়ল লাল চুলের যুবকের সঙ্গে ছিল এরা।

'কাপড়ে মানুষের চেহারাই পাল্টে যায়,' বিদ্রূপ করে বলল কাছের লোকটা। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, শর্টি, একে দেখে সকালের সেই চাঁড়াল বলে চেনাই যায় না।'

'তোমার কথা জানি না,' বলে উঠল শর্টি। 'আমার কাছে তো ওকে কাদামাখা শুয়োরের পাছার মতই দেখাচ্ছে। কিন্তু সেকথা থাক। আমরা যদি একটু বুঝিয়ে বলি তাহলে ভাল কাজের জন্যে কিছু চাঁদা দিতে সে অস্বীকার করবে না। তুমি কি বলো, চণ্ডাল?' লোকটার দৃষ্টিতে অমঙ্গল সঙ্কেত সুস্পষ্ট। 'ব্যাঙ্কের থেকে যে টাকাটা সকালে তুলেছ সেটা আছে তোমার কাছে?'

চোখ ফিরিয়ে একেএকে দুজনকেই যাচাই করে নিল ব্যারন। একজোড়া উশৃঙ্খল যুবক। দুজনের কোমরেই পিস্তল ঝুলছে, কিন্তু এরা কেউ গোলাগুলিতে যাবে বলে মনে হল না। ওদের উপেক্ষা করে ঘুরে আবার নিজের পথেই রওনা হল সে। ধীর পায়েই এগোচ্ছে, চলায় তাড়াহুড়া নেই।

'অ্যাই!' ডাক দিল শর্টি। অবাক হয়ে চটে উঠল সে। 'তুমি কি বয়রা নাকি? আমার কথা এখনও শেষ হয়নি!'

চলার গতি না কমিয়েই পিছন ফিরে সে বলল, 'বাছারা, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তোমাদের মায়েরা দুশ্চিন্তা করবে।'

'হারামজাদা, বলে কি!' বলে উঠল একজন। দুপাশ থেকে দুজন ছুটে এগিয়ে এসে ওর পথ আটকে দাঁড়াল। একটু কুঁজো হয়ে মোকাবিলার জন্যে তৈরি হল ব্যারন। কাছের লোকটা মাত্র একহাত দূরে। ঘুসি পাকিয়ে আসছে। শক্ত হাতে পাঁজরের ওপর বাড়ি খেয়ে লোকটা দু'ভাঁজ হয়ে গেল। সোজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণকারীর বাম কব্জি সাঁড়াশির মত চেপে মুচড়ে ধরল ব্যারন। ডান হাতে পিসমেকার বের করে ওটার ভারি নল দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি দিয়ে ওর ডান হাতটা অকেজো করে দিল। ব্যথায় চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলতেই মুখে পিস্তলের নল ঢুকিয়ে দিল ব্যারন।

'আগেই সাবধান করেছিলাম যে সন্ধ্যার পর খোকাদের বাইরে ঘোরাফেরা করা বিপজ্জনক,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'এবার লক্ষ্মী খোকনের মত পিস্তলটা বের করে মাটিতে রাখো।'

কিছুক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে ব্যারনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করল শর্টি।

'এবার ওটার কাছ থেকে পিছিয়ে যাও,' বলল ব্যারন।

'মিস্টার, তোমার কপালে দুঃখ...'

'এক্ষুণি সরে না গেলে দুঃখের আসল মানে কি টের পাবে!' ধমকে উঠল ব্যারন।

পিছিয়ে গেল শর্টি। আক্রোশ উপচে পড়ছে ওর চোখ থেকে। ব্যারনের বজ্র-মুঠির থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টায় বৃথা মোচড়া-মুচড়ি

করছে জর্ডি। পিসমেকারের ঠাণ্ডা ব্যারেল প্রায় পুরোটাই ওর মুখের ভিতর। ওর গলা থেকে আশঙ্কাজনক ঘড়ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে। পিস্তলটা বের করে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ব্যারন। কিন্তু ও সরে যাওয়ার আগেই খাপ থেকে ওর পিস্তলটা তুলে নিল। জর্ডির পিস্তলটা বাম হাতে ধরে নিজেরটা খাপে ভরল সে। তারপর শর্টির পিস্তলটা তুলে নিয়ে দুটোই ছুঁড়ে দূরে পাঠিয়ে দিল। আগাছার ছায়ার ভিতর হারিয়ে গেল ওগুলো।

'বাছারা, এসব ভয়ানক জিনিস বয়ে বেড়ানো তোমাদের ঠিক হচ্ছে না,' সহজ স্বরেই বলল সে। 'নিজেরাই হয়ত চোট পাবে।'

একটু কুঁজো হয়ে জর্ডি তার ভাঙা হাতটাকে সামলাবার চেষ্টা করছিল। ব্যারনের কথার খোঁচায় রাগে অন্ধ হয়ে ছুটে এল শর্টি।

'তোর মত লোককে শায়েস্তা করতে আমার পিস্তল···।'

ঘুসিটা যে কোত্থেকে এল বোঝারও সুযোগ পেল না বেচারা। প্রচণ্ড মারে ওর দেহটা মাটি থেকে দু'ইঞ্চি উপরে উঠল। কথাটা আর শেষ করা হল না। ওর অচেতন দেহটা একটা আগাছার ঝোপ সমান করে দিয়ে মাটিতে পড়ল।

'ওকে সময়মত একটু বুঝিয়ে বোলো,' জর্ডিকে বলল ব্যারন, 'আজ তোমাদের কপাল ভাল ছিল বলেই বেঁচে গেলে। কিছু লোক আছে যারা ছোটদের বেয়াদপি একদম সহ্য করতে পারে না। ওদের কারও হাতে পড়লে আজ তোমাদের আর নিস্তার ছিল না। তোমার সাথীকে তুলে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাও। সামনেই একজন ভালো ডাক্তার আছে।' নিজের পথে হাঁটা ধরল ব্যারন।

'ওকে আমি তুলতে পারব না!'

ফিরে এল ব্যারন। 'তাহলে ওকে কি এভাবেই ফেলে রেখে যাবে

নাকি?'

'তুই আমার হাত ভেঙেছিস! বেজন্মা, হারাম...'

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। চোয়ালের ওপর হাতুড়ির বাড়ির মত ঘুসি এসে পড়ল। সেও জ্ঞান হারিয়ে তার বন্ধুর পাশে ধরাশায়ী হল।

অজ্ঞান লোক দুটোর দিকে তাকাল ব্যারন। 'ঝামেলা!' মন্তব্য করল সে।

ওদের টেনে নিয়ে ডাক্তারের দরজার সামনে পৌঁছে দেয়ার আগেই চারপাশ অন্ধকার হয়ে এল।

ওদের সিঁড়ির গোড়ায় রেখে নিজের পথ ধরল সে।

পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নিজের কামরায় ফিরল। পুরানো হ্যাটটা যেখানে রাখা ছিল ওটা সেখানেই আছে। চাদরে ঢাকা বালিশ দুটোও যথাস্থানেই রয়েছে।

নতুন কোট আর হ্যাট খুলে রেখে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল ব্যারন। অন্য একজন ক্লার্ক ডেস্কের পিছনে বসে ঝিমাচ্ছে। দ্বিতীয় একটা লোকই রয়েছে ওখানে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। ব্যারনের সাড়া পেয়ে ঘুরে তাকালো। ওর কোটের কলারের ভাঁজ করা অংশ থেকে একটা উজ্জ্বল তামার ব্যাজ ঝিলিক দিয়ে উঠল। মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে স্বীকৃতি জানিয়ে ডেস্কের দিকে এগোল ব্যারন।

'আমি সিডনি ব্যারন,' বলল সে। 'আমার নামে কোন মেসেজ আছে?'

ক্লার্ক প্রথমে তার খাতা দেখল, তারপর পিছনের ফোকরগুলো চেক করে বলল, 'একটাই আছে বলে মনে হচ্ছে।' ভাঁজ করা একটা হলুদ

কাগজ বাড়িয়ে দিল ক্লার্ক। লিসার টেলিগ্রাম। মেসেজটা ছোট আর ইঙ্গিতময়ঃ 'তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। তুমি টেক্সাসে আছ জেনে আরও খুশি হলাম। এখানকার আবহাওয়া এখন খারাপ। নিজের পিছনে নজর রেখো। শুভেচ্ছা আর ভালবাসা নিয়ো। লিসা।'

সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার সময়ে সে অনুভব করল ব্যাজধারী লোকটার চোখ দুটো তাকে অনুসরণ করছে। কামরায় ঢুকে চেক করে দেখল সবকিছুই যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই আছে। গান-বেল্ট আর নতুন কোটটা পরে হ্যাটটা তাতে তুলে নিল সে।

'চতুর ধান্দাবাজ লোক,' আপন মনেই নিচের ব্যাজ পরা লোকটার সম্পর্কে মন্তব্য করল ব্যারন। ঘরের কোনায় রাখা হারিকেনটা দেখে হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে ওটা জ্বালাল। ফিতে নামিয়ে শিখাটাকে ছোট করে জানালার ধারে টেবিলটার ওপর রাখল। তারপর জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল।

বোর্ডিং হাউজের ল্যাণ্ডলেডি রাতের খাওয়ার শেষে টেবিল পরিষ্কার করছিল। সিডনিকে দেখে সে বলল, 'গুড ইভ্‌নিঙ, মিস্টার ফ্রীম্যান। একটুর জন্যে তুমি সাপার মিস করলে। তবে রোস্টবীফ আর রুটি আছে, কফিও গরম আছে। যা দরকার নিয়ে নাও।'

কফি আর স্যাণ্ডউইচ নিয়ে সে উপরে নিজের কামরায় চলে এল। সব ঠিক আছে দেখে ব্যালকনিতে বেরিয়ে বেতের চেয়ারে সুস্থির হয়ে বসল। পঁচিশ গজ দূরে হোটেলের জানালা। হারিকেনের আলোয় জানালার পাশে রাখা পুরানো হ্যাটটা ব্যারন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

বোর্ডিঙ হাউজের আর কারও ব্যালকনিতে সন্ধ্যা কাটানর অভ্যাস না থাকলেই ভাল—ভাবল সে। কিন্তু ওই ব্যাজধারী লোকটা—ওকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছে না। ব্যারনের মন বলছে লোকটা

অকারণে ওখানে ছিল না। এটাও অনুমান—কিন্তু মালিনসভিলের গোলাগুলির ব্যাপারে শেরিফ কোন প্রশ্ন করল না—এটাও একটা কারণ।

ওখানে যে রিপোর্টটা সে দিয়েছে সেটা যথার্থ হলেও দু'একটা কথা সে ইচ্ছা করেই বাদ দিয়েছে। সৎ লোক হলে রিপোর্ট শেষ করতে ওইসব প্রশ্নের জবাব সে চাইবে।

হিগিন স্পেন্সারের প্রভাব কতটা এটা বিচার করে দেখার সময় আসন্ন।

চার

খাওয়া সেরে ওখানে বসে বসেই কয়েকবার ঝিমিয়ে উঠল ব্যারন। জখম আর ক্লান্তির বিরুদ্ধে যুঝছে সে। ঘুমে চোখ বুজে আসছে। দূরে রেল স্টেশন থেকে ট্রেনের হুইসেল মনটাকে আরও উদাস করে দিচ্ছে। সব ভুলে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ঘুমানো চলবে না। অনেক কাজ তার বাকি পড়ে আছে। সবগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করতে হবে।

কিছুদিনের জন্যে গায়েব হয়ে বিশ্রাম নিলে মন্দ হত না, ভাবল সে। কঠিন কিছু না, কিন্তু তাতে কাজ পিছিয়ে যাবে। কেউ তার পিছু নিয়েছে কিনা জানতে পারবে না। আবার নতুন করে ট্রেইল বিছিয়ে দেখতে হবে কেউ অনুসরণ করে কি না। অনেক সময় লেগে যাবে।

প্রিয়জনের কাছে ফিরতে হলে এটার একটা সুরাহা করেই ফিরতে হবে। লিসা বোঝে। ওর টেলিগ্রাম থেকেও এটা বোঝা যায়। মা'ও বোঝে। ওরা জানে রক্ত-পিপাসু লোক পিছনে লাগলে কারও শান্তি নেই। সব শেষ না হলে সে ফিরতে পারবে না।

'বাড়ি।' শব্দটা একটা সুখের স্বপ্নের মত ব্যারনের ঘুম জড়ানো চোখের সামনে ভাসছে। তার মত ভবঘুরে লোকের কি ওই শব্দটার প্রকৃত অর্থ জানার সুযোগ কোনদিন হবে? বর্তমানে তার সঙ্গে ওই বিড়ালটার তফাৎ কি? ওর নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা নেই—তারও নেই। কিন্তু নিজের বাড়ি থাকলেই বা মানুষ কি করবে? বারান্দায় রকিঙ চেয়ারে বসে দুলবে? কেউ আসবে সেই অপেক্ষায়? কিন্তু তাহলে পিস্তলটাকে তেল মাখিয়ে তৈরি রাখতে হবে। কারণ কেউ এলে তখন ওটার প্রয়োজন হবে।

বিষয়টা নিয়ে ভাবতে বেশ মজা পাচ্ছে ব্যারন। ঘুমঘুম ভাবটা দূর করতে এটা সাহায্য করছে।

জন ওয়াইলি মাত্র ঘুমিয়েছে, এই সময়ে দরজার ওপর দুমদাম করে কিল দিয়ে ডেপুটি মার্শাল রয় রজার্স ওর ঘুম ভাঙিয়ে দিল। অফিসের সঙ্গেই সংলগ্ন একটা কামরায় থাকে চিরকুমার ডাক্তার। রুবির মন জয় করতে পারেনি বলে সে আর বিয়েই করেনি। আবার দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল, সেই সঙ্গে রয়ের গলাঃ 'দরজা খোলো ওয়াইলি, এখানে তোমার দুজন কাস্টমার আছে!'

পুরানো একজোড়া জুতোয় পা গলিয়ে বিরক্তিতে বিড়বিড় করতে করতে তেলের বাতি জ্বালাল সে। রয় রজার্সকে একেবারেই পছন্দ করে না ওয়াইলি। ও একটা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। মানুষকে উত্ত্যক্ত করাতেই

তার আনন্দ। রাস্তার গুণ্ডা-বদমাশের থেকে সে কোন অংশে ভাল নয়। তফাৎ একটাই—ওর ব্যাজ আছে। লোকটাকে ঘেন্না করে ওয়াইলি। মুখের ওপর সেটা বলতেও ছাড়েনি। এমনকি সিটি আর কাউন্টির কর্মকর্তাদের কাছে ওর বিরুদ্ধে কয়েকবার নালিশও জানিয়েছে। ডাক্তার হিসেবে সে দেখেছে যাদেরই লোকটা অ্যারেস্ট করেছে তাদের কি দশা হয়েছে। লোকটা যে ঘুষ খায় এ ব্যাপারে ওয়াইলি নিশ্চিত। চারটা হত্যার ব্যাপারে সে জানে টাকা খেয়েই রজার্স শান্তি রক্ষার অছিলায় লোকগুলোকে খুন করেছে।

বাতি হাতে এগিয়ে এসে দরজা খুলল ওয়াইলি। 'কয়টা বাজে সে খেয়াল আছে? কি চাই তোমার?'

কটমট করে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে এক পা পিছিয়ে আঙুল তুলে দেখাল। বাতি উঁচিয়ে ওয়াইলি দেখল সিঁড়ির গোড়ায় দুটো লোক পড়ে আছে। ওদের একজন গড়াগড়ি খেয়ে কাতরাচ্ছে। নিচে নেমে ভাল করে দেখে ওদের চিনল ডাক্তার। গত কয়েক মাস হল ওরা স্টীল রেইলে আড্ডা গেড়েছে—কমবয়সী টাউট।

দুজনই জখম হয়েছে। একজনের ডান হাতটা বিকৃত, বেশ ফুলে উঠেছে। হাতের একটা হাড় ভেঙেছে—বুঝল ডাক্তার। বাম কাঁধেও ব্যথা আছে বলছে—কিন্তু ওটা মচকেছে মাত্র। কাঁধের জোড়াটা প্রায় খুলে পড়ার জোগাড় হয়েছিল—শেষ পর্যন্ত খোলেনি।

দ্বিতীয় জনের চোয়ালের হাড়টা ভেঙেছে—সম্ভবত মালটিপ্‌ল্ ফ্র্যাকচার। বাতির আলো চোখে পড়ায় আইরিস ছোট হওয়ায় বোঝা গেল বেশি ক্ষতি হয়নি। আঘাত খাওয়া জায়গাটা থেঁতলে নীল হয়ে রয়েছে। ভুরু কুঁচকাল ওয়াইলি। একে যে মেরেছে সে হয় একে মেরে ফেলতে চেয়েছিল নয়ত হত্যা না করে কত জোরে মারা যায় জানে।

রজার্সের দিকে তাকাল ডাক্তার। 'এটা তোমার কাজ? তোমাবে শহর থেকে বের করে দেয়া উচিত!'

'আমি মোটেও ওদের ওপর হাত তুলিনি,' রেগে উঠে জবাব দিল রয়। 'সন্ধ্যার সময়েই লক্ষ করেছিলাম ওরা সিঁড়ির গোড়ায় শুয়ে আছে। ভেবেছিলাম মাত্রা বেশি হয়ে গেছে—ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে। তারপর অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় আর এদিকে আসতে পারিনি—এইমাত্র এলাম। তোমার ফি কিন্তু তোমাকেই আদায় করে নিতে হবে। ওদের কারও পকেটে কোন টাকা নেই।'

নিশ্চয় না, ভাবল ওয়াইলি। যদি থেকেও থাকত সেটা এতক্ষণে তোমার পকেটে চলে গেছে। কিন্তু মনোভাবটা কথায় প্রকাশ করল না। শুধু বলল, 'যাক, অন্তত ওদের আমার চেম্বারে নিতে সাহায্য করো।'

'ওটা আমার সমস্যা নয়, ডক্।' লোক দুজনকে ডিঙিয়ে পার হল রজার্স। 'আমার যা করার আমি করেছি, এখন সব তোমার হাতে।' ওপাশে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'ভাল কথা, গত দুদিনের মধ্যে তুমি নতুন কোন রুগী দেখেছ?'

'প্রত্যেকদিনই আমার কাছে নতুন রুগী আসে।'

'আমি যাকে খুঁজছি সে ছয় ফুট লম্বা, শক্ত লোক। বুলেটের ক্ষত আর আগুনে পোড়া দাগ আছে ওর গায়ে। লোকটার নাম ব্যারন। ওকে দেখেছ?'

আড়ষ্ট হল ওয়াইলি। 'আমার রুগীর রোগ তাদের নিজস্ব ব্যাপার। এখানে নাক গলাবার অধিকার তোমার নেই। তোমাকে লোকজনের খোঁজ দেয়ার দায়িত্ব আমার নয়।'

'আরে না, ওর খোঁজ আমি জানি। সামনের হোটেলেই উঠেছে সে। ওর মোকাবিলা করার আগে ওর শারিরীক অবস্থা জানতে পারলে

আমার একটু সুবিধা হয়।...কিন্তু তুমি আমার কথার জবাবটা দাওনি।'

'ওই নামের কাউকে আমি দেখিনি,' প্রায় ধমকের সুরে বলল ডাক্তার।

দেঁতো হাসির সঙ্গে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে উঠল। 'না, হয়ত দেখনি,' বলল রজার্স। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে নিজের পথ ধরল সে।

হিঁচড়ে টেনে আহত লোক দুটোকে চেম্বারে নিয়ে এল ডাক্তার। খেয়াল করল দুজনের কোমরেই গান-বেল্ট রয়েছে, কিন্তু খাপ দুটো শূন্য—পিস্তল নেই।

'ওজন না বুঝে ভুল লোকের সাথে লাগতে গেছিলে,' বিড়বিড় করে বলল ডাক্তার। 'উচিত শিক্ষা হয়েছে।' হঠাৎ আর একটা চিন্তা এল ওর মাথায়। ভুল লোকটা সিডনি ব্যারন নয় তো? অন্য এক শহরে—মনে পড়ছে ওর—একজনের চিকিৎসা সে করেছিল—সেও ভুল করে সিডনি ব্যারনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। ফল শুভ হয়নি।

তোমার ছেলে তোমারই মত নিষ্ঠুর, রুবি। কিন্তু ছেলেটা সৎ। বুঝি না পরীর মত মানুষের পেটে এই ছেলে কিভাবে জন্ম নিল।

জখম লোক দুটোর জন্যে যতটুকু করা সম্ভব করে ওদের শুইয়ে রেখে নিজের কামরায় ঢুকল ডাক্তার। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাপড় পাল্টে রাস্তায় নেমে পুব দিকে রওনা হল।

কাপড়ের খসখস শব্দ আর পায়ের আওয়াজে পুরোপুরি জেগে সোজা হয়ে বসল ব্যারন।

'হ্যালো?' একটা মহিলা কণ্ঠ শোনা গেল। 'এখানে কে?'

আশ্বস্ত হল সে। 'আমি, মিসেস রবার্ট। ডন ফ্রীম্যান।'

হাতের বাতিটা উঁচু করে ওর দিকে ফিরল মহিলা। ওর পরনে সুতো দিয়ে আঁটা পাতলা রাতের জামা। 'মিস্টার ফ্রীম্যান? আমি ভাবতেই পারিনি কেউ এখনও জেগে আছে। তুমি ঠিক আছ তো?'

'চমৎকার আছি, মিসেস রবার্ট।' হাই তুলল সে। 'রাতের বাতাসটা একটু উপভোগ করছি। হয়ত কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমিয়েও পড়েছিলাম,—তোমাকে বিরক্ত করিনি তো?'

'না, না। আমি আমার স্বামীর জন্যে ওষুধ আনতে উঠেছিলাম, দেখলাম এদিকে একটা ছায়া দেখা যাচ্ছে। রাত হয়েছে···তাই···।'

'তা হয়েছে, ম্যাম। তোমাকে বিরক্ত করেছি বলে আমি দুঃখিত। গুড নাইট, মিসেস রবার্ট।'

'তুমি মোবীটি থেকে এসেছ না?' কথা বাড়াল ল্যাণ্ডলেডি।

'হ্যাঁ। কেন?' প্রশ্ন করল ব্যারন।

'না, কিছু না। কিন্তু মোবীটি তো এখান থেকে অনেক দূরে। কিন্তু ওই নামটা আজকেই আমি দুবার শুনলাম। তুমি এখানে পৌঁছার পরপরই এখানকার ডেপুটি মার্শাল একটা টেলিগ্রাম পেয়েছে। সেটাও ওখান থেকেই। অদ্ভুত ঘটনা চক্র, তাই না?'

'নিশ্চয়। কিন্তু ডেপুটি মার্শালকে আমি চিনি না। সে কি এখানে থাকে?'

'না, রয় রজার্স থাকে পাশের বাসায় জেঙকিন্‌সের ওখানে। বাসায় কেউ তখন ছিল না তাই আমিই ওটা সই করে রেখেছিলাম।'

'তাই? টেলিগ্রামটা তাহলে সে এতক্ষণে পেয়ে গেছে?'

'আমি নিজের হাতেই ওটা তাকে দিয়েছি। মনে হয় সে ওটা আশা করেছিল। কারণ ওটা আসার অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ফিরেছিল। লোকটা ওকে না দিয়ে আমার কাছে কেন টেলিগ্রামটা দিল এ নিয়ে

বেশ রাগারাগি করল। আমার কি দোষ? আমি তো তার ভালর জন্যেই ওটা রেখেছি। ওই লোকটাই যেন একটু কেমন—বেশি শক্ত—শহরের শান্তি রক্ষার জন্যে হয়ত অমন কড়া লোকই দরকার।'

'অনেক পদের মানুষ নিয়েই এই পৃথিবী,' স্বীকার করল ব্যারন। দূরে একটা নড়াচড়া ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একজন তার হোটেলেরই পিছনের সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। 'হ্যাঁ, অদ্ভুত মিল। কিন্তু মোবীটিতে রজার্স বলে কেউ আছে বলে মনে হয় না।'

'আরে না, ওটা ওর কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে আসেনি। তার কেউ আপনজন আছে বলে মনে হয় না। ওটা স্পেন্সার না কি ওই রকম নামের কেউ পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, স্পেন্সারই ওর নাম। আমি কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। কিন্তু খামের ওপর যা আছে সেটা তো যে কেউ পড়তে পারে।'

'নিশ্চয়।' সামনে হোটেলের পিছনের দরজা খুলে আবার বন্ধ হল। দরজার ফাঁক দিয়ে কিছুটা আলো দেখা গেল। 'গুড নাইট, মিসেস রবার্ট। আশা করি মিস্টার রবার্ট শীঘ্রি ভাল হয়ে উঠবে।'

'আমিও তাই চাই। গুড নাইট, মিস্টার ফ্রীম্যান। যাওয়ার সময়ে ব্যালকনির দরজাটা লক করতে ভুলো না কিন্তু।'

'ভুল হবে না, মিসেস রবার্ট। গুড নাইট।'

মহিলা খেয়াল করেনি বটে, কিন্তু কথার মাঝে এক মুহূর্তের জন্যেও ব্যারনের চোখ হোটেলের পিছনে অন্ধকার গলি থেকে সরেনি। এখনও ওর চোখ ওখানেই নির্দিষ্ট রয়েছে। প্রথম আলোর ঝলকের পর দরজাটা আবার খুলল। একটা কালো আকৃতি প্রথমটার পিছু নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

এর অর্থ অনেক কিছুই হতে পারে...আবার কিছু নাও হতে পারে।

কিন্তু এই ধরনের কিছু ঘটার অপেক্ষাতেই সে জেগে বসে আছে। এবার ওর চোখ দুটো নিজের কামরার আলোকিত জানালাটার ওপর স্থির হল। চোখ থেকে ঘুমের ভাব এখন পুরোপুরি কেটে গেছে। তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে ব্যারন।

এটাই স্বাভাবিক যে হিগিন স্পেন্সার যতদিন বেঁচে থাকে—তার খোঁজ করবেই। এখন আর সন্দেহ নেই। নিজের অস্তিত্ব গোপন করেনি ব্যারন। এখন স্পেন্সারের ভাড়া করা লোক ওর ট্রেইল অনুসরণ করে এগোচ্ছে। প্রভাবশালী লোক স্পেন্সার। ডাবল স্টারের মালিক সে। আর ডাবল স্টার প্রায় একটা সাম্রাজ্যই।

হারিকেনের আলোয় আলোকিত কামরাটায় কিছু ঘটছে। হলের দিক থেকে কামরায় ঢোকার দরজাটা বন্ধই রয়েছে। কিন্তু দরজার তলা দিয়ে সাদা একটা কিছু দেখা গেল। এক টুকরো কাগজ, আঁচ করল সে। বাইরের হল থেকে কেউ কাগজটা ঠেলে দিয়েছে। কোন মেসেজ? ওদিকে সতর্ক নজর রেখে অপেক্ষা করছে সে।

সিঁড়ির দরজাটা আবার খুলল। অল্প আলোয় দূর থেকেও ডাক্তারকে চিনতে পারল ব্যারন। অস্থিরতায় ওর মুখ বিকৃত হল। তুমি কেন এর মধ্যে জড়াতে এলে? ভাবছে সে। এটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। আমি সামলাব। কতদিকে নজর রাখব আমি? চোট পেলে তোমাকে এখন কে বাঁচাবে?

দোতলার জানালা দিয়ে ভিতরে একটু নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। দরজাটা সামান্য খুলল। পর মুহূর্তেই দরজা পুরো খুলে একটা লোক ঝাঁপিয়ে ভিতরে ঢুকে বিছানার বালিশ দুটোর দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়াল। মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। ওই তামার ব্যাজ পরা লোকটাই। ডেপুটি মার্শাল রয় রজার্স। ওকেই হোটেলের লবিতে আজ দেখেছে

সে।

লোকটা বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে চাদরটা তুলল। তারপর ঝট করে ঘুরে কামরার বাকি অংশ এক নজরে যাচাই করে দেখল। নিচু হয়ে দরজার গোড়া থেকে কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে পড়ে দেখল। এবার জানালার ধারে এসে জানালা খুলল। ডাক্তার অন্ধকার রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিল। জানালা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল। পিস্তল তুলল ডেপুটি মার্শাল। সিডনি উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করল, 'ডাক্তার! সাবধান!'

কিন্তু ওর সাবধান বাণী হারিয়ে গেল ডেপুটি মার্শালের কর্কশ গুল্লির আওয়াজে। পিস্তলের মুখে একটা আগুনের শিখা ঝিলিক দিল। অসহায়ভাবে ছিটকে হাত তুলে উল্টে পড়ল ওয়াইলি। রজার্স ছুটে হল ঘরে বেরিয়ে এল। আড়চোখে লক্ষ করে ব্যালকনি থেকে সোজা নিচে ঝাঁপ দিল ব্যারন। উবু হয়ে নিজের পতন রোধ করল সে। হোটেলের আরও দুটো জানালা খুলেছে। লোকজন কৌতূহলী চোখে বাইরে তাকাচ্ছে। ব্যারন ওখানে পৌঁছার আগেই ওখানে দুজন লোক ডাক্তারের ওপর উবু হয়ে দেখছে। কাছে গেল না সে। একটু দূরে আড়ালে দাঁড়াল। চোখ কান খোলা।

'মরে গেছে,' বলল কেউ। আশপাশ থেকে আরও কয়েকজন এগিয়ে এসেছে।

'লোকটা কে?' একজন প্রশ্ন করল।

'আরে! এতো আমাদের ডাক্তার! কেউ ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে!'

'সরে যাও!' হোটেলের সামনের রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে এল রজার্স। 'লোকটা···মরে গেছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ঘটনাটা কি?' প্রশ্ন করল একজন।

'কেউ ওকে গুলি করেছে—সরাসরি বুকে!' বলল আরেকজন।

'সবটাই আমি দেখেছি,' ঘোষণা করল রজার্স। আমি মুরের স্টোরে ঠিকমত তালা বন্ধ হয়েছে কিনা দেখছিলাম। একজন পিছনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল—ওই খোলা জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে ওকে মেরেছে কেউ। কিন্তু ওখানে এখন কেউ নেই—আমি চেক করে দেখেছি।'

একটু পিছনে আড়াল থেকে সব শুনল ব্যারন। তাহলে এভাবেই তাস সাজানো হয়েছে। একজন নির্দোষ লোককে মরতে হল। এখন নিজেকে বাঁচাতে লোকটা তার ওপরই দোষ চাপাতে চাইছে। অসৎ ডেপুটি মার্শাল স্পেন্সারের পক্ষ নিয়ে কাজ করছে।

কিন্তু তোমার এই পরিণতি কেন হল, ডাক্তার? ব্যথায় ওর ভিতরটা মুচড়ে উঠছে। কিছু একটা ব্যাপার সাবধান করতে এসেই নির্দোষ ডাক্তার শুধুশুধু মারা পড়ল।

আমি এই শহরে এলাম কারণ যাদের পছন্দ করি তাদের যেন ক্ষতি না হয় তাই। অথচ এখানে মৃত্যু আমাকে অনুসরণ করে এসে তোমাকে ধরে বসল। এটা মোটেও তোমার প্রাপ্য ছিল না। পিছিয়ে আরও অন্ধকারে সরে গেল সে। তারপর ঘুরে দ্রুত এগোল। পিছন থেকে গলার সরগুলো ওর কানে আসছে। কিন্তু ওদের কথা শোনার আর প্রয়োজন নেই। সে জানে খেলাটা এখন কিভাবে এগোবে। কার কামরা ওটা? নাম সিডনি ব্যারন। মাত্র আজই এসেছে। ওয়ারেন্ট দরকার হবে আমাদের। ডাক্তার ভাল লোক ছিল। ওর খুনীকে আমরা ঠিকই খুঁজে বের করব।

যারা তাকে অনুসরণ করছে তারা শিকারী কুকুরের মতই তার গন্ধ

টের পেয়েছে। তাকে বেশ কিছু অসুবিধাতেও ফেলে দিয়েছে। আইনের চোখে সে দোষী। সুতরাং তাকে জীবিত ফেরত না আনলেও চলবে।

নিঃশব্দে আস্তাবলে পৌঁছে বিল মিটিয়ে পোনিটাকে নিয়ে রেল ইয়ার্ডের পিছনে একটা নির্জন গলিতে রেখে আবার অন্ধকার শহরে ঢুকল সিডনি। বেয়ে মিসেস ক্রদার্সের ব্যালকনিতে উঠে দরজা লক করে নিজের কামরায় ঢুকল। ওখানের জিনিসপত্রগুলো থেকে তার যা দরকার তুলে নিয়ে ন্যায্য ভাড়া টেবিলের ওপর রেখে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে বেরিয়ে এল। এখানে ওখানে বিভিন্ন দূরত্ব থেকে লোকজনের গলার স্বর ওর কানে আসছে—লোকগুলো তাকেই খুঁজছে।

অনেক রাতে শহর যখন নিশ্চুপ হয়েছে তখনও সে রয় রজার্সকে একা পাওয়ার আশায় রয়েছে। সবাই খোঁজাখুঁজি বাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেও রজার্সের তাকে খুঁজে পেতেই হবে। সে আগে থেকে প্ল্যান করে কিছু করেনি—ঘটনাচক্রের সুযোগ নিয়েছে। এখন ব্যারনকে আর কেউ খুঁজে পাওয়ার আগেই ওর ওকে খুঁজে বের করতে হবে। তার ব্যারনকে ফাঁসাবার প্ল্যানটা সফলভাবে কাজে লাগাতে হলে ব্যারনের লাশ তার চাই।

মুহূর্তের জন্যে ডেপুটির জন্যে ওর একটু খারাপই লাগল। লোকটা ঝোঁকের মাথায় একটা কাজ করে ফেলে ওকে এখন উপস্থিত বুদ্ধিতে প্ল্যান তৈরি করে এগোতে হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে কাজ সারার মত বুদ্ধি ওর নেই।

'তোমার থেকে কিছু প্রশ্নের জবাব আমি চাই, খুনী,' বিড়বিড় করে বলল সিডনি। 'হয়ত যা জানতে চাই তার জবাব তোমার কাছে নেই, কিন্তু যা জানো সেটা বের করতেও আমি আনন্দ পাব।'

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটছে ব্যারন—আর সাবধানে নজর রেখেছে। একটা মোড়ে তার মনে হয়েছিল লোকটাকে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পরে দূরে ওকে দেখল। অন্ধকারে ছায়ার মত। রেল ইয়ার্ডের দিকে যাচ্ছে। কেবল ছায়ার মত সামান্য একটু নড়াচড়া। রেল ইয়ার্ডের টিমটিমে বাতি আর লোডিঙ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো ঘোড়ার গাড়ির লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল। কিন্তু গাড়িটা খালি।

নজর রেখেছে সিডনি। কিন্তু বুঝতে পারছে এভাবে অন্ধের মত অনুসরণ করে কোন লাভ হচ্ছে না। সময় বেশি নেই, সকাল হয়ে আসছে। এখন আর কিছু জানার সুযোগ থাকবে না।

এক ব্লক পিছিয়ে পোনিটার কাছে চলে এল ব্যারন। ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে তৈরি করে ওকে হাঁটিয়ে রেল ইয়ার্ডের দিকে এগোল।

এভাবে সমস্যার কোন প্রকৃত সমাধান না করে মাঝপথে পিঠটান দেয়া ব্যারনের অসহ্য ঠেকে। কিন্তু সময় বড় অল্প। যাওয়ার আগে রেল ইয়ার্ডটা একটু চক্কর দিয়ে দেখে যাবে।

ভাগ্যের জোরেই বলতে হবে আর কেউ দেখার আগে রয় রজার্সের দেখা পেল ব্যারন।

আসন্ন ভোরের কিছু আগেই রয় রজার্সের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তার পাশে দাঁড়াল ব্যারন।

'আমাকে কিছুই বললে না, আগেই শেষ হয়ে গেলে,' আপন মনেই বলল সে। 'না, তা কেন? তোমার এভাবে মরায় বেশ কিছু জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বেশি চালাক হতে যাওয়াটা তোমার উচিত হয়নি ডেপুটি। কম পয়সাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা ভাল ছিল। কিন্তু বড় পার্টির পথের কাঁটা হয়েই তুমি মারা পড়লে।'

মিডল্যাণ্ড জাঙ্কশন রেলওয়ে কম্পানির মাল গুদামের সামনে যখন

এসে দাঁড়াল ব্যারন তখন পুব আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। ওদিকে যেখানে রয় রজার্স মরে পড়ে আছে ওখানে কিছু লোককে ছুটাছুটি করতে দেখা যাচ্ছে।

'আমি একটা পার্সেল পাঠাতে চাই,' ঘুমে কাতর ক্লার্কটাকে বলল সিডনি।

'আমাদের শিপিঙ অফিস তো শহরে,' মনে করিয়ে দিল ক্লার্ক।

'আমি জানি। কিন্তু ওটা খুলতে এখনও অনেক দেরি। একটা ছোট্ট জিনিস এখান থেকে পাঠানো যাবে না? আমি টাকা দেব।' একটা ছোট প্যাকেট বাড়িয়ে দিল সে। চার ইঞ্চি পাশ আর ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা সরু প্যাকেট। পরিষ্কার অক্ষরে নাম ঠিকানা লেখা আছে ওর ওপরে।

প্যাকেটটা পরীক্ষা করে ক্লার্ক বলল, 'মবীটি? ঠিক আছে। আমিই এটা পাঠিয়ে দিতে পারব। সকাল সাতটা দশের গাড়িতে যাবে। দুই ডলার দিলেই চলবে।'

দুটো ডলার বের করে ওকে দিল সিডনি। 'ওখানে এত গ্যাঞ্জাম কি হচ্ছে?' শান্টিঙ ইয়ার্ডের দিকে দেখিয়ে বলল সে।

'একটা লোক ওখানে মারা পড়েছে। লোকটা রেল লাইনের ওপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। পাঁচটা বগি আর একটা ইঞ্জিন ওর ওপর দিয়ে গেছে। ওকে চেনারই উপায় নেই, বলছিল চার্লি।

'খুব খারাপ কথা।'

'এসব ঘটে। সম্ভবত কোন মাতাল।'

'যাক, ধন্যবাদ,' বলে পিছনে অন্ধকারে সরে গেল ব্যারন। কিন্তু যাওয়ার আগে দেখল তার পার্সেলটা সকালের ট্রেনে তোলার জন্যে ছালার ভিতর রাখা হল।

প্যাকেটের ভিতর যা রয়েছে সেটা এক সময়ে ছিল ডেপুটি

মার্শালের তামার ব্যাজ। কিন্তু এখন ওটা শান্টিঙ করা বগির চাকার নিচে পড়ে একটা সরু চ্যাপ্টা পাতে পরিণত হয়েছে। ভিতরে একটা ছোট্ট নোট। 'এই ব্যাজটা তুমি কিনে নিয়েছিলে,' নোটে লেখা হয়েছে, 'তাই এটা তোমারই প্রাপ্য।'

পার্সেলটা যাচ্ছে মবীটির হিগিন স্পেন্সারের ঠিকানায়।

এনিস থেকে প্রায় মাইলখানেক পশ্চিমে আসার পর কনুইয়ের কাছে কি যেন নড়ে উঠল। চমকে পিছন দিকে ফিরে তাকাল ব্যারন। তারপর দাঁত বের করে হাসল। 'ও, তুমি!' বলল সে। 'এতক্ষণ স্যাড্‌ল্‌ ব্যাগের ভিতর ঢুকে ঘুমাচ্ছিলে?'

হাত বাড়াতেই বিড়ালের কান দুটো মাথার সঙ্গে সেঁটে গেল। ফোঁস করে তীক্ষ্ণ দাঁত বের করল সে।

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল ব্যারন। 'মাঝেমাঝে আমার মনের অবস্থাও ওরকম হয়।'

সামনের দিকে ফিরল সিডনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিনের পিছনে কম্বলের ওপর আয়েশ করে গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল বিড়ালটা।

পাঁচ

আইভানের সঙ্গে আরও দুজন যুবক পানির ট্যাঙ্কের কাছে অপেক্ষা করছিল। এই সময়ে ডিকি হেণ্ডারসন ওখানে এসে হাজির হল। ওদের

মুখোমুখি হয়ে সে প্রশ্ন করল, 'শর্টি আর জর্ডি কোথায়?'

'জানি না। গতকাল থেকেই ওরা লাপাত্তা,' জবাব দিল আইভান।

'ওরা কি আমাদের সাথে যাচ্ছে না?'

'আমার ধারণা ছিল যাবে,' বাকি দুজন যুবকের একজন মুখ খুলল। 'আমি নিজে ওদের জানিয়েছি আমরা আজ একটু ঘুরতে বেরোব।'

'দুজনকেই বলেছিলে তো? ওই জর্ডি ছেলেটা একদিনের কথা পরদিন আর মনে রাখতে পারে না।'

'দুজনকেই বলেছি। ওরা গত সন্ধ্যায় বিয়ার খাওয়ার জন্যে কিছু টাকা জোগাড় করতে বেরিয়েছিল। কিন্তু ওরা আর "স্টীল রেইলে" ফিরে আসেনি।'

বিরক্তিতে মুখ বাঁকিয়ে শহরের দিকে ফিরে তাকাল ডিকি। এক বছরের উপরে হয়ে গেল সে এই দলটাকে চালাচ্ছে। সঠিক বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয় এই দলটাই ওর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। যেদিন ইগনেশিয়ো ওকে অপমান করে পিস্তল বের করে স্যান অ্যান্টোনিয়োতে মারা পড়েছিল—তারপর থেকেই কেউ আর ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। আইভান হয়ত উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে—কিন্তু এখন পর্যন্ত ওর মোকাবিলা করার সাহস তার হয়নি। উনিশ বছর বয়সেই সে এখন দলনায়ক। দলটা কোথাও গেলে সবার যাওয়াটাই নিয়ম।

'হয়ত ওদের কিছু ঘটেছে,' বলল স্টার্কি। 'শুনেছি গত রাতে নাকি শহরে কিছু গোলাগুলি হয়েছে।'

'হ্যাঁ,' গত রাতে এক ডাক্তারকে কেউ গুলি করে মেরেছে—কিন্তু ওটা আমাদের কোন ব্যাপার না।' ব্যাখ্যা দিল ডিকি।

'হয়ত ওরা নিজেরাই কোথাও গেছে,' বলে উঠল আইভান। 'জর্ডি

আমার মতই ও-ই শহরে এতদিন পড়ে থাকা ঠিক পছন্দ করছিল না।'

'হয়ত গেছে।' আইভানের দিকে ফিরল ডিকি। ওর চোখ দুটো আইভানকে ভেদ করে ফেলতে চাইছে। কম বয়সেই এটা সে শিখে ফেলেছে—কারও দিকে কঠিন চোখে তাকালে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে কুঁকড়ে পিছিয়ে যায়—সংঘর্ষে আসে না। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটাও ওদের বলেছ নাকি?'

অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল আইভান।

'আমি তোমাকে ছাড়া কাউকেই কিছু বলিনি।' পিছন ফিরে অন্য দুজনের দিকে তাকাল সে। 'কি? তোমরাই বলো, আমরা কোথায় যাচ্ছি তোমাদের বলেছি?'

'আমাকে বলোনি,' জবাব দিল স্টার্কি। 'এখনও আমি জানি না।'

'আমিও না!' ওকে সমর্থন করল হার্ডি। 'তুমি চাইলে শহরে ফিরে আমি ওদের খুঁজে দেখতে পারি।'

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ডিকি।

'ওরা যখন আসেনি। ওরা এটার কোন ভাগ পাবে না।' একে একে সবার দিকে চাইল সে। 'আমি যতক্ষণ দলনেতা আছি, কেউ না-এলে সে বাদ পড়বে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল সবাই।

'কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?' প্রশ্ন করল হার্ডি।

ওর দিকে তাকিয়ে হাসল আইভান। 'ওয়্যাক্সাহ্যাচি,' বলল সে।

'না, আমরা টাইটওয়াডে যাচ্ছি,' আগের সিদ্ধান্ত নাকোচ করে দিয়ে ঘোষণা করল ডিকি। ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিয়ে পশ্চিম দিকে এগোল সে।

এনিসের জন্যে সরগরম একটা দিন। গত সন্ধ্যায় মারা পড়েছে

ডাক্তার। অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যায়নি। আজ সকালেই দিনের আলোয় আবার একটা মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্যে লোকজন জড়ো হয়েছে। 'এটা, রজার্সই,' রায় দিল মেয়র জিম রাইলি। 'ওটা তারই বুট—আর ওই হাতের আঙুলে পরা আঙটি…' দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাতটার দিকে নির্দেশ করে শিউরে উঠল সে। 'ওটা সে…লেফটি মরগ্যানের থেকে কিনেছে বলেই দাবি করেছিল। তাছাড়া ওটা যে তারই পিস্তল এতে কোন সন্দেহ নেই। বুলডগ ·৪১… এই কাউন্টিতে অমন আরেকটা পিস্তল আছে কিনা সন্দেহ।'

'এদিকে সে কি করতে এসেছিল?' একজন প্রশ্ন করল।

আড়চোখে লোকটার দিকে তাকাল জিম। ডেইলি হেরল্ডের পাবলিশার। 'জানি না,' মাথা নেড়ে বলল সে, 'তবে আইন অনুযায়ী দরকার বোধ করলে ডেপুটি মার্শালের এখানে আসতে কোন বাধা নেই।'

'আমি তো শুনেছিলাম যে লোকটা ডাক্তারকে খুন করেছে তাকে ধরার জন্যে সার্চ পার্টির ব্যবস্থা করেছিল ও।'

'সাবধান, হোমার,' মাথা নেড়ে বলল বুড়ো জিম। 'ডাক্তারকে কে খুন করেছে তার জবাব এখনও আমরা পাইনি। আন্দাজে কাউকে দোষারোপ করা ভুল হবে।'

'কেন? রজার্স বলেনি সে পুরো ঘটনাটাই দেখেছে?'

'বুঝলাম, কিন্তু প্রমাণ কোথায়? প্রধান সাক্ষীই তো খতম। এখন কে বলবে কে মেরেছে?'

'কেন? আর প্রমাণের কি দরকার? রজার্স তো বলেই গেছে খুনী কে?'

'কিন্তু আমি তো আর কোন প্রত্যক্ষদর্শীকে এখানে দেখছি না।

একজনের কথায় কি হবে? কোর্টে টিকবে?'

'আর কত প্রমাণ চাই তোমার?'

'কাউকে নিশ্চিতভাবে দোষী সাব্যস্ত করা একজনের কথায় হয় না। আশা করি দিন ফুরাবার আগেই আরও তথ্য আমরা জানতে পারব।'

আর বেশি কিছু বলল না মেয়র। শহরের শান্তি রক্ষার জন্যে সৎ কাউকে কাজে নিলেই হয়ত ভাল হত, ভাবল সে। রজার্স ভাল না জেনেও শক্ত লোক বলে ওকে কাজটা দেয়া হয়েছিল।

গত রাতে মেয়র জিমের কানে গুলির যে শব্দটা পৌঁছেচে সেটা কোল্ট '৪৫ থেকে আসেনি এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। অথচ সবাই বলছে হোটেলে যে লোকটা উঠেছিল তার কোমরে ছিল পিসমেকার। তার অভ্যস্ত কানে শব্দটা বুলডগ '৪১ এর আওয়াজ বলেই মনে হয়েছে। ডক্টর রোজেনথালকে সে খবর পাঠিয়ে আনিয়েছে। ডাক্তারের মৃত-দেহটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। শীঘ্রি সে জানতে পারবে তার অনুমানটাই ঠিক কিনা। তারপর শেরিফ রেনির সঙ্গে আলাপ করবে—দরকার হলে ডিসট্রিক্ট জাজের সঙ্গেও কথা বলবে। রয় রজার্সের সম্পর্কে অনেক গোপন তথ্যই তার ফাইলে আছে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে হয়ত সাপ বেরিয়ে পড়বে, এই ভয়েই এতদিন এ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেনি জিম রাইলি।

কিন্তু রজার্স এখন গত। আগে যা হবার হয়েছে—এখন সে আর আগের ভুলটা করবে না। এনিস চমৎকার শহর, এর ভালমন্দ দেখার দায়িত্ব তারই। মনেমনে সে সিদ্ধান্ত নিল ডক্টর রোজেনথালকে রজার্সের লাশটাও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে বলবে। তদন্তটা চূড়ান্ত হওয়াই উচিত।

*

এনিস থেকে ওয়্যাক্সাহ্যাচি প্রায় বিশ মাইল। জমিটা মৃদু ঢেউ খেলানো। পথের দুপাশে তুলোর চাষ। বুনো পশ্চিমের সেই চিসম ট্রেইল এখনও দক্ষিণ থেকে ফোর্ট ওয়ার্থে গরু আনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

কিছু লোকের কাছে এলিস কাউন্টির কোর্ট হাউজটাই ওয়্যাক্সাহ্যাচির অষ্টম বিস্ময়। কিন্তু শেরিফ কোলম্যান বাস্তব মানুষ—তার কোন বিভ্রম নেই। কাউন্টি সম্পর্কেও না—এতে যারা বাস করে তাদের সম্পর্কেও না।

সকালের সূর্যটা পুবের ছোট টিলাটার ওপর মাত্র এক হাত উঠেছে। পিছন ফিরে ডেপুটি দুজনকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিল শেরিফ।

হেনরি একটু ভারি চেহারার হাসিখুশি যুবক। বয়স বিশও হয়েছে কিনা সন্দেহ। টেলর কাউন্টি কমিশনারের ভাগনে—সেও একই বয়সী। দুজনেই কাঁচা। কাজ বুঝতে ওদের এখনও অনেক সময় লাগবে।

দুজনেই প্রোবেশনে আছে। ওদের কাজ শিখিয়ে যোগ্য ডেপুটি তৈরি করার দায়িত্ব কোলম্যানের।

'তোমরা ওদিকে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিলে?' বকা দিল শেরিফ।

ঘোড়া এগিয়ে শেরিফের পাশাপাশি চলে এল ওরা। 'আমি খড়ের গুদামটা চেক করে দেখতে গেছিলাম,' বলল টেলর। আশায় উদ্দীপ্ত ওর চোখ—সমর্থন চাইছে।

'কেন?' শেরিফ স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'বুঝছ না? হাফ মুন ক্রসের ওরা শক্ত লোক। ভাবলাম যদি ওদের খারাপ কোন মতলব থাকে...সাবধান থাকাই ভাল।'

'বুঝলাম!' মন্তব্য করল শেরিফ। দ্বিতীয় ডেপুটির দিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করল, 'তুমি কোথায় গেছিলে?'

সুন্দর সরল একটা হাসি দিল হেনরি। 'আমি খেয়াল করলাম সেই ইণ্ডিয়ান লোক আর ছেলেটাকে আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না—ওরা কোথায় খোঁজ করতে গেছিলাম।'

'আমি তোমাকে ওই কাজ করতে বলেছি?'

'না, স্যার, কিন্তু আমি ভাবলাম ক্যাপ্টেন রিচার্ড এভাবে মারা পড়ল—তুমি তদন্তে এসেছ। সবার সাথেই তোমার কথা বলা দরকার...'

'ওদের দেখা পেলে?'

'টিকিটাও দেখলাম না,' জবাব দিল হেনরি।

'চমৎকার!' উপহাস করল শেরিফ কোলম্যান। 'এখন ভাল করে শুনে রাখো—আমি তোমাদের দিয়ে কিছু করাতে চাইলে বলব। নিজে থেকে তোমাদের কিছু করার দরকার নেই।'

'ইয়েস, স্যার।' দুজনেই একসঙ্গে বলল। কিন্তু চেহারা দেখে মনে হল কাউন্টি কমিশনারের ভাগ্নে এ-ব্যাপারে একটু অনিশ্চিত।

সরাসরি টেলরের দিকে তাকাল কোলম্যান। 'তোমার কেন মনে হল ওরা হামলা করতে পারে?'

'জানি না...ভাবলাম তুমি হচ্ছ শেরিফ...ক্যাপ্টেনের আকস্মিক মৃত্যুতে তদন্তে এসেছ...ওদের ভিতর যারা পিস্তলবাজ...'

'পিস্তলবাজ?' শব্দটার মানে বোঝো?'

'নিশ্চয়। এটা তো সবাই জানে। পিস্তলবাজ হচ্ছে...'

'যে পিস্তলের ব্যবহারে ওস্তাদ,' বাধা দিয়ে বলে উঠল কোলম্যান। 'এর বেশি কিছু নয়।'

'সিডনি ব্যারনের মত? প্রক্টরের শেরিফ যার ব্যাপারে তোমাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল?' উৎসাহের সঙ্গে বলল হেনরি।

'তুমি ওই টেলিগ্রামের কথা কিভাবে জানলে, ডেপুটি?'

'পড়েছি। উচিত হয়নি? ওটা তো ডেস্কের ওপরই ছিল।'

'আমার ডেস্কের ওপর ছিল। যাক, ঠিক আছে। হ্যাঁ, সে একজন দক্ষ গানফাইটার সন্দেহ নেই।'

'আমরা কি তাহলে এনিসে তাকে ধরে আনতে যাব?'

'কোন দোষে?'

'কেন? গানফাইটার হওয়ার দোষেই! টেলিগ্রামে লেখা ছিল সে মালিন্‌স্‌ভিলে তিনজনকে মেরে ফেলেছে!'

বড় একটা শ্বাস নিয়ে দুঃখের সঙ্গে মাথা নাড়ল কোলম্যান।

'আচ্ছা, হেনরি, তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও। মনে করো এই মুহূর্তে কেউ ওই সামনের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তোমার দিকে গুলে ছুঁড়তে শুরু করে—তুমি কি করবে?'

কাঁধ উঁচিয়ে হাসল হেনরি। 'তাহলে আমিও পাল্টা গুলি করব।'

'তুমিও পাল্টা গুলি ছুঁড়বে। কিন্তু বুঝতে পারছ তুমি কি হয়ে দাঁড়ালে?'

'কি?'

'একজন গানফাইটার! এখন চুপ থাকো। আমি যখন কথা বলছি তখন কথার মাঝে কথা বোলো না!'

'ইয়েস, স্যার।'

ভুরু কুঁচকে কথাগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টা করল টেলর। তারপর প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কোন কারণে আমাদের ওপর রেগে আছ, শেরিফ?'

উত্তর দিতে কিছুটা সময় নিল কোলম্যান। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। 'না, আমার বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত তোমরা ঠিকই শিখবে। কিন্তু অনেক কিছু তোমাদের শিখতে হবে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'প্রথমত, আমি কোন তদন্ত করতে হাফ মুন ক্রসে যাইনি।' হাত তুলে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে সামনের দিকে তাকাল শেরিফ। ওয়্যাক্সাহ্যাচি দেখা যাচ্ছে সামনে। 'আমি জানতাম ক্যাপ্টেন রিচার্ড কিভাবে মারা গেছে। ওটা ছিল একটা অ্যাক্সিডেন্ট। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ওখানকার লোকজন কঠিন বলে নাম থাকলেও তার মানে এই না যে ওরা খারাপ লোক। ক্যাপ্টেন কোন আউটলকে তার র‍্যাঞ্চে জায়গা দেয়নি।'

'তাহলে ওখানে আমরা কি করতে গেছিলাম?'

'তোমরা দুই পাখি যদি এদিক ওদিক উড়ে না বেড়িয়ে আমি ওদের কি বলেছি শুনতে তাহলে জানতে। ক্যাপ্টেনের লাশ দাফন করার সময়ে কোন ঝামেলা হোক এটা আমি চাই না। আর তৃতীয় কথা সিডনি ব্যারন যদি অন্যায় কিছু করেও থাকে, সে খবর আমার জানা নেই। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার বা তোমাদের কিছু করণীয় নেই। সে তার নিজের পথে চলবে, আমরা চলব আমাদের পথে...তবে...' থুতনির ওপর খোঁচাখোঁচা দাড়ি চুলকাল সে।

'তাহলে ওকে নিয়ে এত চিন্তা করছ কেন?' প্রশ্ন করল হেনরি।

'কারণ ওকে আমি চিনি। অন্তত ওর কথা বিভিন্ন সূত্রে অনেক শুনেছি। লোকটা যেখানেই যায় সেখানেই কিছু না কিছু ঝামেলা ঘটে। সবাই বলে ওর ছায়া আর ঝামেলায় কোন তফাত নেই।'

পিছনে তাকাল হেনরি। আধমাইল দূরে পিছনে কিছু লোকজন

ঘোড়ায় চড়ে আসছে। জনা-বারো হবে। এতদূর থেকে গোনা কঠিন। ওরা সবাই যাবে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডকে সবাই ভালবাসত—তারা সবাই শেষ বিদায় জানাতে নিশ্চয় আসবে।

ছয়

জিঞ্জারব্রেড হিল টপকানর পর সিডনির ছায়াটাই ওর আগে আগে চলল। কাঁধের ওপর সকালের রোদটা বেশ মিষ্টি ঠেকছে। রাস্তাটা এখন চওড়া হয়েছে। দুপাশে সেলুন আর ডান্স হলের সারি। তিনটে কাউন্টির পুরুষ লোকের চাহিদা মেটাচ্ছে ওগুলো। চিসম্ ট্রেইল আর জিঞ্জারব্রেড হিল এসব টেক্সাসের সব থেকে আনন্দমুখর জায়গা। রাস্তার দুপাশে দুই সারি করে বিভিন্ন রকম আনন্দ লুটবার জায়গা রয়েছে। সবই আকর্ষণীয় ছকে তৈরি—নতুন করে উজ্জ্বল রঙে রাঙানো।

রাস্তার দুপাশে সবথেকে বড় দালান দুটো নিজেদের মধ্যেই পাল্লা দিয়ে বড় হয়েছে, কিন্তু কেউ কাউকে হারাতে পারেনি। কোথায় যেন বিষাদের সুরে পিয়ানোতে টোকা দিচ্ছে কেউ। দোতলার জানালা থেকে সল্প কাপড় পরা কিছু মহিলা উঁকি দিয়ে সিডনির দিকে চেয়ে হাত নাড়ল। ছুটির দিনে অন্য রকম হত, কিন্তু আজকে কাজের দিন তাই সব একটু স্তিমিত।

মেয়েদের হাত নাড়তে দেখে একটু হেসে হ্যাটের কোনা ছুঁয়ে ওদের স্বীকৃতি জানাল ব্যারন।

'আরে, দেখো, দেখো!' একজন চেঁচিয়ে উঠল। 'ওর পিছনে একটা বিড়ালের বাচ্চা দিব্যি নিশ্চিন্তে শুয়ে ঘুমাচ্ছে!'

আরও স্বর শোনা গেল। 'ইশ্, কি সুন্দর বিড়াল! কিটি, কিটি কিটি।'

'আরে, একটু থামো, মিস্টার! আমি তোমার আর কিটির দুজনেরই যত্ন নেব!'

এবার একটা পরিচিত কণ্ঠ সিডনির কানে এল। 'আরে! সিড্ ব্যারন না? সত্যিই তো তাই!'

লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়াল সিডনি। সামনেই বিরাট সাইনবোর্ডে বড়বড় অক্ষরে লেখা আছে, 'কটিলিয়ন ক্লাব।'

জানালা দিয়ে প্রথমে একটা সুশ্রী নগ্ন পা দেখা গেল। তার পিছনে একটা লাল চুলের মাথা প্রকাশ পেল। 'তোমাকে আগের চেয়ে একটু বয়স্ক দেখাচ্ছে। কেমন আছ সিড?'

'তোমার সম্পর্কে একই কথা বলতে পারলাম না,' জবাব দিল সিডনি। 'তুমি ঠিক আগের মতই আছ। এখানে কি করছ তুমি?'

'লেডভিলে যা করছিলাম এখানেও তাই করছি,' বলে জানালা গলেই বেরিয়ে এল মেয়েটা। 'যা জানি সেটাই তো করব? তবে এখানকার পরিবেশটা ভাল।'

জানালা দিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়লে ওকে ঘোড়ার পিঠে বসেই লুফে নিল ব্যারন।

'ইশ্! কতদিন পরে দেখা!'

'প্রায় পাঁচটা বছর কেটে গেছে শার্লি। সময় কোনদিক দিয়ে যায়

হিসেব পাওয়া যায় না।' সদ্য মাখা হাল্কা একটা পারফিউমের গন্ধ ব্যারনের নাকে আসছে।

দু'হাতে মাথাটা ধরে ওকে খুঁটিয়ে দেখছে শার্লি। 'গোঁফটা নতুন দেখছি। আগে ওটা ছিল না। ভালই দেখাচ্ছে—বেশ মানিয়েছে। আচ্ছা, লেডভিল থেকে তুমি কোথায় গায়েব হয়েছিলে? আমি তো মনে করেছিলাম তুমি মরেই গেছ, পরে শুনলাম...' চট করে থেমে গিয়ে হাসল সে। 'আমার কথা শোনো, পালাও! লেডভিলের ঘটনায় তোমাকে ভাল করে ধন্যবাদ জানানরও সুযোগ পাইনি।'

'অনেক আগের কথা—ওসব ভুলে যাও, শার্লি,' শান্ত স্বরে বলল ব্যারন। 'ওটা মনে রাখার মত কিছু না।'

'কিন্তু আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলে তুমি! শয়তানটা আমাকে মেরেই ফেলত—আমার প্রিয় বান্ধবীকে সে আগেই খুন করেছিল।'

'ও কিছু না, ভুলে যাও। যা হোক, আমি তো শুনেছিলাম লোকটা ওই ঘটনার পরপরই মারা গেছে। কেউ ওকে পিছন থেকে গুলি করে মেরেছে।'

'হ্যাঁ, ভারি রাইফেল দিয়ে। উচিত সাজাই পেয়েছে হারামজাদা।' পুরানো স্মৃতিতে মেয়েটার চোখ মুহূর্তের জন্যে হিংস্র হয়ে জ্বলে উঠল।

'এখন তোমার কি খবর? নতুন কোন দাবিদার জুটেছে?'

'ওই ঘটনার পরেও আবার? অসম্ভব! এই যে বাড়িটা দেখছ—কটিলিয়ন ক্লাব—ওটার মালিক আমি। কিন্তু আমার মালিক কেউ নয়। আর কোনদিন না।' ইঙ্গিতময়ভাবে কিলবিল করে নড়ে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরল শার্লি। 'অবশ্য তুমি চাইলে আমি বিবেচনা করে...'

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল ব্যারন। 'এই ভাল আছ, শার্লি। আমার জীবনের কোন অংশই তোমার প্রয়োজন নেই।'

'জানলে হয়ত অবাক হবে তুমি।' ঘুরে জিনের পিছনে বসা হলুদ বিড়ালটাকে দেখল শার্লি। 'দেখছি পাঁচ বছরে অনেক কিছুই বদলে যেতে পারে। তোমার পার্টনারটা কে?'

'বিড়ালটা আমার না,' কাঁধ উঁচাল ব্যারন। 'উত্তরের এক রাস্তার বিড়াল। ওকে খাইয়েছিলাম—পরে ঘোড়ার পিঠে রাইডও দিতে হল।'

'ওর নাম কি?'

'জানি না ওর কোন নাম আছে কিনা। কথা বলে না ও। কিন্তু সাবধান...' ঘুরে পিছনে তাকাল সে। 'আশ্চর্য!' শ্বাসের সঙ্গে কথাটা বেরিয়ে এল। শার্লি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে গলা চুলকে আদর করছে। চোখের মণিটাকে ছোট করে চেয়ে আছে বিড়ালটা। ওর নাক আর লেজ মৃদু মৃদু লাফাচ্ছে। অদ্ভুত একটা আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতে ওত পেতে বসেছে সে। ওর চোখ দুটো শার্লির প্রত্যেকটা নড়াচড়া লক্ষ করছে। কিন্তু আদরটা নেয়ার জন্যে স্থির রয়েছে।

শার্লি আবার একবার ব্যারনকে জড়িয়ে ধরে আদর জানিয়ে খালি পায়েই নিচে নামল। 'তোমাদের দুজনের কারই নিশ্চয় এখনও নাস্তা করা হয়নি? আমার বাবুর্চি দারুণ রান্না করে।'

'আজ সকালে এই প্রস্তাবটাই আমার কাছে সব থেকে উত্তম মনে হচ্ছে।' ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার সময়ে পিছন থেকে অস্ফুট কণ্ঠে মেয়েলী স্বরটা অস্পষ্টভাবে ওর কানে পৌঁছল।

'না, তা ঠিক নয়, কিন্তু এটা তুমি কোনদিনই বুঝবে না।' তারপর জোর গলায় বলল, 'ভিতরে এসো, সিড। পিছনের জানালার ধারে টেবিলে বসো। আমি জামা পাল্টে এখনই আসছি।'

খোলা সদর দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল মেয়েটা। ঘোড়াটাকে এগিয়ে নিয়ে পানির টবের পাশে নিয়ে নড়াচড়ার সুযোগ রেখে বেশ খানিকটা

লাগাম ছেড়ে বাঁধল। বিড়ালটা ঘাড় কাত করে তাকিয়ে ব্যারনকে দেখছে। চোখে এখনও অবিশ্বাস, কিন্তু আত্মরক্ষার ওত পাতা ভঙ্গিটা এখন আর নেই।

'প্রস্তাবটা তো তুমিও শুনলে,' বলল সে। 'চলো খাই।'

ভিতরে ঢুকল ব্যারন। বিড়ালটাও নিঃশব্দ পায়ে ওর পাশেপাশে এগোল। বিড়ালটাও বোঝে কোথায় একটু ফ্রী খাবার মিলবে, ভাবল সে।

বিরাট কামরাটা চমৎকার ভাবে সাজানো। দেয়ালে এখানে সেখানে সুন্দর কারুকাজ করা কাপড় ঝুলছে। জানালা আর দরজায় ভারি লাল ভেলভেটের পর্দা। মোম পালিশ করা বারের লম্বা তক্তা। উপরে তিনটে ক্রিস্টালের ঝকঝকে ঝাড়বাতি ঝুলছে। কাঠের মেঝেটা মাত্র মুছে পরিষ্কার করা হয়েছে। জায়গাটার চেহারা দেখেই বোঝা যায় এখানে প্রতি সন্ধ্যাতেই প্রচুর ক্যাশ হাত বদল করে।

ঢোকার পথেই উলের গেঞ্জি পরা একটা লোক দরজার কাছে একটু থেমে বেরিয়ে গেল। ভিতরে দুজন রেগুলার মাতাল, একজন বিশাল আকৃতির বাউন্সার আর একজন ঘুমে কাতর বারটেণ্ডার ছাড়া আর কেউ নেই।

বারের মাসলম্যান বাউন্সার লোকটার পরনে পরিপাটি পোশাক—কিন্তু চেহারাটা খোয়া বিছানো রাস্তার মত অমসৃণ। ওর চেহারাটা যেন আগেও দেখেছে বলে ব্যারনের মনে হল। আবছা একটা আভাস মাত্র।

বারের পিছনে একটা সিঁড়ি বাঁক নিয়ে ঘুরে উপরে উঠেছে। এক নজরে সে আন্দাজ করল চোদ্দটা নম্বর লেখা কামরার দরজা দেখা যাচ্ছে ওখানে।

'ক্যাটহাউসে কোন পুরুষকে ক্যাট নিয়ে ঢুকতে দেখিনি!' খসখসে

স্বরে মন্তব্য করল কেউ।

ঘুরে চেয়ে দেখল বাউন্সার লোকটাই মন্তব্য করেছে। কথায় শ্লেষের ভাবটা ব্যারনের সহ্য হল না। ঝট করে ঘুরেই ওর ডান হাতটা মুচড়ে পিঠের কাছে ঠেসে ধরল। 'বাউন্সার হয়ে মাস্তানি—না? হাতটা ভেঙে দেব?'

'মিছেই চটছ, তোমাকে অপমান করার জন্যে আমি কথাটা বলিনি!' মিছে কথা বলল হার্ডি। আসলে গায়ে পড়ে ব্যারনের সঙ্গে শার্লির মাখামাখির চেষ্টা দেখে ওর গায়ে জ্বালা ধরে গেছে। পাত্তা না পেলেও শার্লিকে সে মনে মনে ভালবাসে। শার্লির দেহরক্ষী হয়ে কাজ করে বলে ওর ধারণা এটা তার ন্যায্য অধিকার।

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে শার্লি। এক নজরে ঘটনা আঁচ করে নিয়ে হার্ডিকে ধমক দিল সে।

'অতিথির সাথে এ তোমার কেমন ব্যবহার, হার্ডি?'

হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ব্যারন।

'সবার সাথে যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলে না এটা ওকে বুঝিয়ে দিলাম।'

মুচড়ানো হাতটা ডলতে ডলতে বারের দিকে সরে গেল হার্ডি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল শার্লি। গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা গোলাপী রঙের গাউনে ওকে সুন্দর মানিয়েছে।

মোহিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এগিয়ে এল হার্ডি। ব্যারনের টেনে ধরা চেয়ারে বসল শার্লি।

'গুড মর্নিঙ...মিস্। আমি জানতাম না লোকটা তোমার বন্ধু। তুমি কখনও বলোনি।'

'অবশ্যই সে আমার বন্ধু, হার্ডি। যখন লেডভিলে ছিলাম, তখন থেকেই সে আমার খুব ভাল বন্ধু।'

এক মুহূর্ত হতবুদ্ধি হয়ে চেয়ে থেকে ব্যারনের দিকে ফিরল সে।

'তাহলে তো তুমি আমারও বন্ধু। তুমি যখন ঢুকলে তখন একটা লোক বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে?'

'দেখেছি।'

লোকটা এই শহরের ল'ম্যান। জ্যাক বুল। ওর থেকে সাবধান।'

'আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি না, হার্ডি।'

'ভাল কথা, কিন্তু দেখলাম তোমার ব্যাপারে ওর খুব কৌতূহল।' ঘুরে বারের কাছে ফিরে গেল সে।

নাস্তার জন্যে এল বেকন, ডিম ভাজি, বিস্কিট (প্রায় কাপ-কেক সাইজের মাখন দিয়ে মাখিয়ে তৈরি করা রুটি), পীচ ফল আর ক্রীম। টেবিলের তলায় বিড়ালটার জন্যেও খাবার এল রান্নাঘর থেকে—ছোট টুকরো করে কাটা মাংস, তার সঙ্গে এক বাটি দুধ।

পাশে কাত হয়ে বিড়ালটাকে এক মিনিট দেখল শার্লি। মুখে হাসি।

'ওকে তুমি কোত্থেকে তুলে এনেছ?'

'মালিন্‌স্‌ভিল। রাস্তায় বেকার ঘুরছিল। তুমি এখানে কতদিন?'

'দুবছর হবে—কিংবা তিন। কিছুদিন এদিক-ওদিক ঘোরার পর ওয়্যাক্সাহ্যাচি দেখে আমার পছন্দ হল। হাতে কিছু টাকাও ছিল। এখানেই থেকে গেলাম। সুন্দর শহর। চিসম ট্রেইল পাশেই থাকায় ব্যবসায় নিয়মিত ভাল লাভ হচ্ছে। এখন আমি আমার ইচ্ছেমত যখন যেখানে খুশি যেতে পারি—যা খুশি করতে পারি।'

প্যারিস থেকে আমদানি করা গাউন, কব্জির দামী ব্রেসলেট, গলায় পরা মুক্তার মালা—সবকিছুতেই স্বচ্ছলতার ছাপ।

'এখান থেকে তাহলে ভালই রোজগার হচ্ছে?'

'ঝুঁকি নিয়ে আরও কিছু কাজ আমি করছি—তাতেও অনেক টাকা আসে। কিন্তু আমার কথা অনেক হল, এবার তোমার কথা বলো। কোথায় ছিলে, কি করছ, এখানে কিজন্যে এসেছ···সব!'

'বলার মত তেমন কিছুই নেই। এদিক ওদিক ভেসে বেড়িয়েছি। হাতের কাছে যা এসেছে তাই করেছি। আর চলার পথেই এখানে থেমেছি।'

জবাব শুনে প্রথমে অবাক, পরে নিরাশ হল মেয়েটা।

'তুমি তাহলে থাকছ না?'

'না, থাকার ইচ্ছে নেই। শহরটা একটু দেখে আবার বেরিয়ে পড়ব।'

'কোথায় যাবে?'

'জানি না। সম্ভবত পশ্চিমে।'

'তুমি আর বদলাবে না, সিডনি।' নিরাশ ব্যথিত চোখে ওর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে সে আবার বলল, 'ঠিক আছে, আমি আর কিছু জানতে চাইব না। তোমার ক্ষত-চিহ্নগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি। যা দেখতে পাচ্ছি না সেগুলোও। আগের মতই অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার অভ্যাস তোমার যায়নি।'

'ঠিক অন্যের না,' বলল সে। 'আমার নিজেরই।'

'তোমার জীবনে একটা মেয়েও আছে নিশ্চয়?' কথাটা ঠিক প্রশ্ন নয়—উক্তি।

ওর কথায় হাসির ভঙ্গিতে ওর ঠোঁটের কোনাদুটো একটু ভাঁজ হল। 'হ্যাঁ, আছে।'

'তাহলে তুমি তার সাথে নেই কেন?'

'শত্রু। ওর নয় আমার। ওকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি। সব

শেষ করেই ওর কাছে ফিরতে চাই।'

'কে সে? ওর সম্পর্কে কিছু বলো?'

'না।'

কিছুক্ষণ নিজের খাবার নাড়াচাড়া করে সে বলল, 'পুরুষদের এটাই স্বভাব—মেয়েদের কিছু বলতে চায় না। হয়ত তারা চিরকাল এমনই থাকবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'তুমি বলছিলে শহরটা একটু ঘুরে দেখবে—মানে বিশেষ কোন কারণে এখানে এসেছ?'

'এমন কিছু না। একটা ব্যাপারের চূড়ান্ত নিস্পত্তি করার কিছু জিনিস আমার কাছে আছে। সেটা পৌঁছে দিয়েই আমি এখান থেকে সরে যাব।'

'কিন্তু সাবধানে থেকো, সিডনি।'

'নিশ্চয়, সাবধান থাকি বলেই তো এখনও বেঁচে আছি।'

'হ্যাঁ, এখনও বেঁচে আছ।' মেয়েটার স্বর একটু অন্যরকম শোনাল। 'কিন্তু মরতে কতক্ষণ? জানি তুমি সাবধানী লোক। কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার কিছুদিন ডাক্তারের চিকিৎসায় থাকা...'

কথাটা শেষ হল না। ব্যারনের ঠাণ্ডা চাহনির সামনে আপনা-আপনি মিইয়ে গেল। 'ভাল ডাক্তারের কাছেই আমি গিয়েছিলাম—কিন্তু ডাক্তারই মারা গেল।'

আর কোন ব্যাখ্যা দিল না ব্যারন। মুহূর্তে ওর চেহারা থেকে কঠিন ভাবটা কেটে গেল। এরপর খাওয়ার মাঝে মামুলি কিছু কথা হল যাবার জন্যে সে যখন উঠে দাঁড়াল ওকে থামিয়ে সরাসরি ঠোঁটের ওপর একটা লম্বা চুমো খেল শার্লি। একটু অদ্ভুত, যেন এটাই শেষ বিদায়। চুমোর শেষে ঘুরে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল মেয়েটা।

একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

আশ্চর্য। ভাবল সে, কিভাবে ঘুরেফিরে একই লোকের সঙ্গে মানুষের চলার পথে বারবার দেখা হয়। শার্লি···কি? ওর পুরো নামটাও সে জানে না। বেশ্যা—কিন্তু মেয়েটা জীবনে অনেক উন্নতি করেছে। টাকা-পয়সাও অনেক কামিয়েছে। এখন সে সচ্ছল। দুনিয়ার চাল-চলনই আলাদা। সে যেমন চায় সেভাবে কেউ চলে না। নিজের তালেই চলছে পৃথিবী।

আর হার্ডি—ওকে হয়ত লেডভিল ছাড়ার আগেই নিযুক্ত করেছে শার্লি। খারাপ করেনি। সুন্দরী মহিলা—বয়স হয়ত তিরিশ হয়েছে—কিন্তু বোঝার উপায় নেই। ওকে এখনও ষোড়শীর মতই দেখায়। একজন শক্তিশালী লোক ওর প্রয়োজন। বুদ্ধিতে একটু খাটো—সেটা আরও ভাল।

সে আশা করেছিল আদর পেয়ে বিড়ালটা হয়ত এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু ওটা টেবিলের তলায় বসেই শার্লিকে উপরে উঠতে দেখল। ব্যারনের পিছন-পিছনই বেরিয়ে এল সে। ওকে না নিয়েই ঘোড়ার পিঠে উঠতে দেখে 'মিয়াও' শব্দে প্রতিবাদ জানাল সে। একটু ঝুঁকে কোটের হাতা বেয়ে বিড়ালটাকে উঠে জিনের পিছনে নিজের জায়গায় বসতে সাহায্য করল ব্যারন।

'এই ফ্রী রাইড কিন্তু বেশিদিন চলবে না,' বলল সিডনি। 'তুমি আমার বিড়াল না। আমার কোন বিড়াল নেই।'

রাস্তার শেষ মাথায় সেলুনের বারান্দা পরিষ্কার করছে একটা লোক। লাগাম টেনে ওর সামনেই ঘোড়া থামাল ব্যারন।

'জাজ-ফ্রেড কলিনসকে কোথায় পাওয়া যাবে জানো?'

মুখ তুলে তাকাল লোকটা।

'ওই নামের কাউকে আমি চিনি না,' জবাব দিল সে। 'তবে জাজ হলে সম্ভবত কোর্ট হাউজেই ওকে পাবে। কিন্তু রাখো, আজকে একটা বড় ফিউনারেল আছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডের দাফনে অনেক লোক আসবে। ওখানেও তার দেখা পেতে পারো। ভাল লোক ছিল ক্যাপ্টেন। ওখানে অনেক লোক আসবে আজ।'

লোকটা আবার নিজের কাজে মন দিল। পশ্চিমে রওনা হল সিডনি। ওয়্যাক্সাহ্যাচি শহরের কেন্দ্রটা ওদিকেই।

কটিলিয়ন ক্লাবের বাড়িতে শার্লিকে আবার নিচে নামতে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল হার্ডি। আবার কাপড় পাল্টেছে মেয়েটা। ওর পরনে এখন দিনের পোশাক। খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে। হার্ডি তাকিয়ে আছে।

'আমার গাড়িটা সামনের দরজায় লাগাতে বলো, হার্ডি। আমি আজকে একটু বেরোব—কাজ আছে।'

'নিশ্চয়, ম্যাম।' বেরিয়ে গেল হার্ডি।

সাত

জিঞ্জারব্রেড হিল থেকে ওয়্যাক্সাহ্যাচি মাত্র এক মাইল। ক্যাটল ট্রেইলের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা উত্তর দিকে চলে গেছে। ডান দিকে কবরস্থান। ওখানে শ'খানেক লোক জড়ো হয়েছে, আন্দাজ করল

ব্যারন। লোকটা ভাল ছিল। তাকে সম্মান দেখাতে অনেক লোক এসেছে।

লোকটার সঙ্গে পরিচয় নেই ব্যারনের, কিন্তু নাম শুনেছে। হাফ মুন ক্রসের যথেষ্ট সুনাম আছে। ব্রেজো কাউন্টিতে ওদেরই আদি বাস। তুলোর মাঠের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা ফোর্ট ওয়ার্থের দিকে গেছে। তুলোর চাষ এদিকে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও হাফ মুন ক্রস শেষ পর্যন্ত গরুর ব্যবসাই টিকিয়ে রেখেছিল।

একটা ভাল লোক মারা গেছে। খুব কঠিন আর চালাক লোক ছিল ওই বুড়ো। এখনও ওয়্যাক্সাহ্যাচির দিক থেকে আরও লোক আসতে দেখা যাচ্ছে। পালিশ করা ঝকঝকে কালো একটা ঘোড়ার গাড়ি লাশটা বয়ে আনছে। ওটার পিছন-পিছন আসছে জনা বিশেক শক্ত চেহারার কাউবয়। প্রত্যেকেই শক্ত—কাজের লোক।

ঘোড়ার গাড়িটা মোড় নিয়ে উত্তরে গ্রেস সেমিট্রির দিকে এগোল। সম্মান দেখাতে হ্যাটটা মাথা থেকে নামাল ব্যারন। লোকগুলো ওকে দেখল। কেউ-কেউ একটু বেশিক্ষণ ধরেই দেখে মনে মনে ওকে যাচাই করে নিচ্ছে। চোখ নামিয়ে নিল ব্যারন। সে জানে ওরা কি দেখছে। ওরা কি ধাতুতে গড়া তাও জানে। একাধিকবার সে নিজেও ওই কাজ করেছে। কাউবয়। শব্দটা কিছু লোকের কাছে অপমানজনক হলেও তার কাছে নয়।

মিছিলটা ধীর গতিতে এগিয়ে গেল কবরখানার দিকে। তাকিয়ে লোকগুলোকে দেখছে আর ভাবছে এদের মধ্যে কোন্ বুড়োটা ফ্রেড কলিন্স্। লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি সে।

সারির শেষ দিকে তিনজন আরোহী ওকে দেখে একটু থামল। ওদের একজন মাঝবয়েসী—বাকি দুজন তরুণ। তিনজনেরই পরনে

চকচকে ব্যাজ। হ্যাটটা আবার মাথায় পরে ঘোড়া নিয়ে ওদিকেই এগোল ব্যারন।

'গুড মর্নিঙ, শেরিফ,' বলল সে, 'বলতে পারো জাজ ফ্রেড কলিনস আজ এখানে এসেছে কিনা?'

অভিজ্ঞ ল'ম্যানের মতই লোকটা ব্যারনকে খুঁটিয়ে দেখল। শেষ পর্যন্ত বলল, 'তোমার পরিচয়টা জানতে পারি?'

'আমার নাম ব্যারন,' বলল সে। 'সিডনি ব্যারন।'

ডেপুটি দুজনের চোখগুলো বিস্ফারিত হল। সামনের জন পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। 'ধৈর্য ধরো, হেনরি,' পিছনে না ফিরেই বলল শেরিফ। তারপর ব্যারনকে বলল, 'আমিও তাই ধারণা করেছিলাম। তুমি এই কাউন্টিতেই আছো খবর পেয়েছি। জাজের সাথে তোমার কি দরকার?'

'একটা জিনিস দিতে এসেছি,' বলল সিডনি। 'পুরানো বন্ধুর স্মৃতি চিহ্ন। লোকটা এখানে আছে?'

'আছে। সে তোমাকে চেনে?'

'না।' আড়চোখে ডেপুটি দুজনের দিকে তাকাল ব্যারন। 'কি ব্যাপার? তোমাদের খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে?'

ঘুরে তাকাল শেরিফ। 'তোমরা মিছিলের সাথে এগোও।'

'কিন্তু, শেরিফ...' টেলর বলতে শুরু করল।

'যা বলছি, তাই করো!'

এগিয়ে গেল ওরা।

'যতসব...' বিড়বিড় করে বলল শেরিফ। 'আমি ম্যাট কোলম্যান। আর ওরা আমার ডেপুটি, কিন্তু একেবারে কাঁচা।'

ঘোড়াটা আরও একটু আগে বাড়িয়ে এলিস কাউন্টির শেরিফের

সঙ্গে হাত মেলাল ব্যারন। ওর পিছনে বসা বিড়ালটাকে দেখে অবাক হলেও কোন মন্তব্য করল না কোলম্যান।

'তুমি বলছিলে আমি এদিকে এসেছি সেই খবর তুমি পেয়েছ—কিন্তু কার কাছ থেকে শুনলে জানতে পারি?'

'প্রক্টরের শেরিফের কাছে জেনেছি। ওদিকে কিছু গোলাগুলিও হয়েছে শুনলাম।'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। 'কথাটা ওর থেকে জেনেছ শুনে খুশি হলাম। আশা করেছিলাম সে আমার সাথে যোগ যোগ করবে—কিন্তু করেনি। হ্যাঁ, ওখানে মালিন্‌স্‌ভিলে চারজন মরেছে···আসলে পাঁচজন। কিঙ পরিবারের তিন ভাই একজনকে খুন করে টাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল—পরে টাউন মার্শালকেও হত্যা করল। আমি সাক্ষী আছি জেনে ওরা আমাকেও মারতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওরাই মারা পড়েছে।'

'তিন জনই?'

'হ্যাঁ। নিজেকে রক্ষা করতে গিয়ে ওদের মেরেছি। ওরাই আগে গুলি ছুঁড়েছিল। সাক্ষী আছে। ওখানকার সেলুনের মালিকের কাছে আমি একটা লিখিত রিপোর্ট রেখে এসেছি।'

'সেটাও শুনেছি। কিন্তু কিছু কিছু জায়গা ছেড়ে গেছ।'

'হ্যাঁ, ইচ্ছে করেই। সেই জন্যেই ভেবেছিলাম সে যোগাযোগ করবে।'

ঘোড়ার পিঠে স্থির বসে কতক্ষণ ব্যারনের দিকে তাকিয়ে থাকল কোলম্যান। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'পরীক্ষা করে দেখছ?'

'না, সাবধান থাকছি। এনিস থেকে কোন খবর পেয়েছ?'

'কেন, খবর আসার কথা?'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। 'গত রাতে ওখানে একটা খুন হয়েছে। এক

ডাক্তার মারা পড়েছে। ওকে গুলি করে মেরেছে রয় রজার্স—ডেপুটি টাউন মার্শাল। দোষটা সে আমার ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছিল, কিন্তু কাজটা সে-ই করেছে।'

ভুরু কুঁচকাল শেরিফ। 'তুমি রয় রজার্সকে চেনো?'

'গতকালের আগে চিনতাম না।'

'তাহলে সে তোমাকে ফাঁসাতে চাইবে কেন?'

'টাকা খেয়ে। একটা লোক বস্তা ভরা টাকা খুলে বাঁটছে। আমার মৃত্যু চায় সে।'

'তোমার যদি অসুবিধা না হয় আমার অফিসে একটু আসবে?'

'না ডাকলেই অবাক হতাম,' বলল সিডনি। 'নিশ্চয় যাব, কিন্তু তার আগে আমি যে জন্যে এসেছি—ফ্রেড কলিনসের সাথে একটু দেখা করতে চাই।'

'ঠিক আছে, কিন্তু আমিও তোমার সাথে যাব।'

হাসল ব্যারন। 'আমার পিস্তলটা তুমি রাখতে চাও?'

'না, আমার জানামতে অ্যারেস্ট করার মত অভিযোগ তোমার বিরুদ্ধে আমি পাইনি। কিন্তু আছে?'

'এসব ব্যাপার বলা কঠিন। তবে আমার বিশ্বাস আমার বিরুদ্ধে কোন হুলিয়া বের হয়নি।'

'না, নেই,' জবাব দিল শেরিফ। 'গতকালই আমি চেক করেছি।'

ফ্রেড কলিনসের বয়স সম্ভবত সত্তর পেরিয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ। ওই চোখের পেছনে যে মানুষটা রয়েছে সে, যে অনেক দেখেছে, অনেক জানে, বোঝা যায়।

পরিচয় করিয়ে দিল শেরিফ।

'চেহারাটা পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু তোমাকে আগে দেখেছি বলে

মনে পড়ছে না।'

'না, দেখেননি,' জবাব দিল ব্যারন। 'কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি আমার বাবাকে চিনতেন। ফ্রীম্যান—মনে পড়ে?'

'ফ্রীম্যান?' জাজের উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ কিছুক্ষণ ওকে দেখল। 'নিশ্চয়, হিগিন স্পেন্সারের মেয়েকে বিয়ে করেছিল—ওর আগের পক্ষের একটা ছেলেও ছিল—নাম সিডনি ফ্রীম্যান।'

অদ্ভুত স্মরণশক্তি লোকটার। এসব প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা।

'তাঁকে চেনার সুযোগ আমার হয়নি, স্যার। মায়ের নাম ব্যারনটাই আমি এখন ব্যবহার করি। মাত্র গতবছরই আমি জানতে পারলাম আমার বাবা কে—এবং কোথায় থাকে।'

'শেষ পর্যন্ত দেখা পেলে?'

'না, স্যার। আমার খুব ইচ্ছা ছিল—কিন্তু দেরি হয়ে গেল।'

'কী? হিউবার্ট নেই?' লোকটার চোখে বিষণ্নতার ছায়া ভেসে উঠল। 'আমি দুঃখিত। সত্যিকার অর্থেই ব্যথা পেলাম। লোকটা ভাল ছিল। যোগ্য ল'ম্যান ছিল সে। কিন্তু এটা কিভাবে ঘটল?'

'তাঁকে খুন করা হয়েছে, স্যার। হিগিন স্পেন্সারই লোক পাঠিয়ে খুন করিয়েছে।'

সদ্য খোঁড়া কবরের ওপর আড়াআড়ি ভাবে পাতা দুটো কাঠের তক্তার ওপর কফিনটা রাখা হয়েছে। লোকজন সবাই চারপাশে জড়ো হয়েছে। 'ওরা অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছে, জাজ,' বলল শেরিফ কোলম্যান।

'তাহলে পরে আবার কথা হবে?'

'আপনি যেমন বলবেন, তাই হবে।' পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট প্যাকেট বের করল ব্যারন। 'আমি আপনার কাছে এটা পৌঁছে

দেয়ার জন্যেই এসেছিলাম।'

ওটা হাতে নিয়ে মোড়ক খুলল জাজ। ভিতরে একটা ল'ম্যানের ব্যাজ। ওখানে খোদাই করে লেখা আছেঃ মার্শাল—মবীটি, টেক্সাস।

'একদিন আপনিই এটা বাবার বুকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই ভাবলাম তাঁর মৃত্যুর পরে আপনার কাছে এটা পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমারই।'

'হ্যাঁ, এই ব্যাজটা আমিই তার বুকে পরিয়ে দিয়েছিলাম। এর যোগ্য মর্যাদাই সে দিয়েছে। আমি নিজে তার সাক্ষী।'

দাফনের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। কোলম্যানের ডেপুটিদের একজন চেয়ার এনে জাজকে সামনের সারিতে বসাল।

'আমি শুনেছি কিছুদিন আগে ক্যানসাসে শেরিফ ফ্রীম্যান মারা পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে ওকে আমি চিনতাম না—তবে অনেক সুনাম শুনেছি। তোমার বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'আমি দুঃখিত।'

হেনরি খবর দিল সেই ইণ্ডিয়ান লোক আর ছেলেটা এসে হাজির হয়েছে।

যেদিকে নির্দেশ করা হল সেদিকে তাকাল ব্যারন। সদ্য খোঁড়া কবরটার পাশে হাফ মুন ক্রসের লোকজন সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। কাজ করে কড়া পড়া হাতে ওদের হ্যাট। খালি মাথায় ওদের একই গোত্রের লোক বলে চেনা যাচ্ছে। কপালের যে অংশ হ্যাটে ঢাকা থাকে সেটা মাছের পেটের মত সাদা দেখাচ্ছে, মুখের বাকিটা রোদে পুড়ে বাদামী হয়েছে।

কাউবয়। সকালে প্রথম হ্যাটটাই ওদের মাথায় চড়ে, আর রাতে

ওটাই সবথেকে শেষে খোলা হয়।

কয়েক পা পিছনে আরও দুজন দাঁড়িয়ে আছে। পোশাকে বোঝা যায় ওরাও র‍্যাঞ্চে কাজ করে—কিন্তু আর সবার থেকে এক-টু আলাদা। চোখ সরু করে তাকাল ব্যারন। লোকটা ইণ্ডিয়ান, কিন্তু টঙ্কাওয়া নয়। বেশি লম্বা নয়, তবে বোঝা যায় শক্তিশালী। বুকটা ব্যারেলের মতই বেরিয়ে আছে। গালের হাড় চওড়া আর উঁচু। ঝাঁটার কাঠির মত সোজা চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। কপালে একটা রঙ ফিকে হয়ে আসা কাপড়ের হেড-ব্যাণ্ড। লোকটা যেন কেউ তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে টের পেয়েই ফিরে তাকাল। মুহূর্তের জন্যে ব্যারনের কাঁধ দুটো একটু আড়ষ্ট হল। চেকো, ভাবল সে।

কিন্তু চেকো মারা গেছে। স্মৃতি হিসেবে ওর পোনিটাই কেবল রয়েছে।

'এই অঞ্চলে কোমাঞ্চি ইণ্ডিয়ান কি করছে?' কোলম্যানকে জিজ্ঞেস করল ব্যারন।

'ওর নাম পাখির গান। ক্যাপ্টেন রিচার্ডের র‍্যাঞ্চে কাজ করত। ওর পাশে যে ছেলেটা আছে, তার নাম যে কি কেউ জানে না। সে কখনও বলেনি।'

হাড্ডিসার চেহারার একটা ছেলে। বয়স পনেরো বা ষোলো হবে। ওর চুলের রঙ ফ্যাকাসে—প্রায় সাদা। ওর চোখ আর দেহের রঙও ফ্যাকাসে। উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় ছেলেটার চেহারা কারও মনেই দাগ কাটবে না। ব্যারন এমন চেহারা আরও দেখেছে—টুম্বস্টোন, উইচিটা, টাসকোসা—চলার পথে অনেক জায়গাতেই দেখেছে। ওদের কেউ প্রথম দৃষ্টিতে পাত্তা দেয় না। কিন্তু পরে টের পায় পাত্তা দিলেই ভাল হত।

পশ্চিমে এমন ছেলে অনেক আছে। আধপেটা খাওয়া চেহারা—কোন নাম নেই—ঠিকানাও না। এমন ছেলে ভালও হতে পারে, আবার বিপজ্জনকও হতে পারে।

একটু উঁচু হয়ে সবাইকে এক নজর দেখে নিয়ে শেরিফ বলল, 'ওদিকে টাইটওয়াড থেকেও কিছু লোক এসেছে। তুমি আর টেলর ওদের ওপর একটু নজর রেখো। এদিকটা আমি সামলাব।'

'ঝামেলা?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল ব্যারন।

'সেটাই ঠেকাতে চেষ্টা করছি,' বলে দুজন নবাগতের দিকে এগোল শেরিফ। ব্যারনও ওদিকেই এগোল।

অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। একজন ধর্ম-যাজক বাইবেল থেকে কিছু ধর্ম-কথা পড়ে শোনাচ্ছে। সবাই মাথা হেঁট করে শুনছে। কোলম্যান ইণ্ডিয়ান দুজনের পিছনে এসে দাঁড়াল। ওরা দুজনই বুঝছে শেরিফ ওদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ধর্ম-যাজক পাঠ শেষ করে 'আমেন' বলার আগে কেউ মাথা তুলল না।

'তোমরা এসেছ দেখে আমি খুশি হয়েছি,' নিচু স্বরে বলল শেরিফ। 'বোঝা যায় ক্যাপ্টেনকে তোমরা ভালবাসতে।'

'বড় ভাল লোক ছিল,' বলল পাখির গান।

'চমৎকার কথা,' মাথা ঝাঁকি দিল শেরিফ। 'একটা ভাল লোকের ফিউনারেল ও হোক এটা নিশ্চয় চাও না?'

'গোলমাল পাকাতে আমরা এখানে আসিনি,' ছেলেটা জবাব দিল। 'অন্যদের মনে কি আছে জানি না।'

'আমি র‍্যাঞ্চের সবার সাথে আজ সকালে কথা বলেছি। তোমাদের দুজনকে পাইনি। কারও প্রতি আক্রোশ নিয়ে আসোনি তো?'

'আক্রোশ আছে,' জবাব দিল ইণ্ডিয়ান লোকটা। 'কিন্তু রাগ-ঝাল

মেটাবার সময় বা জায়গা এটা নয়।'

'টাইটওয়াডের লোকজন মিস্টার রিচার্ডের অনেক গরুই খেয়ে হজম করেছে—পয়সা দেয়নি,' বিড়বিড় করে বলল ছেলেটা। ওর চোখ ওপাশে দাঁড়ানো জনা বিশেক লোকের ওপর। দুজন তরুণ ডেপুটি দুপাশে রয়েছে। ওই দলটা ওয়্যাক্সাহ্যাচির লোকজন থেকে একটু আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কিন্তু পাখির গান ঠিকই বলেছে, হিসাব-নিকাশের সময় এটা নয়।'

'ভাল,' বলল শেরিফ। 'তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই।'

ইণ্ডিয়ান লোকটা এবার স্থির চোখে ব্যারনকে যাচাই করে দেখল। ছেলেটাও ঘুরে ওকে দেখল।

'তোমার সাথের লোকটা কে? পরিচয় পেলাম না,' জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

'ওকে না চিনলেও তোমাদের চলবে,' জবাব দিল কোলম্যান।

ওরা দুজনেই ফিরে ফিউনারেল অনুষ্ঠানে মনোযোগ দিল।

হাফ মুন ক্রসের লোকজন থেকে সরে কয়েক পা পিছিয়ে এল শেরিফ। ব্যারনও ওর সঙ্গেই সরে এল—কিন্তু ভুরু উঁচাল।

'ক্যাপ্টেন রিচার্ডের আপন বলতে কেউ নেই,' ব্যাখ্যা দিল কোলম্যান। 'সুতরাং কর্মচারীরাই তার আপন লোক। তাই এখানে যা করণীয় সব ওরাই করবে।'

সমস্যাটা বুঝে মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। ওর দুচোখ উপস্থিত সবাইকে এক নজর দেখল। এটা তার পুরানো অভ্যাস। কে কোথায় দাঁড়িয়েছে—কার মন কোনদিকে, দেখল।

অনুভব করল কাছেই উলের গেঞ্জি পরা একটা লোক তার ওপর কড়া নজর রেখেছে—কিন্তু ভাব দেখাচ্ছে সে কিছুই লক্ষ করছে না।

এই লোকটা সম্পর্কেই হার্ডি কটিলিয়ন ক্লাবে তাকে সাবধান করেছিল।

'এক্সকিউজ মি,' বলে কোলম্যানের কাছ থেকে সরে ওই লোকটার দিকে এগোল ব্যারন। 'আমার পিছনে কেন লেগেছ তুমি?' নিচু স্বরে প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে। 'কোন বিশেষ কারণ—নাকি নিছক কৌতূহল?'

অপ্রস্তুত হল লোকটা। 'আমি...'

'জানি। তুমি জ্যাক বুল। কৌতূহলী হওয়ার জন্যেই তোমাকে বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু পিছন থেকে নজর রাখলে আমি নার্ভাস বোধ করি। যা-ই করো সামনা-সামনি কোরো।'

'তোমাকেও আমি ভাল করেই চিনি, সিডনি ব্যারন,' সরাসরি বলল সে। 'তুমি যেখানে যাও সেখানেই লোক মারা পড়ে। তাই আমার শহরে তোমাকে আমি চাই না।'

'সহজ সরল কথা,' বলল ব্যারন। 'কিন্তু কিছু করার আগে ওর সাথে আলাপ করে নিয়ো।' মাথা হেলিয়ে কাউন্টি শেরিফের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ম্যাট কোলম্যান ওর বস্। ব্যারন এগিয়ে লোকজনের ভিড়ে মিশল। অল্পক্ষণ পরেই কোলম্যান ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

'কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল সে।

'কিছু না। কেউ আমার দিকে তাকিয়ে থাককু এটা আমি পছন্দ করি না। একটু নার্ভাস টাইপের লোক ও।'

'জ্যাক বুল? লোকটা খারাপ না। ওকে নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নেই।'

'চিন্তা করছি না,' বলল ব্যারন। 'কিন্তু মনে হয় লোকটার মনে কোন অশান্তি আছে। যা সে ভুলতে পারছে না।'

'ঠিকই ধরেছ। ওর যাকে বিয়ে করার কথা ছিল সে গানম্যানের

ক্রস ফায়ারে পড়ে মারা গেছে। সেই থেকেই গানম্যানের প্রতি ওর আক্রোশ।'

ঠাণ্ডা বাতাসটা এখন একটু জোরে বইতে শুরু করেছে। পশ্চিমের আকাশে কালো মেঘ করেছে। ধর্ম-যাজক এতক্ষণ ক্যাপ্টেন রিচার্ড যে কত ভাল লোক ছিল তারই ব্যাখ্যা দিচ্ছিল। কেউ মারা গেলে ফিউনারেলে একটু মাত্রা ছাড়িয়েই গুণগান গাওয়া হয়। মাথার ওপর মেঘের গর্জন শুনে উপর দিকে চেয়ে অনুষ্ঠান তাড়াতাড়ি শেষ করার দিকে মন দিল প্রীচার। বাইবেল থেকে সংক্ষিপ্ত একটা প্রার্থনা সেরে বই বন্ধ করল সে। কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে কয়েকজন দড়ি দিয়ে কফিনটাকে কয়েক ইঞ্চি উঁচু করল—দুজন লোক নিচে থেকে তক্তা সরিয়ে ফেলল। শেষ বিশ্রাম নিতে ক্যাপ্টেনকে কবরে নামানো হল। হাফ মুন ক্রসের লোকদের দিকে চেয়ে সম্মতি জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল প্রীচার। একজন লম্বা-চওড়া গড়নের লোক এগিয়ে গোড়ালির ওপর বসে একমুঠো মাটি কবরে ফেলল।

'ডেভ ফোলজার্স,' নিচু স্বরে ব্যারনকে বলল শেরিফ। 'হাফ মুন ক্রসের ফোরম্যান। ভাল লোক।'

ফোলজার্সকে অনুসরণ করে র‍্যাঞ্চের আর সব কর্মচারীও একমুঠো মাটি ফেলে ক্যাপ্টেনকে শেষ বিদায় জানাতে এগোল। ইণ্ডিয়ান লোকটা আর সেই ছেলেও লাইনে দাঁড়িয়েছে। টাইটওয়াডের লোকজন যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে একটু চড়া গলায় কথাবার্তা শোনা গেল। ব্যারন লক্ষ করল ডেপুটি দুজনকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। একে একে সবাইকে যাচাই করে দেখল। বারো জন লোক—সবাই কঠিন প্রকৃতির—টাউট। ঝামেলা পাকানো আর গুণ্ডামি ওদের জীবনের একমাত্র লক্ষ। বেশ কিছুটা উত্তেজিত ওরা—মনে হচ্ছে কিছু একটা

ঘটার অপেক্ষায় আছে।

পাখির গান কবরের কাছে পৌঁছলে ওদের গলার স্বর আরও জোরালো হল।

ব্যারনের ভুরু কুঁচকাল। ধীরে সরে লোকগুলোর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

কোমাঞ্চি লোকটার সুযোগ এলে সে কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একমুঠো মাটি তুলে নিল। কবরের ভিতর কালো চোখে চেয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। তারপরেই শেষ সম্মান দেখাতে মুঠো খুলে মাটিটুকু ভিতরে ছেড়ে দিল।

টাইটওয়াড দলের একটা বিশাল লোক সবাইকে শুনিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'চোখের সামনে এমন জিনিস আমি সহ্য করব না!'

ওর কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল টেলর। সে ওর দিকে ঘুরে প্রশ্ন করল, 'কি সহ্য করবে না?'

'কেন, ওই লাল মুখো অসভ্য ইণ্ডিয়ান কেন একজন সাদা লোকের কবরে মাটি ফেলবে? এটা আমি সহ্য করব না!'

লোকটা হয়ত আরও কিছু বলত, কিন্তু পারল না। একটা শক্ত হাত নেকড়ের ফাঁদের মতই ওর কাঁধে এঁটে বসল। অন্য হাতটা চিবুকের পাশে চোয়াল দুটোর ওপর এঁটে বসে ওকে শূন্যে তুলে ফেলেছে। ওর কানের কাছে কেউ শান্ত স্বরে বলল, 'ফিউনারেলে কেউ বাধ সাধলে সেটা আবার আমি সহ্য করি না।' লোকটার চোখের সামনে পৃথিবীটা ঘোলা হয়ে এল—মুহূর্তের জন্যে একটা লাল টানেল দেখল—তারপরেই সব অন্ধকার হল।

সাবধানে অচেতন দেহটা মাটিতে নামিয়ে রাখল ব্যারন। আশপাশের লোকজন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে। বোঝার চেষ্টা

করছে চোখের সামনে এটা কি ঘটল।

তরুণ ডেপুটি এগিয়ে এসে অবাক চোখে ব্যারনকে একবার দেখে অচেতন দেহটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। 'ওর কি হয়েছে?'

'অজ্ঞান হয়ে পড়েছে,' শান্ত স্বরে জবাব দিল ব্যারন। 'মাথায় যদি রক্ত ঠিকমত না পৌঁছায় তাহলে এমন হয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলেই ও আবার উঠে বসবে।'

'তুমি ওকে তুলে ধরেছিলে,' বলল তরুণ। 'কিন্তু কি করেছ?'

'ওকে সাবধানে নামিয়েছি যেন না মরে।' অজ্ঞান লোকটাকে চিত করে শুইয়ে হাত দুটো পেটের ওপর ভাঁজ করে রেখে সে আবার বলল, 'তুমি যা করছিলে তাই করো গিয়ে, ডেপুটি। এখানে আর কোন গোলমাল হবে না। একটুও না।'

আট

এলিস কাউন্টির কোর্টহাউসটা যখন ওদের নজরে এল তখন একটানা বৃষ্টি পড়ছে। চারতলা কোর্টহাউসের মাথায় শোভা পাচ্ছে উঁচু একটা ক্লক টাওয়ার।

'এটাই আমাদের কোর্টহাউস,' একটু গর্বের সঙ্গেই ঘোষণা করল শেরিফ কোলম্যান। ফেরিস স্ট্রীটের দরজায় এসে থেমেছে ওরা। 'হেনরি, তুমি ঘোড়াগুলোর যত্ন নাও। এসো, ব্যারন, তোমার সাথে কিছু কথা বলা দরকার। টেলর, তুমিও সাথে এসো।'

শেরিফের সঙ্গে ভিতরে ঢুকল ব্যারন। নবাগত লোকটার সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে টেলর অনুসরণ করছে। দুই ডেপুটির কেউই ফিউনারেলের পর বলার মত কথা খুঁজে পায়নি। টাইটওয়াডের হাঙ্গামাকারী লোকটাকে কিভাবে ঠাণ্ডা করা হয়েছে এটা ওরা দুজনেই দেখেছে—কিন্তু এমন কাণ্ড আর আগে দেখেনি।

ব্যস্ত একটা বড় কামরায় শেরিফের ডেপুটিরা বসে—শেরিফের অন্যান্য কর্মচারী আর ডিসট্রিক্ট কোর্টের কেরানিরাও একই কামরা ব্যবহার করছে। ওটারই পিছনে শেরিফের বিলাসী অফিস।

'ভিতরে এসো,' দরজা খুলে ধরে ইশারা করল কোলম্যান। 'তুমিও, টেলর।'

ভিতরে চামড়ায় মোড়া সোফায় ব্যারনকে বসিয়ে ডেপুটির দিকে ফিরল শেরিফ। 'এবার বলো ওখানে কি ঘটেছিল।'

ঢোক গিলল টেলর। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট দিতে শুরু করল, 'তোমার আদেশ মতই আমরা টাইটওয়াডের দলটার ওপর নজর রেখেছিলাম। কিন্তু ইণ্ডিয়ান লোকটাকে কবরে মাটি ফেলতে দেখে টম স্মিথ খেপে উঠল। দুই দলে একটা মারপিট বাধার জোগাড় হল...'

নিজের ডেস্কের পিছনে গিয়ে বসল শেরিফ। 'বাড়তি কথা ছেড়ে কি ঘটেছিল তাই বলো।'

'কি যে ঘটেছে তা আমি নিজেও ভাল করে জানি না। যা দেখলাম তা হচ্ছে মিস্টার ব্যারন লোকটার পিছনে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধ আর গলায় হাত রাখল—লোকটা ঘুমিয়ে পড়ল।'

'টম স্মিথের অভিযোগ করার কোন কারণ ছিল?'

'সাদা লোকের কবরে ইণ্ডিয়ান লোকের শ্রদ্ধার সাথে মাটি ফেলা

যদি অন্যায় হয়…

'আমি আইনসঙ্গত অভিযোগের কথা বলছি, ডেপুটি! এই ডিপার্টমেন্ট বা মিস্টার ব্যারনের বিরুদ্ধে সে কোন নালিশ অথবা অভিযোগ আনতে পারে?'

'না, স্যার! আমার কাছে তো মনে হলো ওরা একটা দারুণ মারের হাত থেকে বেঁচে গেছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডের ফিউনারেলে গোলমাল বাধলে হাফ মুন ক্রসের লোকজন ওদের পিটিয়ে লাশ করে দিত। মিস্টার ব্যারন কি করেছে জানি না—কিন্তু তাতে একটা বিচ্ছিরি হাঙ্গামা থেকে সবাই বেঁচেছে।'

'ঠিক আছে, টেলর। তুমি বাইরে অপেক্ষা করো।'

'ইয়েস, স্যার।' ছাড়া পেয়ে চট করে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করল ডেপুটি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কোলম্যান। 'নেহাত কাঁচা,' বিড়বিড় করল সে।

'সময়ে এও শিখবে,' মন্তব্য করল সিডনি ব্যারন।

'লোকটাকে আসলে কি করেছিলে তুমি?'

'গোলমাল করছে দেখে কয়েক মিনিট ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে মগজে রক্ত যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলাম।'

'এই ধরনের অনেক কৌশল ইণ্ডিয়ানরা জানে,' বলল শেরিফ। 'ওদের থেকেই শিখেছ?'

'না। নিউ মেক্সিকোর এক ফ্রেঞ্চ ক্রিওল জুয়াড়ীর কাছে শিখেছি।'

ধীরে এপাশওপাশ মাথা নাড়ল কোলম্যান। 'যাক, তুমি একটা বড় উপকার করেছ আমার। টম স্মিথের তুলোর বিচি ছাড়াবার মিল্ আছে। টাইটওয়াডের সবকিছুরই মালিক সে। মারপিট, ঝামেলা আর গোলমাল পাকানোই লোকটার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ওখানকার আর

সবাইও ওরই মত। ওটা একটা চোরের আড্ডা। ওদের আমি অনেক আগেই সাফ্ করে ফেলতাম—কিন্তু কমিশনারদের জন্যেই পারিনি।... টাইটওয়াডের লোকজনের সাথে হাফ মুন ক্রসের ঝগড়া নতুন কিছু নয়। আমি ভয় পাচ্ছিলাম ক্যাপ্টেনের ফিউনারেলে ঘুসাঘুসি বা খুনাখুনিও হয়ে যেতে পারে।'

'যাক, তুমি বলছিলে আমার সাথে কি কথা আছে?' কাজের কথায় এল ব্যারন। 'ডাক্তার ওয়াইলির মৃত্যুর একটা লিখিত রিপোর্ট চাচ্ছ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে বলো রয় রজার্স সম্পর্কে তুমি কি জানো।'

'তোমাকে যা বলেছি তার বেশি কিছুই নয়। ওকে আমি হোটেলের দোতলার জানালা দিয়ে ডাক্তারের পিঠে গুলি করে মারতে দেখেছি। পরে নিজের কানেই শুনেছি দোষটা সে আমার ঘাড়ে চাপানর চেষ্টা করেছে। কেন সেটাও আমি বেশ আন্দাজ করতে পারছি। আমার ধারণা মোবীটির হিগিন স্পেন্সারের সাথে ওর যোগাযোগ ছিল। সম্ভবত আমি এনিসে আছি জেনে স্পেন্সার ওকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। ওতে কি লেখা ছিল তা আমার জানা নেই। কিন্তু স্পেন্সারের নির্দেশেই এটা সে করেছে। তবে আমি যা দেখেছি আর শুনেছি সেগুলো ছাড়া বাকি সবটাই আমার অনুমান—এর কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই।'

'আপাত দৃষ্টিতে অলীক কল্পনা বলেই মনে হয়,' মন্তব্য করল শেরিফ।

'ঠিক তা নয়। স্পেন্সার কি ধরনের লোক তা আমি জানি। আমাকে খুন করাবার জন্যে সে উঠে-পড়ে লেগেছে।'

'কথাটা আমাকে তুমি আগে বলোনি।'

'না, বলিনি। কিন্তু রয় রজার্সের কথায় তোমার মুখের ভাব দেখে বুঝেছি এ-সম্পর্কে তুমি নিজেও কিছু জানো।'

'রয় রজার্সের সাথে তোমার সম্পর্ক কি?'

'কিছুই না। লোকটাকে আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু ওর সাথে হিগিন স্পেন্সারের যোগাযোগ ছিল। এসবে আমার নিজের কোন স্বার্থ নেই। বেঁচে থাকাটাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।'

'তোমার সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তাতে বুঝি ওটা তোমার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। স্পেন্সারকে নিয়ে এত চিন্তা কেন?'

'লোকটা প্রভাবশালী বড়লোক, শেরিফ—এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। সু মাতিনের নাম নিশ্চয় শুনেছ?'

'মাতিন?' শেরিফের চোখ বিস্ফারিত হল। তারপর টেবিলের ওপর কনুই রেখে আগ্রহভরে সামনে ঝুঁকে এল। 'হ্যাঁ। বলে যাও।'

বিষণ্নভাবে একটু হেসে মাথা নাড়ল ব্যারন। 'না, ওর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য আমার জানা নেই। কোথায় থাকে, বা কেমন চেহারা—তাও জানি না। শুধু জানি বেশকিছু লোককে সে খুন...'

'গুপ্তহত্যা,' বাধা দিয়ে বলে উঠল কোলম্যান। 'সু মাতিন সাধারণ ভাড়াটে খুনী নয়। গুপ্তঘাতক সে।'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। 'এটা জানি স্পেন্সারের সাথে তার যোগাযোগ আছে। তিন মাসও হয়নি সে ক্যানসাস আর নো-ম্যানস-ল্যাণ্ডে হাজির ছিল। খুব সম্ভব সে আমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'তুমি কিন্তু এখনও বলোনি কেন।'

'না, বলিনি।'

দরজায় নক্ শোনা গেল। পরক্ষণেই দরজাটা সামান্য ফাঁক করে মাথা ঢুকাল ডেপুটি টেলর।

'এক্সকিউজ মি, স্যার। তোমার সাথে দেখা করার জন্যে এখানে অনেক মানুষের ভিড় জমে গেছে। জাজ কলিনস, আমার আঙ্কেল

শেলি, ডেভ ফোলজার্স, আর…' ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'এনিসের মার্শাল। সে বলছে ওখানে একজন ডাক্তার খুন হয়েছে আর ডেপুটি মার্শাল ট্রেনের তলায় চাপা পড়ে মারা গেছে।'

'ডেপুটি রয় রজার্স?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

'হ্যাঁ, স্যার। সে তাই বলল।'

উঠে দাঁড়াল শেরিফ। 'মার্শাল ক্লিসবিকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও,' বলল সে। 'আর বাকি সবাইকে বলো অল্পক্ষণের মধ্যেই ওদের সাথে আমি দেখা করব।' ব্যারনের দিকে ফিরল সে। 'ডাক্তার হত্যা আর মালিনসভিলের ঘটনা—দুটোরই পুরো রিপোর্ট আমার দরকার। ডেপুটি টেলর তোমাকে নির্দিষ্ট ক্লার্কের কাছে নিয়ে যাবে। এবারে কিন্তু কিছু বাদ দিয়ো না।'

বেরিয়ে এল সিডনি ব্যারন। বাইরের অফিসটা এখন আরও কর্মব্যস্ত হয়েছে। হেনরি ওকে নিয়ে কামরার উল্টোপাশে বসা ক্লার্কের দিকে এগোল। মাঝপথে জাজ কলিনস ব্যারনকে থামাল।

'আশা ছিল তোমার সাথে আলাপ করব,' বলল সে। 'কিন্তু বর্তমানে আমি খুব ব্যস্ত। পরে কি তোমার সময় হবে?'

'মনে হয় না, স্যার,' বলল ব্যারন, 'শেরিফ ডাক্তার ওয়াইলির খুনের ব্যাপারে আমার থেকে একটা লিখিত স্টেটমেন্ট চায়। ওটা দিয়েই আমি নিজের পথ ধরব।'

'ওয়াইলি? হ্যাঁ, একটু আগেই আমি খবরটা পেলাম। চমৎকার লোক ছিল। তুমি কি ঘটনাস্থলে ছিলে?'

'হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি রয় রজার্স ওকে গুলি করে মেরেছে।'

'রজার্স?'

'হ্যাঁ, শেরিফকে আমি সব কথাই জানিয়েছি।'

'কিন্তু তুমি সাক্ষী হলে তোমাকে কোর্টে...'

'আদালতে এর কোন বিচার হবে না, কারণ রজার্সও মারা গেছে।'

ভুরু কুঁচকে সিডনির দিকে তাকাল জাজ। 'আমি খবরটা এখনই পেয়েছি—কিন্তু তুমি কিভাবে...?'

'এই ডেপুটির মুখেই মিনিটখানেক আগে শুনলাম।' ধুরন্ধর বুড়োকে আর জেরা করার সুযোগ না দিয়ে পাশ কাটিয়ে এগোবার আগে হাত বাড়িয়ে দিল ব্যারন। 'আপনি আমার বাবার বন্ধু—আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য।' তাড়াতাড়ি হাত মিলিয়ে দ্রুত এগোল ব্যারন।

পিছন ফিরে তাকিয়ে ওর দ্রুত প্রস্থান লক্ষ করল জাজ কলিনস। তারপর ঘুরে শেরিফের অফিসের দিকে রওনা হল। কি ঘটছে তা এখনই জানা দরকার।

টাইটওয়াডের বড় রাস্তার ওপর টেইল হাউজ সেলুনের সামনে বারো জন আরোহী ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল। কারও মুখেই কথা নেই—চাপা রাগে সবার মুখ গোমড়া।

হিচরেইলের সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে লক্ষ করল ওখানে আরও চারটে ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ভিতরে খালি টেবিল তিনটে দখল করে বসল ওরা।

বারের পিছনের লোকটার উদ্দেশে একজন চেঁচিয়ে বলল, 'হুইস্কি, ম্যাক। গ্লাস খালি হলেই আবার ভরে দিয়ে যাবে।'

চতুর্থ টেবিলে বসা চারজনের ওপর দিয়ে কয়েকজনের বিরক্তিভরা চোখ ঘুরে গেল। নেহাতই বাচ্চা। হয়ত রঙবাজ—কিন্তু কাঁচা বয়স।

ঝামেলার কোন আশঙ্কা নেই বুঝে চোখ ফিরিয়ে নিল।

যাকে অনুসরণ করে আর সবাই ভিতরে ঢুকেছে, সেই বিশাল লোকটাকেই লক্ষ করছে ওরা চারজন। মনে হচ্ছে লোকটা রেগে আগুন হয়ে আছে। একহাতে গলার পাশে বাম কাঁধটা মালিশ করছে সে।

'এখনও কি ব্যথা আছে, টম?' প্রশ্ন করল একজন। 'তোমাকে একটু নিস্তেজ দেখাচ্ছে।'

'প্রচণ্ড ব্যথা।' প্রকাণ্ড দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গমগম করে উঠল ওর স্বর। 'হারামজাদা আমার কলার বোনটাই খুবলে তুলে নিয়েছে মনে হচ্ছে। আর হাঁদারামের দল, তোমরা কেউ দেখতেই পেলে না ব্যাটা আমাকে কি দিয়ে কাবু করল।'

চোখ নামিয়ে মাথা নাড়ল সবাই। একজন বলল, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, টম—দেখলাম লোকটা তোমার কাঁধে হাত রাখল—তুমি ঝুলে পড়লে—যাতে পড়ে না যাও সেজন্যে সে তোমাকে অন্য হাতে ধরে রেখেছিল। এছাড়া আমরা আর কিছুই দেখিনি।'

'কিছু নিশ্চয় করেছিল,' হিসহিসিয়ে বলল টম। 'মনে হচ্ছিল আমি মরতে চলেছি। তোমরা কি হাঁ করে তামাশা দেখছিলে? কিছু করতে পারোনি?'

'এত দ্রুত সব ঘটে গেল যে আমরা বুঝতেই পারিনি কি হচ্ছে।'

'এর প্রতিশোধ আমরা নেব—কি বলো?' আর একজন বলল।

'খুঁজে পেলে হারামজাদাকে আমি খুনই করে ফেলব। কিন্তু তোমরা কি ধরনের বেকুব, লোকটা কে সেটা পর্যন্ত জেনে রাখোনি?'

'তুমি জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলার আগে আমরা কেউ বুঝতেই পারিনি। আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে দেখে লোকটা তোমাকে ধরে যত্ন করে শুইয়ে দিল।'

এক ঢোকে দ্বিতীয়বার গ্লাসের নির্জলা হুইস্কি শেষ করল বিশাল লোকটা। কাঁধের ব্যথাটা মালিশ করতে করতে সে বলল, 'এই ঘটনা না ঘটলে ওই ইণ্ডিয়ান লোকটার চামড়া আমি তুলে নিতাম। সাদা লোকের কবরে মাটি ফেলা! ওকে উচিত শিক্ষাই আমি দিতাম।'

'হ্যাঁ,' বলে উঠল আরেকজন, 'আমিও ওই হাড়গিলে ছোঁড়াটার ওপর কড়া নজর রেখেছিলাম। তোমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেই গুলি করে ওর বুক আমি ছ্যাঁদা করে দিতাম।'

দলপতি এবার চারপাশে চেয়ে দেখল। মনে হল চতুর্থ টেবিলে বসা চারজনকে যেন সে এই প্রথমবারের মত দেখতে পেল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল সে। লাল চুলওয়ালা ছেলেটা ওর দিকে চেয়ে বিনীতভাবে একটু হেসে চোখ ফিরিয়ে নিল। টম একটু ঝুঁকে পাশের লোকটাকে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ওদের চারজনকে তোমরা কেউ চেনো?'

কয়েকজন আবার আড়চোখে ওদের দেখল। একজন মন্তব্য করল, 'আমল দেয়ার মত কেউ নয়। ফুর্তিবাজ ছোঁড়া। ওদের দু'একজনকে আমি এনিসে দেখেছি।'

আবার ওদের দিকে ফিরল টম। 'এই! তোমরা আর কোথাও গিয়ে মদ খাও। এখানে তোমাদের আমি দেখতে চাই না।'

ওদের মধ্যে দুজনকে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা গেল—কিন্তু ডিকি হেণ্ডারসন হাসি মুখেই উঠে দাঁড়াল। 'হ্যাঁ স্যার, আমরা ওঠার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছিলাম। আমাদের নিয়ে তোমাদের চিন্তার কোন কারণ নেই।'

অনিচ্ছার সঙ্গে বাকি তিন জনও উঠে দাঁড়াল। মনের অসন্তোষ মনেই চেপে ডিকিকে অনুসরণ করে ওরা বার ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

রাস্তায় নেমে ডিকির ওপর রেগে উঠল আইভান। 'তুমি একেবারে কেঁচো হয়ে গেছ, ডিকি।' থুতু ফেলল সে। 'এমন অপমান তুমি কিভাবে সহ্য করলে? ওরা আদেশ করল, আর তুমিও বাধ্য ছেলের মত সুড়সুড় করে বেরিয়ে এলে?'

'তোমাকে সহ্য করতে বলেছি? কিন্তু তুমিই বলো এখন ওকে মেরে আমাদের কি লাভ হতো?'

'তার মানে?'

'একটু সুস্থির হয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। আমাদের এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? ওর মিলের থেকে বিচি আলাদা করা তুলো যখন ওয়্যাক্সাহ্যাচি পৌঁছবে তখন না সে টাকা পাবে—তার আগে ওকে মেরে তোমার কি লাভ হবে? মাঝেমাঝে আমার মনে হয় তোমার মাথায় মগজ বলতে কিছু নেই—সবই গোবর।'

ওদিকে ট্রেইল হাউজ সেলুনে কাঁধে হাত বুলাতে বুলাতে টম তার অনুচরদের বলল, 'আমি ঠিক করেছি মঙ্গলবার পর্যন্ত আর অপেক্ষা করব না। কালই আমি ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে টাকা তুলতে যাব। হয়ত ওখানে ওই লোকটার দেখা মিলতে পারে। উইল আর জো আমার সাথে থাকবে—তোমরা আলাদাভাবে ওখানে পৌঁছে লোকটার খোঁজ করবে। হারামজাদাটা কে, কোথায় থাকে, এসব খবর আমার চাই।'

'তুমি কি ওকে শহরেই হত্যা করতে চাও? ওখানকার আইন বড্ড কড়া।'

'ওর খোঁজটা আগে বের করো,' খেঁকিয়ে উঠল টম। 'বাকি যা করার তা আমি করব।'

নয়

ফাইল রাখার অফিসের সঙ্গেই কোনার দিকে ক্লার্কের ছোট ডেস্ক। পাশেই কাঠের রেলিঙে ঘেরা জায়গায় কয়েকজন যুবতীয় পরিপাটি হয়ে সেজে টাইপের কাজ করছে। কাঁচের জানালায় অনবরত ছোট সাইজের শিল পড়ার মত আওয়াজ হচ্ছে। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে ওদের দিকে চেয়ে মাথা ঝোঁকাল ব্যারন। কয়েকজন মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদনের জবাব দিল। দুজন লজ্জায় একটু রাঙা হল। বাতাসে পারফিউমের গন্ধ ছড়াচ্ছে।

কমিশনারের ভাগ্নে টেলর যুবতী মহিলাদের সান্নিধ্যে এসে মুহূর্তের জন্যে ব্যারন-ভীতি ভুলে গেল। 'হাওডি, (টেক্সাসে হাউ ডু ইউ ডু-কে ওরা নিজেদের মত করে সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে) মিস জোলিন,' বলল সে। 'মিস ক্লারা···মিস সেডি···মিস সাটন।'—হঠাৎ সঙ্গীর কথা মনে পড়তেই সে তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল। 'ইনি হচ্ছেন মিস্টার সিডনি ব্যারন—আর এরা সবাই টাইপিস্ট।'

দ্বিতীয়বার মাথা ঝুঁকিয়ে ওদের সম্মান জানাল ব্যারন। তারপর বড় কামরাটার চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল। অন্তত চল্লিশ জনকে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। সবাই ব্যস্ত।

ট্র্যান্সক্রিপ্ট ক্লার্ক মহিলাদের সঙ্গে খোশগল্পে রত ডেপুটির দিকে

ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'তোমার কি এখানে বিশেষ কোন কাজ আছে, হেনরি?'

কাজ ভুলে গল্পে মেতে ওঠার অপরাধে প্রথমে একটু অপ্রস্তুত হলেও পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল ডেপুটি।

'হ্যাঁ, স্যার।' শেষ বারের মত একবার মেয়েগুলোর দিকে, বিশেষ করে জোলিনের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে মুখ ফেরাল টেলর। 'শেরিফের মিস্টার ব্যারনের এফিডেভি এখনই দরকার।'

'অ্যাফিডেইভিট,' তিক্ততার সঙ্গে সংশোধন করল ক্লার্ক।

'স্যার?'

'শব্দটা অ্যাফিডেইভিট, ডেপুটি। এফিডেভি নয়। ভিট! ভিট!'

'ইয়েস, স্যার। ভিট। যাহোক, শেরিফের ওটা এখনই দরকার।'

বোলার হ্যাট পরা কেতাদুরস্ত একজন লোক গেট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। 'হেনরি, তুমি এখানে কি করছ?'

'হাই, আঙ্কেল শেলি,' দাঁত বের করে হাসল যুবক। 'মিস্টার ব্যারন, ইনি আমার আঙ্কেল—একজন কাউন্টি কমিশনার।'

আড়চোখে ব্যারনকে একবার দেখল সে। 'হাউ ডু ইউ ডু।' জবাবের অপেক্ষা না করে ভাগ্নেকে হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গেল শেলি। 'বেলা দুটো থেকে আমি শেরিফের সাথে একটা দরকারী কাজে দেখা করার জন্যে অপেক্ষায় আছি—তুমি তাকে জানাওনি?'

'বলেছি, আঙ্কেল, কিন্তু শেরিফ এখন ভীষণ...'

ওদিকে আর কান না দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, 'তুমি আমার স্টেটমেন্ট নেয়ার জন্যে তৈরি?'

'কি...ও, হ্যাঁ। কিন্তু তোমার পুরো নামটা আমার সবথেকে প্রথমে দরকার।'

'ব্যারন,' সহজ স্বরে বলল সে। 'সিডনি ব্যারন।'

দ্বিতীয় ডেপুটি ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করে ফিরে এসেছে। রেলিঙে হেলান দিয়ে সুন্দরী মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে মহা আনন্দে সময় কাটাচ্ছে সে এখন।

শেরিফের অফিসে বেশ ভিড় জমেছে। দুজন স্কিনিয়র ডেপুটি, চীফ ডেপুটি, জ্যাক বুল, জাজ মেনডিস, জাজ কলিনস, এবং হাই শেরিফ নিজে। এত লোক থাকায় কামরাটাকে আগের চেয়ে ছোট দেখাচ্ছে।

,'ওই লোকের এই শহরে থাকার ঘোর বিরোধী আমি,' বলছিল জ্যাক বুল। 'ঝামেলা বাধানোয় ওস্তাদ। সিডনি ব্যারনের নাম নাশা ব্যারন হলেই বেশি মানাত। তোমরা সবাই জানো সে একজন নামজাদা খুনী। কয়েকদিন আগেও মালিনসভিলে তিন জন লোককে হত্যা করেছে ও। ওর ফাইল খুললেই ওখানে আরও অনেক নাম দেখতে পাবে। লোকটা একজন পিস্তলবাজ। ওকে থাকতে দিলে বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য।'

'আজ সকালে যার সাথে পরিচয় হল তার সাথে এসবের কোন মিল খুঁজে পাচ্ছি না আমি,' নিজের মত প্রকাশ করল জাজ কলিনস। 'ওকে নম্র আর ভদ্র বলেই মনে হল। ওকে দেখে ওর বাবার কথাই আমার মনে পড়ছিল—আদর্শ লোক ছিল সে।'

'ভয়ানক উগ্র লোক ব্যারন। আমরা সবাই দেখেছি কবরস্থানে আজ টম স্মিথের কি অবস্থা সে করেছে।' নিজের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে বুল স্থির প্রতিজ্ঞ।

'মিস্টার স্মিথই একটা গোলমালের সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছিল, জ্যাক,' বলল শেরিফ কোলম্যান। 'ব্যারনই শান্তি রক্ষা করেছে—নইলে

দুই দলে তুমুল দাঙ্গা বেধে যেত।'

'একজন বিশিষ্ট নাগরিককে পিছন থেকে আক্রমণ করে অজ্ঞান করার নামই কি শান্তি রক্ষা?' প্রতিবাদ করল বুল।

'আমি নিজেও দু'একবার দাঙ্গাবাজ মাতালের পাগলামি থামাতে তাই করেছি,' ব্যারনের পক্ষে যুক্তি দেখাল শেরিফ। বন্ধ দরজার পাশে দাঁড়ানো সিনিয়র ডেপুটি নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসল। কয়েকবারই কানের পাশে কোলম্যানের পিস্তলের বাঁটের আঘাতে অবাধ্য মাতাল নাগরিককে অজ্ঞান অবস্থায় জেলে ভরেছে সে।

'তোমার কথা আলাদা—তুমি আইন রক্ষক।' নিজের যুক্তিতে অটল রইল জ্যাক। 'কিন্তু ব্যারন হচ্ছে একজন বেয়াড়া আউটল টাইপের দাঙ্গাবাজ লোক। আর মিস্টার স্মিথ একজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী।'

'চোরের আখড়া টাইটওয়াডে...' নিচু স্বরে কেউ বলল।

'...আমার ভগিনীপতির ব্যাঙ্কে তার নামে বড় অঙ্কের টাকা জমা আছে—সম্মানিত একজন...'

জাজ মেনডিস হাত তুলতেই সবার গুঞ্জন থেমে গেল। এলিস কাউন্টির প্রধান জাজ সে। কোর্টহাউসে সবার শীর্ষে তার স্থান।

'এসব অবান্তর আলোচনা ছেড়ে আসল ঘটনা কি বলো,' কাজের কথা পাড়ল সে। 'প্রথমে বলো, এই...আ...ব্যারনের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি? কি অপরাধ করেছে সে?'

'আমার জানামতে কোন অপরাধই সে করেনি,' জবাব দিল কোলম্যান। 'অন্তত টেক্সাসে নয়।'

'তার নামে হুলিয়া নেই কোথাও,' একটু উত্তেজিত স্বরে বলল জ্যাক। 'কিন্তু ও যেখানেই থাকে লোক মারা পড়ে।'

'ব্যারনের নাম চারদিকেই বেশ ছড়িয়ে পড়েছে,' ব্যাখ্যা করল

শেরিফ। 'টেলিগ্রাফ সিসটেম চালু হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন কাউন্টি শুধু নয় বিভিন্ন স্টেটের খবরও আমরা এখন পাই। ফেডারেল...'

'ওসব আমি জানি। আসল কথায় এসো।'

'কথা হচ্ছে এই লোকের নামে প্রায়ই খবর আসে। টেক্সাস, অ্যারিজোনা, আরকেন্‌স, লুইজিয়ানা...ইত্যাদি কয়েক জায়গায় ব্যারন ভয়ানক অনেক কাণ্ডই ঘটিয়েছে...কিন্তু সে আউটল নয়। যদি হয়ও...কেউ তার প্রমাণ দিতে পারেনি। কয়েকবার সন্দেহের বশে তাকে হাজতেও ভরা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই বিচারে তার কোন দোষ খুঁজে পাওয়া যায়নি—বেকসুর খালাস পেয়েছে সে। অনেক মানুষকেই সে মেরেছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটাই আত্মরক্ষার জন্যে। এবং যাদের মেরেছে তারা নরকের কীটের চেয়েও অধম। জ্যাক বুলের ভাষায় সে একজন পিস্তলবাজ—কিন্তু আমি বলব পিস্তলে ভয়ানক রকম পটু হলেও ব্যারন আউটল নয়। জীবনে অনেক রকম কাজই করেছে ও—কাউবয়ের কাজ থেকে শুরু করে গার্ড, সেলুনের জুয়ায় চুরি ধরা, এমনকি বাজি ধরে অনেক নামকরা মুষ্টিযোদ্ধাকেও হারিয়েছে—কিন্তু কখনও টাকার বিনিময়ে পিস্তল সে ব্যবহার করেনি।'

'এটা একটা সুন্দর শান্তিপ্রিয় শহর,' বিড়বিড় করে বলল বুল।

'কিন্তু কাউন্টিটাকে ঠিক তা বলা চলে না,' মন্তব্য করল এনিসের মার্শাল ক্লিস বি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আমার হাতে একজন মৃত ডাক্তার আর ডেপুটি পড়ে আছে এনিসে।'

'তোমার কি মনে হয় রয় রনার্স ডাক্তারকে খুন করে ট্রেনের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করেছে?'

'আমার বিশ্বাস ডাক্তারকে রজার্সই খুন করেছে—কিন্তু তারপরে কি ঘটেছে তা আমি জানি না।'

'ব্যারন কিন্তু এর সাথে জড়িত ছিল,' মনে করিয়ে দিল বুল।

'ওই খুনের একজন প্রত্যক্ষদর্শী আর সাক্ষী হচ্ছে ব্যারন,' কথাটা সংশোধন করল শেরিফ। 'এ ব্যাপারে বাইরে ক্লার্কের কাছে সে এই মুহূর্তে একটা স্টেটমেন্টও দিচ্ছে।'

'খুব ভাল কথা,' বলল জ্যাক বুল। 'স্টেটমেন্টটা দিয়ে সে বিদায় হোক—সেটাই সবদিক থেকে ভাল হবে।'

'ওর বিরুদ্ধে কি তোমার কোন অভিযোগ আছে, শেরিফ?' প্রশ্ন করল জাজ মেনডিস।

'মোটেও না।'

'তাহলে বলো ওকে তুমি ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে রাখতে চাচ্ছ কেন?'

বড় একটা শ্বাস নিয়ে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা মোটা হলুদ ফাইল বের করে মেনডিসের হাতে তুলে দিল শেরিফ। ওটার প্রথম পাতাতেই ফোর্ট ওয়ার্থ হেরল্ড কাগজের একটা ক্লিপিঙ রয়েছে। 'ওই খবরটা নিশ্চয় মনে আছে তোমার?'

'রেঞ্জারকে খুন করা হয়েছিল।' মাথা ঝাঁকাল মেনডিস। 'মনে আছে।'

'রেঞ্জার?' মাথা বাড়িয়ে মেনডিসের হাতে ধরা ফাইলটা দেখল ক্লিসবি। 'ওকে এই শহরেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল না?'

'ঠিক তাই,' মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। 'রেঞ্জার বেকার ১৮৮৯ সনের তেসরা জুন দুপুর তিনটের সময়ে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছিল। সুন্দর ঝামেলা মুক্ত শান্ত শহর এই ওয়্যাক্সাহ্যাচি।' জ্যাক বুলের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করল শেরিফ ম্যাট কোলম্যান। 'একজন টেক্সাস রেঞ্জার প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয়ে গেল, এরপর তিন বছর পার হয়ে গেছে, অথচ এখনও আমরা কোন

হদিসই পেলাম না খুনী কে, কোথায় থাকে বা সে দেখতেই বা কেমন।'

'তোমার ধারণা এর সাথে ব্যারনের কোন যোগাযোগ...'

'অবশ্যই না। কিন্তু আমি জানতাম রেঞ্জার বেকার সু মাতিন নামের একজন ভাড়াটে গুপ্তঘাতককে ধরার কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল। এখন সিডনি ব্যারন এখানে আছে—ওর দৃঢ় বিশ্বাস তাকেও হত্যা করার জন্যে সু মাতিনকে লাগানো হয়েছে। এই কারণেই আমি ওকে এখানে রাখতে চাচ্ছি। তোমার এই সুন্দর নিরিবিলি শহরে যে লোক বেকারকে খুন করেছে তাকে ধরার একটা সুযোগ আমি চাই। এইখানেই আমার কাউন্টিতে।'

প্রায় এক মিনিট সময় কেটে গেল। কেউ কোন কথা বলল না—মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে ওরা। তারপর বুড়ো জাজ কলিনস বলল, 'রেঞ্জার বেকারকে আমি চিনতাম। উঁচু দরের লোক ছিল—ওকে আমি সম্মানের চোখে দেখতাম।'

জ্যাক বুল মাথা নেড়ে বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি বেকারের খুনীকে ধরার জন্যে ব্যারনকে টোপ বানিয়ে একটা ফাঁদ পাততে চাইছ। কিন্তু তাতে ওয়্যাক্সাহ্যাচি একটা শূটিঙ গ্যালারি হয়ে দাঁড়াবে। এতে অনেক নির্দোষ লোকজন মারা পড়বে। প্ল্যানটা আমি মোটেও সমর্থন করতে পারছি না।'

'ঘটনাটা যেন শহরের ভিতরে না ঘটে আগে থেকে প্ল্যান করে তারও ব্যবস্থা করা যায়,' যুক্তি দেখাল কোলম্যান। 'ব্যারন যদি রাজি হয় তবে চিন্তা-ভাবনা করে আমরা নিজেদের সুবিধা মত জায়গায় ফাঁদ পাতব। আমি জানি রেঞ্জাররাও এতে আমাদের সাহায্য করবে।'

'কিন্তু ব্যারন যদি এখানে থাকতে রাজি না হয় তাহলে ইচ্ছার

বিরুদ্ধে ওকে কি করে ঠেকাবে?' প্রশ্ন তুলল জাজ মেনডিস।

'ভাবছিলাম আপনি হয়ত আমাকে একটা "হোল্ড অর্ডার" দিতে পারবেন, ইওর অনার।'

'প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষী?' প্রস্তাব দিল মার্শাল ক্লিসবি।

'কথায় মনে হচ্ছে ওকেই তোমরা তোমাদের প্রতিনিধি বানাতে পারলেই খুশি হও,' বিরক্ত সুরে বলল বুল। 'ব্যাপারটা আমার মোটেও পছন্দ হচ্ছে না।'

চীফ ডেপুটি দাঁত বের করে হাসল। 'ওকে যদি এখানে কিছুদিন রাখতে চাও, শেরিফ, মুখে একবার বলো, বাকি ব্যবস্থা আমরা করব।'

চামড়া কুঁচকানো সরু হাত তুলে ওদের কথা থামিয়ে শেরিফের দিকে বুদ্ধিদীপ্ত চোখে চেয়ে কলিনস বলল, 'এতসব না করে ওকে সরাসরি থাকতে বললেই তো পারো?'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে হাসল কোলম্যান। 'আসলে এই সহজ কথাটা আমার মাথাতেই আসেনি, জাজ কলিনস। স্টার্কি, তুমি বাইরে গিয়ে মিস্টার ব্যারনকে অনুরোধ জানাও সে যেন কোর্টহাউজ থেকে বেরোবার আগে আমার সাথে একটু আলাপ করে যায়।'

'যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় পাঠিয়েছ ওকে—হোমারের ডেস্কে? আমি ওর কাজ শেষ হলেই ওকে নিয়ে আসছি।' চীফ ডেপুটি কামরা থেকে বেরিয়ে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিল।

'আমাদের এখন ওর সাথে একটা সমঝতায় আসা দরকার,' বলল কোলম্যান। 'আপনি কি বলেন, জাজ মেনডিস?'

'আমিও তোমার সাথে একমত,' জবাব দিল মেনডিস। 'কিন্তু প্ল্যানটা এমন হতে হবে যেন নির্দোষ লোকের কোন ক্ষতি না হয়।'

জ্যাক বুলের দিকে ফিরল শেরিফ। 'এই শর্তে তুমি রাজি আছ

তো, জ্যাক?'

'নিরীহ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষা করার একটাই মাত্র উপায় আছে, সেটা হচ্ছে ওকে আমার এলাকার বাইরে কোথাও নিয়ে টোপ হিসেবে ব্যবহার করো—এতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

বড় একটা শ্বাস ফেলল শেরিফ। 'শহরের বাইরে ফাঁদ পাতা হলে তোমার লোকজন কড়া নজর রেখে সাহায্য করবে তো? সু মাতিনকে আমরা কেউ চিনি না, তাই ওর গতিবিধির ওপর আমরা নজর রাখতে পারছি না—কিন্তু ব্যারনকে যেসব সুবিধামত জায়গায় পাওয়া যেতে পারে সেসব জায়গায় আমরা ছদ্মবেশী গার্ড পাহারায় রাখতে পারি।'

এক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে কাঁধ উঁচাল জ্যাক। 'আমার যা বলার তা আমি আগেই বলেছি। অঘটন কিছু ঘটলে সে দায়িত্ব এখন তোমার—আমার নয়। তাছাড়া সু মাতিন এখান থেকে হাজার মাইলের মধ্যেও আছে কিনা সন্দেহ। ওই গানম্যানের মুখের কথা ছাড়া সু মাতিনের এই এলাকায় আসার আর কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই।'

'হয়ত তোমার কথাই ঠিক,' বলল কোলম্যান। তারপর জাজ মেনডিসের দিকে ফিরল সে। 'সম্ভবত রেঞ্জাররা এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। গত তিন বছর ধরে ওরা বেকার হত্যার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। সু মাতিন সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যা জানা গেছে তা ওরা বলতে পারবে।'

'তুমি চাইলে আমি ওয়েকোতে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি,' বলল মেনডিস।

'সেটা করলে খুব ভাল হয়, জাজ। আর একটা কথা আমি সবাইকে বলে রাখতে চাই—আজ এখানে যেসব কথা হল সেসব যেন এই

কামরার বাইরে কারও কানে না যায়। অবশ্য ব্যারন যদি থাকতে রাজি হয় তবে সব কথা তাকে আমার জানাতে হবে।'

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারা দেখা গেল দরজার মুখে। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ডেপুটি স্টার্কি।

'লোকটা এখানে নেই, শেরিফ। হোমার ওর স্টেটমেন্ট নেয়া শেষ করার সাথে সাথেই সে কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে গেছে। আস্তাবলে পৌঁছবার আগেই ওকে ঠেকাবার জন্যে আমি হেনরিকে পাঠিয়েছি—রেস্তোরাঁ আর হোটেলগুলো চেক করে দেখতে টেলরকে পাঠিয়েছি। ওরা নিশ্চয়...'

দরজায় নক করার শব্দে প্রথমে সামান্য ফাঁক করে হেনরিকে দেখে ওকে ভিতরে ঢুকতে দিলো স্টার্কি। 'ওকে পেলে?'

'চলে গেছে, স্যার।' হাঁপাচ্ছে হেনরি। 'আমি পৌঁছানর আগেই ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে আস্তাবল থেকে বেরিয়ে গেছে।'

বাইরে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। আকাশটা মেঘে আরও অন্ধকার হয়েছে। থেমে থেমে বৃষ্টি পড়ছিল এতক্ষণ—এবারে বেশ জোরেই নামল।

কোর্টহাউসের পশ্চিমে কয়েকটা সেলুন পেরিয়ে আস্তাবল। এগুলোকে ঘিরে রয়েছে কয়েকটা মিল, রেইলের বগি শান্টিঙের জায়গা, রেইল ডিপো। এর পরে কিছু তুলোর মিল—তুলোই ওই সময়ে টেক্সাসের সবথেকে চালু কাঁচা পয়সার ব্যবসা। রাস্তাটা ছোট একটা শাখা নদী পার হয়েছে। ওপাশে বিভিন্ন দোকান, হাট-বাজার, মিউজিক হল্। আরেকটু এগোলে বসতবাড়ির সারি।

মেঘ বেশ নিচে নেমে এসেছে দেখে জেনারেল স্টোরের সামনে

লাগাম টেনে থামল ব্যারন। ঘোড়ার মাথার কাছে এগিয়ে নাকের পাশে হাত বুলিয়ে একটু আদর করে দিয়ে বলল, 'এখানে বিশ্রাম নেয়া আমাদের কপালে নেই; বাছা। কিছু দরকারী জিনিসপত্র কিনে নিয়েই আমরা আবার রওনা হব। এই শহরের লোকজন আমাদের পছন্দ করে না।' লাগামটা হিচিঙ রেইলে বাঁধার সময়ে একটা বাজ পড়ার শব্দের সঙ্গে বৃষ্টির বেগ বাড়ল।

স্যাডলব্যাগের ঢাকনাটা খোলার সঙ্গেসঙ্গেই একটা হলুদ রঙের বিড়াল লাফিয়ে নেমে দোকানের ভিতরে অদৃশ্য হল। কেন যেন পানিতে ভেজা মোটেও পছন্দ করে না ওরা।

স্টোরে ঢুকে টিনে ভরা মাংস আর তরকারি, মোম মাখানো মোড়কে আটা, কফি···দূরের যাত্রীর জন্যে যা যা দরকার সবই কিনল। পিসমেকারের জন্যে দুই বাক্স '৪৫ কার্তুজ।

কার্তুজের বাক্স দুটো কাউন্টারের ওপর রেখে আড়চোখে দোকানি ওর কোমরে ঝোলানো পিস্তলটার দিকে তাকাল। 'এমন ভারি পিস্তল আর আজকাল সচরাচর দেখা যায় না,' বলল সে। 'এদিকে প্রায় সবই পকেট পিস্তল। থারটি-টু বা ওই রকম। তুমি কি ট্রেইল ড্রাইভার?'

'ওই কাজও মাঝে-মধ্যে করেছি।' দোকানের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল ব্যারন। 'আমার একটা স্লিকার (আমেরিকার এক বিশেষ ধরনের বষাতি) দরকার। তোমার কাছে আছে···?' বলেই ভাঁজ করা স্তূপটার দিকে ওর নজর পড়ল। এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখল···উঁচু মেসার ইণ্ডিয়ানদের হাতে বোনা 'V' আকৃতির সিরেপ ওগুলো। 'এসব কি টেরিটরি থেকে তুমি নিজেই আমদানী করো?'

হেসে উঠল দোকানদার। 'আগে তাই করতাম। কিন্তু নদীর ধারের

কিছু টঙ্কাওয়া ওগুলো দেখে নিজেরাই এখন এই ব্যবসায় নেমেছে। বুড়ো বাক আমাকে এগুলো সাপ্লাই দেয়। ও বলে অ্যাপাচিরা যা বানায় টঙ্কাওয়ারা সেগুলো ওদের থেকে অনেক ভাল বানাতে পারে। হ্যাট নামিয়ে একটা ভারি সিরেপ পরল ব্যারন। ভাঁজ পড়া কাধের কাছটা সমান করে নিয়ে হ্যাট পরল ব্যারন। 'স্লিকারের দরকার নেই, এতেই চমৎকার কাজ চলবে।'

সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে বেরিয়ে এল ব্যারন। বোঝাটা স্যাডল রিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে রওনা হয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এল সে। ঘোড়ার খুরের পাশ দিয়ে একটা কি যেন ছুটে সামনে এগিয়ে গেল। তারপর হলুদ চোখে রাগের সঙ্গে ফিরে তাকাল।

'আমি তো ভেবেছিলাম তুমি স্যাডলব্যাগের ভিতরেই। তুমি...'

বিড়ালটা ভিজে এমনিতেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে রয়েছে। ঘোড়াটা আরও দু'কদম আগে বাড়তেই বিড়ালটা ঝাঁপ দেয়ার ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে জিন লক্ষ্য করে লাফ দিল। সামনের পা দুটো স্যাডল-হর্ন পর্যন্ত পৌঁছল ঠিকই, কিন্তু পিছনের পা দুটো ভিজে চামড়ায় পিছলে ঘোড়ার কাঁধে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে কেটে রক্ত বের করে দিল।

ঘোড়াটা চমকে পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে ঝটকা দিয়ে ব্যথার উৎসটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল। পরমুহূর্তেই ঘোড়াটা নেতিয়ে মাটির ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। ঘোড়ার তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হওয়া থেকে বাঁচার জন্যে ব্যারন পাদানি থেকে পা বের করে নিয়ে বাম দিকে পড়ল। দেহের বাম পাশে ব্যথা আর গরম বোধ হচ্ছে। কয়েকবার গড়িয়ে আড়ালে চলে এল ব্যারন। ঘোড়াটা যেখানে পড়েছে সেখানেই রয়েছে। থরথর করে কেঁপে উঠল ওর দেহ। একবার মাথা তুলতে চেষ্টা

করল। ওর গলার কাছে বড় গর্তটা থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। আর একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল ওর দেহ। সেই সঙ্গে দূর থেকে একটা ভারি রাইফেলের আওয়াজের প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

গুলির শব্দ শোনা যাওয়ার আগেই মৃত ঘোড়াটার পিছন থেকে কাদা-মাখা জিনের উপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা জনশূন্য রাস্তাটা এক নজরে খুঁটিয়ে দেখেছে ব্যারন। গুলিটা পশ্চিম দিক থেকেই এসেছে, কিন্তু চোখে পড়ার মত কিছুই দেখতে পেল না সে। একটা তুলোর ওয়্যাগন রাস্তাটা পার হওয়ার সময়ে ওর দৃষ্টি পথে বাধার সৃষ্টি করল। ছুটে একটা বাড়ির দরজার আড়াল নিয়ে পশ্চিম দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখল সিডনি। গাড়িটা পার হয়ে গেল কিন্তু যে গুলি করেছে তার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। দেখা যাবেও না। গুলির শব্দে লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক দেখতে শুরু করেছে।

কোল্টটা খাপে ভরে রাখল ব্যারন। গুলিটা যে কে করেছে এ সম্পর্কে তার মনে কোন সন্দেহ নেই।

শিকারীর ভারি রাইফেলের আওয়াজ ওটা। শার্পস কিংবা একটা ৪৫-৯০ হবে আন্দাজ করল সে। দূর পাল্লার রাইফেল—সম্ভবত একটা টেলিস্কোপও ফিট করা ছিল ওর ওপর। অব্যর্থ অস্ত্র। দৃষ্টির আড়াল থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে মৃত্যু ঘটায়।

গুপ্তঘাতকের অস্ত্র।

সু মাতিন তার খোঁজ পেয়ে কাজে নেমেছে।

ওই মুহূর্তে বিড়ালের খামচি খেয়ে ঘোড়াটা লাফিয়ে না উঠলে আজ ঘোড়াটার বদলে ওর লাশই পড়ে থাকত ওখানে।

ঘোড়ার চারপাশে দর্শকের ভিড় জমেছে। এত লোকের ভিতর সু মাতিন আর দ্বিতীয়বার গুলি করার ঝুঁকি নেবে না। কাছে এগিয়ে

ঘোড়াটার দিকে তাকাল সিডনি। হলুদ বিড়ালটা ওর খুরের কাছে বসে মৃত ঘোড়াটাকে পাহারা দিচ্ছে। কেউ কাছে এগোতে গেলেই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে ফোঁস করে উঠছে।

পোনি। ইণ্ডিয়ান পোনি। চেকোর ঘোড়া। এখন হয়ত সে স্বর্গে চেকোর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

একটা পোনি। আরোহীর উদ্দেশে যে গুলি করা হয়েছিল ঘটনাচক্রে সেটাই ঠেকিয়ে বেচারা মারা পড়ল।

ব্যারনকে ঘিরে এখন অনেক লোকের ভিড় জমেছে। কেউ পায়ে হেঁটে এসেছে, ঘোড়ার পিঠে চড়েও এসেছে অনেকে। ওদের বিভিন্ন রকম কথাবার্তার মধ্যে একটা স্বর সিডনির কাছে পরিচিত মনে হল।

শেরিফ কোলম্যানের চোয়াল দুটো দাঁতে দাঁত চাপায় শক্ত হয়ে উঠল। উলের গেঞ্জি পরা লোকটার দিকে চেয়ে সে বলল, 'তোমার কি এখনও মনে হচ্ছে সু মাতিন হাজার মাইলের মধ্যেও নেই, জ্যাক? আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।'

'ওকে আমার শহর থেকে বের করে দাও, শেরিফ। ওর আরেক নাম হচ্ছে নাসা ব্যারন। ও যেখানেই যায় সেখানে নাশ ঘটবেই। ভাল চাইলে ওকে এখনই শহর থেকে বের করে দাও!'

তরুণ ডেপুটি দুজন ভিড় ঠেলে ঘোড়ার পিঠে রাস্তার দুপাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে এগোল খুনীর খোঁজে।

'ওদের ফিরে আসতে বলো, স্টার্কি,' চীফ ডেপুটিকে আদেশ দিল কোলম্যান। 'এখন আর কাউকে খুঁজে পাবে না ওরা।'

কথাগুলো ভাসাভাসাভাবে ব্যারনের কানে আসছে। কয়েক মুহূর্ত আগের কঠিন উত্তেজনা এখন শিথিল হয়েছে। দুঃসহ একটা ক্লান্তি ভর করেছে ওর ওপর। মনে হচ্ছে অতীতের যত জখম যত বিরোধ সব এই

মুহূর্তে একসঙ্গে ওকে চেপে ধরেছে। ক্লান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত সে। কিন্তু দেহের এই অবসন্ন অবস্থার ভিতরেও একটা রাগের জন্ম নিচ্ছে ওর মনে। ধীরে রাগটা বাড়ছে।

মৃত ঘোড়াটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পুরানো স্মৃতি ওর মনে পড়ছে আর সেইসঙ্গে রাগও তেতে উঠছে।

ঘোড়ার পাশে বসে আনাড়ির মত জিনের পেটি খোলার চেষ্টা করছে সিডনি। ওর হাত ব্যথা করছে—কাঁপছেও। এই সময়ে কে যেন ওকে ঠেলে একটু সরিয়ে দিয়ে পেটিটা খুলে দিল। চোখ তুলে তাকাল ব্যারন। চওড়া গাঢ় রঙের একটা মুখ আর দুর্বোধ্য কালো দুটো চোখের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল।

'আমি সামান্য একটু সাহায্য করছি মাত্র,' বলল পাখির গান নামের ইণ্ডিয়ান লোকটা। 'মানুষের পক্ষে সবসময়ে সবকিছু নিজে করা সম্ভব হয় না।'

দশ

মনে হচ্ছে ও যেন একটা ওয়াগনে তুলোর কুশনে শুয়ে আছে। খসখসে একটা কম্বল দিয়ে ওর দেহটা ঢাকা রয়েছে। ছোট্ট একটা রোমশ কিছুর স্পর্শ গালের ওপর টের পাচ্ছে। কাউকে ওর কাছে ভিড়তে দিচ্ছে না।

কপাল, ভাবল সে—স্রেফ কপাল।

সময় কেটে যাচ্ছে। ঘুমাচ্ছে সে। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও বিভিন্ন চেহারা—বিভিন্ন জায়গা—টুকরো টুকরো কথাবার্তা—কথাগুলোর মানে হয় ঠিকই, কিন্তু সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ কোন অর্থ হচ্ছে না—অনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

কে যেন ওর ওপর ঝুঁকে পড়ল। ব্যারনের হাতটা নিজের পিস্তলের বাঁটের দিকে এগোল। ওকে ছুঁয়েছিল লোকটা—কিন্তু কারও সাবধান বাণী শুনে এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে নিল। 'সাবধান! ওর গান-হ্যাণ্ড কখনও ধোরো না!'

কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে জেগে উঠল সিডনি। একটা সরু বিছানায় শুয়ে আছে সে। কড়ি কাঠ বসানো ছাদটা প্রথমেই ওর চোখে পড়ল। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে রোদ ঢুকেছে ঘরে। সবথেকে কাছের লোকটার গোঁফ পেকে সাদা হয়েছে—দাঁতগুলো সামনের দিকে কিছুটা বেরিয়ে রয়েছে—তারের ফ্রেমের চশমা ওর চোখে। মোটা কাঁচের লেন্সের পিছনে ওর চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকম বড় দেখাচ্ছে।

'ডাক্তার—ওভাবে ওর দিকে চেয়ে থাকাটা ও অপছন্দ করে। ও একজন···গানফাইটার।' গানহ্যাণ্ড ধরার ব্যাপারেও ওই একই স্বর লোকটাকে সাবধান করেছিল।

কয়েক ফুট দূরে একটা টুলের ওপর বসে ছিল হেনরি। 'এখন কেমন বোধ করছ, মিস্টার ব্যারন?'

'জেগে উঠেছে,' চশমা পরা লোকটা জবাব দিল। তারপর সিডনিকে বলল, 'উঠে বসে কিছু খেয়ে নাও, তোমার দেহের কিছু পুষ্টি দরকার,' চশমা পরা লোকটা বলল।

দু'হাতে তর্জনীর উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো একটু ডলে নিয়ে

চারপাশে তাকাল ব্যারন। কোমাঞ্চি লোকটা ধৈর্য ধরে দরজার কাছে স্থির হয়ে বসে আছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন লোক। একটু পরেই মনে পড়ল শেরিফ বলেছিল এই লোকটাই হাফ মুন ক্রসের ফোরম্যান ডেভ ফোলজার্স।

গায়ের ওপর ঢাকা চাদরটা তুলে নিজেকে দেখল সিডনি। একটা জাঙ্গিয়া ছাড়া ওর পরনে আর কিছুই নেই। নতুন একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে ওর বুকের একটু নিচে। 'কি ঘটনা?' প্রশ্ন করল সে।

'কে যেন তোমার ঘোড়াকে গুলি করে মেরে ফেলেছে,' বলল হেনরি।

'সেটা আমি জানি, আমি জানতে চাচ্ছি আমার কি হয়েছে।'

চশমা পরা লোকটা মাথা নাড়ল। 'এবারে তেমন কিছুই হয়নি। গুলিটা শক্তি হারিয়ে পাঁজরের নিচের অংশে কিছুটা ক্ষত করেছে। তোমার কপাল ভাল বুলেটটা প্রথমে তোমার ঘোড়ার ভিতর দিয়ে পার হওয়ার পর তোমাকে আঘাত করেছে। তোমার ভারি সিরেপটাও ভিজে থাকায় বুলেটের গতি আরও কমেছে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি তোমার।'

'তবে আমি জ্ঞান হারালাম কিভাবে?'

চশমাটা খুলে ডাক্তার রুমাল বের করে ওটা পরিষ্কার করল। 'আমি যতটা বুঝি তাতে মনে হচ্ছে নতুন জখমটা তোমার পুরানো ক্ষতগুলোর বিলম্বিত একটা প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে। এর নাম হচ্ছে "লেটেন্ট অ্যানিওপ্যাথিক শক্"। সোজা কথায় এর অর্থ হচ্ছে তোমার দেহ আগের ক্ষতগুলোকে সারাবার জন্যে প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে যুঝছিল—কিন্তু এই নতুন জখমটায় উটের পিঠে বাড়তি একটা খড় চাপানর মতই অবস্থা হয়েছে তোমার। তোমার সুস্থ হয়ে ওঠার শক্তি চলাফেরা করে

তোমাকে শক্তি খরচ করতে না দিয়ে তোমাকে অজ্ঞান রেখে পুরো শক্তি ক্ষত সারিয়ে তোলার কাজে লাগিয়েছে।'

'এত বিভিন্ন রকম ক্ষত চিহ্ন আমি কখনও কারও দেহে দেখিনি,' অবাক চোখে তাকিয়ে মন্তব্য করল হেনরি। 'মনে হচ্ছে তুমি যুদ্ধে গিয়ে ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়েছিলে। এত জখম তুমি কিভাবে হলে?'

'বেশিরভাগই একটা একটা করে সংখ্যায় বেড়েছে।' উঠে বসল সিডনি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। 'আমার পিস্তলটা কোথায়?'

'তোমার পিছনেই বিছানার খুঁটির সাথে ঝুলছে। কতবার গুলি খেয়েছ তুমি? কমপক্ষে সাত-আটবার হবে—ভাবতে অবাক লাগে এখনও তুমি বেঁচে আছ।'

দেয়ালে হেলান দেয়া লোকটা ডেভ ফোলজার্স। হেনরির দিকে কড়া চোখে চেয়ে সে ধমক দিল, 'ভদ্রতা তুমি আজও শিখলে না!' তারপর ব্যারনকে বলল, 'তুমি এখন হাফ মুন ক্রসে আছ। এটাই প্রধান র‍্যাঞ্চ হাউস। আমি ডেভ ফোলজার্স, এখানকার ফোরম্যান। ব্যাংক আর কোর্ট ক্যাপ্টেন রিচার্ডের সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত আমাকেই এর দেখাশোনা করতে হচ্ছে। তুমি যতদিন সুস্থ না হও ততদিন তোমার দেখাশোনার ভার আমাদের।'

ডেপুটি স্টার্কি একটু ইতস্তত করে শেষে বলেই ফেলল, 'তোমাকে শহরে রাখার ব্যাপারে জ্যাক বুল এমন ঘোর আপত্তি তুলল যে তোমাকে শহরে রাখা সম্ভব হল না।'

'তোমাকে এখানে নিয়ে আসার পরামর্শের মূলে হচ্ছে পাখির গান,' মাথা হেলিয়ে দরজার কাছে বসা ইণ্ডিয়ান লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল ফোরম্যান।

হেনরি আর চুপ করে থাকতে পারল না। 'তোমাকে এখানে আনার

সময়ে সবথেকে বেশি ঝামেলা করেছে তোমার ওই বিড়ালটা। কিন্তু ওই ইণ্ডিয়ান লোকটা···মানে, মিস্টার পাখির গান ছাড়া আর কাউকেই সে তোমার কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। কেউ গেলেই সে যেভাবে ফোঁস করে উঠছিল যে কেউ এগোতে সাহস পায়নি। আমি জানতাম না বিড়ালকে কেউ কোনদিন কিছু শেখাতে পারে—পাহারাদার কুকুরের মত পাহারা দেয়া তুমি ওকে কিভাবে শেখালে?'

'আমি শেখাইনি,' বলল ব্যারন। হাত বাড়িয়ে বিছানার খুঁটিতে ঝোলানো পিসমেকারটা বের করে প্রথমে গুলি ভরা আছে কিনা দেখে ওটা ঠিক মত কাজ করছে কিনা সেটাও পরীক্ষা করে দেখল সে। 'ওটা আমার বিড়াল নয়। আমার জামাকাপড়গুলো কোথায়? আমার এখনই···'

'এই মুহূর্তে বিছানা ছেড়ে তোমাকে কোথাও যেতে দেয়া হবে না,' কঠিন স্বরে বলল ডাক্তার। 'বিড়ালের মত তোমারও নয়টা জীবন থাকতে পারে—কিন্তু তার আটটাই তুমি খরচ করে ফেলেছ—আছে মাত্র একটা।'

'কেউ জানে না তোমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে,' উৎফুল্ল স্বরে বলল হেনরি। 'শেরিফ আর এখানকার এই কয়জনই মাত্র জানে। কেউ যদি মারার জন্যে তোমার পিছনে লেগেও থাকে—তুমি কোথায় আছ জানবেও না সে।'

যুবকের দিকে ফিরে তাকাল ব্যারন। রাগও হচ্ছে আবার মায়াও হচ্ছে। শিশুর মত অন্ধ বিশ্বাস। জীবনে টিকে থাকতে হলে ওকে অনেক কিছুই শিখতে হবে।

ব্যারনকে উঠতে বাধা দেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল ডাক্তার। হাতটাকে ঠেলে সোজা হয়ে বসে গানবেল্টটা কোলে রেখে পালিশ করা

মেঝেতে পা রাখল। বেড-স্ট্যাণ্ডে ঝুলানো টুপিটা নিয়ে মাথায় পরল ব্যারন। হেনরি চোখ দুটো সরু করে কৌতূহলী চোখে ব্যারনের প্রত্যেকটা গতিবিধি লক্ষ করে দাঁত বের করে হাসল সে। লক্ষ করল ব্যারন যা কিছুই করছে পিস্তলের বাঁটটা সবসময়েই ওর হাতের কয়েক ইঞ্চির মধ্যেই থাকছে।

দরজার গোড়ায় বসা লোকটা উঠে দাঁড়াল। ওর মুখে ব্যঙ্গাত্মক হাসি। 'তুমি যত কথাই বলো, ডেপুটি, ও ঠিকই জানে সু মাতিনকে ফাঁকি দেয়া এত সহজ না। ওর জামা-কাপড়গুলো এনে দিতে বলো।'

অবাক হয়ে ইণ্ডিয়ান লোকটার দিকে তাকাল ব্যারন। 'সু মাতিনকে তুমি চেনো?'

'ওই লোকটাই তো তোমার পিছনে লেগেছে, তাই না? ওকে কেউই চেনে না। মানে জীবিত কেউ না। ওকে দেখিনি কিন্তু ওর কথা আমি অনেক শুনেছি।'

'কি শুনেছ?' প্রশ্ন করল সিডনি।

'শুনেছি লোকটা টাকার বিনিময়ে গোপনে হত্যা করে। আজ পর্যন্ত সে পঞ্চাশ থেকে একশো জনকে খুন করেছে। মোটা টাকা নেয় সে—ওর কাজে সে কখনও বিফল হয়নি। গ্যারান্টি দিয়ে কাজ করে ও। ভূতের মতই ওর চলাফেরা। যখন যেখানে খুশি যায়—যাকে দরকার তাকে মেরে আবার ভূতের মতই অদৃশ্য হয়। কেউ জানে না সে কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় বা কোথায় থাকে।'

মাথা ঝাঁকাল ব্যারন। এসব সে আগেও শুনেছে। 'আর কিছু?'

'লোকে বলে ওকলাহোমার স্ট্রিপে ওর কোন গোপন আস্তানা আছে। নইলে কেউ না কেউ ওকে নিশ্চয় দেখতে পেত। কোন মানুষই অদৃশ্য না।'

স্টার্কি কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল। ব্যারনের ধোয়া জামা-কাপড়, মোজা আর বুট নিয়ে ফিরে এল সে। 'তোমার বাকি জিনিসপত্র সব বারান্দায় আছে।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ড্রেসআপ করতে শুরু করল ব্যারন। দুর্বলতায় মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছে। স্রেফ মনের জোরেই সে নিজেকে সচল রেখেছে। জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে সে বলল কিছুদিন আগেই আমি স্ট্রিপে ছিলাম—ওখানকার হাওয়ায় বুঝলাম টাকার বিনিময়ে ওকেই আমার পিছনে লাগানো হয়েছে।'

'ওরা বলে টাকাই ওর হত্যা করার একমাত্র কারণ। তোমার শরীরে কিছু পোড়া দাগও দেখতে পাচ্ছি,' ইণ্ডিয়ান লোকটা ফালতু আলাপের ছলেই কথাটা বলল। 'প্রেইরি ফায়ারে পোড়া দাগের মত। শুনলাম কয়েক সপ্তাহ আগে নো ম্যান্‌স্ ল্যাণ্ডে আগুন লেগেছিল। পুরো স্ট্রিপটাই প্রায় পুড়ে গেছে।'

'আগুন তো অনেক কারণেই লাগে।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল কোমাঞ্চি। 'অবশ্য কেউ ইচ্ছে করে লাগালেও লাগে।'

শার্টের বোতাম লাগিয়ে প্যান্টে গুঁজে পিস্তলের বেল্টটা কোমরে পরল ব্যারন। 'ওই কথাটার কি বিশেষ কোন মানে আছে?'

'গুজব ছড়ায়,' কাঁধ উঁচাল পাখির গান। 'শুনলাম চেকো নামের একটা ছেলের কাছে শাইয়্যান এক লোক কিছু ঘোড়া রাখতে দিয়েছিল। প্যানহ্যাণ্ডলের (প্রেইরি এলাকাটা এই নামেই বেশি পরিচিত) একটা র‍্যাঞ্চের বিরুদ্ধে একটা সাদা লোকের আক্রোশ ছিল—আক্রোশ চেকোরও ছিল। চেকোর সাথে লোকটার বন্ধুত্বও ছিল। শাইয়্যান লোকটা বলল প্রেইরি ফায়ারে ওই র‍্যাঞ্চের বিরাট গরুর পাল

মারা গেছে—ওদের যে বদ উদ্দেশ্য ছিল সেটা আর সফল হয়নি। কিন্তু চেকোও আর ফেরেনি।'

ইণ্ডিয়ান লোকটার চোখে চোখ রাখল ব্যারন। 'অনেক কথাই তোমার কানে যায় দেখছি।' কথাগুলো সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

'কথাগুলো শাইয়্যান লোকটা ভবঘুরে এক পওনি ইণ্ডিয়ানকে বলেছিল—ক্যাম্প ফায়ারের ধারে দুজন কিওয়া ফার শিকারীকে খাবার খাওয়ার সময়ে সব বলেছে। ওদের আবার ব্রেজোর টক্কাওয়াদের সাথে ব্যবসা আছে...' আবার কাঁধ উঁচাল পাখির গান। 'এইভাবেই গুজব ছড়ায়।'

ইণ্ডিয়ান লোকটার চোখের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল ব্যারন। 'চেকো মারা গেছে,' নিচু স্বরে বলল সে। 'আমার ঘোড়া—যেটা ঘাতকের গুলিতে মারা গেছে—ওটা চেকোর ঘোড়া। পরে ওটাকে আমি পেয়েছিলাম।

সমঝদারের মত মাথা ঝাঁকাল পাখির গান। 'ও কি মরার আগে প্রতিশোধ নিতে পেরেছিল?'

'হ্যাঁ, তার কাজ সে শেষ করেই গেছে,' বিড়বিড় করে বলল সিডনি। 'এখন সে সূর্যাস্তের দিকে হাঁটছে—ঈগলের পালক ওর পায়ের পিছন পিছন যাচ্ছে।'

মাথা কাত করল পাখির গান। 'এসব ইণ্ডিয়ান রীতির কথা তুমি জানো?'

জোর করে টেনে পায়ে বুট পরল সিডনি। কথাটার কোন জবাব দিল না।

হেনরির চোখ দুটো বিস্ময়ে ছানা-বড়ার আকার নিয়েছে। 'তুমি ইচ্ছে করে প্রেইরি জ্বালিয়ে দিয়েছ? কি ধরনের মানুষ তুমি?'

ওর চিন্তাধারাটা আঁচ করে নিয়েই যেন পাখির গান জবাবটা দিল। 'ইণ্ডিয়ান লোকও যথেষ্ট কারণ থাকলে এই রকমই কিছু করত।'

ডাক্তার যন্ত্রপাতি, মলম, ব্যাণ্ডেজের রোল, সব তার ব্যাগে ভরে ফেলল। ব্যাগের স্ট্র্যাপটা এঁটে সে ঘুরে দাঁড়াল। 'বুঝতেই পারছি তুমি আমার উপদেশ মানবে না। তবু বলছি সেরে না ওঠা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে তোমার বিশ্রাম নেয়া উচিত।'

হেসে নড্ করল ব্যারন। 'তোমার পাওনা কত হয়েছে?'

'কিচ্ছু না—আমার পাওনা আমি আগেই পেয়ে গেছি।'

'কে দিল—কাউন্টি?'

মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'আমার নাম রোজারিও। নিকোলাস রোজারিও। নামটা চেনা ঠেকছে?'

'না, ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'ছয় বছর আগে তুমি মিসৌরির সেইন্ট লুই-তে ছিলে। আঠারোশো ছিয়াশি সালের চতুর্থ মে গাড়িতে করে লিপটন থিয়েটারে যাচ্ছিলে তুমি। ওই সময়ে গলিতে একটা গোলমাল তোমার চোখে পড়ে।'

'ওই সময়ে আমি সেইন্ট লুই-তে ছিলাম এটা ঠিক। কিন্তু আমি…'

'অনেক লোকই পথ দিয়ে যাচ্ছিল—গোলমালটা ওদের চোখেও পড়েছে। কিন্তু কেউ থামেনি। ঝামেলায় জড়াতে চায়নি কেউ। কিন্তু তুমি থেমেছিলে।'

'মনে পড়েছে, কয়েকজন গুণ্ডা একজন বিদেশীকে পিটাচ্ছিল। ওটা এমন কিছু না।'

মাথা নাড়ল রোজারিও। 'পাঁচজন টাউট ছুরি-ডাণ্ডা নিয়ে একজনকে আক্রমণ করেছে আর তুমি বলছ কিনা ও কিছু না!'

'আমি বলছিলাম এই ধরনের ঘটনা আমি সহ্য করতে পারি না।'

'গুণ্ডামি আমিও পছন্দ করি না—কিন্তু এসব অহরহ ঘটছে। ওই বিদেশী লোকটা ছিল আমার ভাই। তুমি না এগোলে সে ওই গলিতেই মরে পড়ে থাকত।'

'ওর নামটা আর আমার জানা হয়নি।'

'তুমি জিজ্ঞেস করলেও ওর নাম সম্ভবত তুমি জানতে পারতে না। পিউস ডি রোজারিও তখন এক অক্ষরও ইংরেজি জানত না। কেবল হিবরু আর ইড্‌ইশ জানত সে।

নামটা শুনে ডাক্তারের দিকে ফিরল সিডনি। 'পিউস? পিউস ডি রোজারিও?'

'হ্যাঁ।' হাসল ডাক্তার। বালটিমোর কনসারভেটরি অব মিউজিকের যাবতীয় খরচ সে-ই চালায়। তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারেনি বটে কিন্তু তোমার সম্পর্কে সে খোঁজ-খবর ঠিকই নিয়েছিল। তোমার মাকে সে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে ধন্যবাদ জানিয়েছে।'

'কই মা তো আমাকে কখনও এ ব্যাপারে···'

'বলবে কি করে? পিউস তোমার মাকে ওই ব্যাপারে কিছু বলেইনি। আর বলবেই বা কিভাবে? অমন মার্জিত মহিলার ছেলে হয়ে তুমি ওই পাঁচজনের যে দুরবস্থা করেছিলে—কোন ভদ্রমহিলার কাছে সেসব কথা কি বলা যায়? বালটিমোরে পিউস ব্যবসায়ে ভাল উন্নতি করেছে—তাছাড়া উঁচু দরের সঙ্গীতের একজন সত্যিকার সমঝদার সে।'

'তুমি এখানে টেক্সাসে কি করছ?'

'তোমার মায়েরই এক বন্ধু আমাকে এখানে ডাক্তার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে। ডাক্তার জন ওয়াইলি। চমৎকার লোক। ঈশ্বর তার মঙ্গল করুক।' ব্যাগ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল

ডাক্তার। 'তার খুনী রয় রজার্সকেও আমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি। ওয়্যাগনের লোহার চাকা যে মানুষের আকৃতি কতটা বদলে দিতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। তবে চাকার তলায় পড়ে তার মৃত্যু ঘটেনি। ওর পাঁজরের ভিতর সাত ইঞ্চি লম্বা একটা স্টিলেটো (সিক কাবাবের সিকের মত ধারাল স্টীলের পাত) ঢুকিয়ে আগেই কেউ ওকে হত্যা করেছিল।'

ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘুরে বেরিয়ে গেল নিকোলাস। ফোরম্যান ফোলজার্সও ওর পিছন-পিছন বেরোল। মুচকি হাসিতে পাখির গানের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতের একটু অংশ দেখা গেল।

'ছোট পৃথিবী, তাই না?' মন্তব্য করল সে।

'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না কেউ ইচ্ছে করে প্রেইরিতে আগুন লাগাতে পারে,' বিড়বিড় করে বলল হেনরি। তারপর ব্যারনকে দরজার দিকে এগোতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

'শোনো···রাতের খাবার তৈরি হয়ে গেছে মিস্টার ব্যারন। আমরা এখনই খেতে বসব। তাছাড়া শেরিফ তোমার সাথে কিছু কথা বলবে—আমার ওর কড়া নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে না পৌছানো পর্যন্ত তুমি যেন কোথাও না যাও।'

'কখন আসবে সে?'

'ঠিক জানি না। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই ফিরবে। টেন মাইল ট্যাঙ্কের স্টেশনে গেছে শেরিফ—কার যেন আসার কথা।'

১৮৪২ সালের সামারে লো নামের এক লোক মাইল্যাম মিউনিসিপ্যালিটির ব্ল্যাকল্যাণ্ড স্ট্রিপে সার্ভে করছিল। ওই এলাকাটাই পরে এলিস কাউন্টি নামে পরিচিত হয়েছে। কিছু বেদুইন ধরনের

কিওয়া ইণ্ডিয়ান শিকারী দলের পাশে পাহাড়ের ওপর ক্যাম্প করেছিল লো। সন্ধ্যায় উপহার বিনিময়ের আর শিষ্টাচারের শেষে উত্তর দিকে যে নদীটা বাঁক নিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই জায়গাটার নাম কি?'

লোর টঙ্কাওয়া ইন্টারপ্রেটার প্রশ্নটাকে কিওয়া ভাষায় অনুবাদ করল। কিওয়া সর্দার হাত চিত করে কাঁধ উঁচাল।

'ওয়া'কসা-হ্যাটসি,' বলল সে।

নির্ভুল অনুবাদের কাজটা এমনিতেই কঠিন। কিওয়া সর্দার শুনল ওকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, 'ওটা কি?'

এমন বোকার মত প্রশ্ন সম্ভবত সে আর কখনও শোনেনি। কিন্তু সেটা বলা নেহাতই অভদ্রতা হয়। তাই সে কেবল প্রশ্নটারই জবাব দিল, 'ওয়া'কসা-হ্যাটসি।' কথাটার মানে হচ্ছে "ওটা একটা খাঁড়ি(ঝর্না)।"

লো তার রেকর্ডে জায়গাটার নাম লিখল ওয়্যাক্সাহ্যাচি। আর ওই ক্রীক বা খাঁড়িটার ওয়্যাক্সাহ্যাচি ক্রীক। ওখানে যখন শহর গড়ে উঠল—নামটা থেকেই গেল।

ওই ক্রীক নামের ক্রীকেরই যেপাশে জঙ্গল আছে, সারাদিন ক্রীক নামের শহরটাকে চষে বেড়িয়ে, সেখানেই ক্যাম্পে ফিরল ডিকি হেণ্ডারসন আর তার সঙ্গীরা।

'টম স্মিথ এখনও শহরেই আছে,' রিপোর্ট দিল আইভান। 'হোটেলে একটা কামরা ভাড়া নিয়ে রাতটা এখানেই কাটাবে মনে হচ্ছে। টাকা তুলতে ব্যাঙ্কে যায়নি সে।'

ওদের দলের হাইন্স নামের লোকটা বলল, 'টাইটওয়াডে যাদের দেখেছি এখানেও তাদের কয়েকজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম।

একটা লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা—এনিসে পোনির পিঠে বিড়াল নিয়ে যে লোকটা এসেছিল, এরা তাকেই খুঁজছে।'

হ্যাণ্ডি বলল, 'ওর পোনিটা এখন আর নেই—কে যেন পোনিটাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। দিনের বেলায়—একেবারে রাস্তার মাঝখানে।'

'ওসব ঘটনা আমি আগেই জেনেছি,' একটু বিরক্ত সুরেই বলল ডিকি। 'প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটা স্মিথেরই কাজ। কিন্তু দুয়ে দুয়ে চার করে বুঝলাম এটা ওর কাজ না। শুনলাম দূর পাল্লার রাইফেল ব্যবহার করেছিল কেউ। টাইটওয়াডের কারও কাছে আমি ওই রকম রাইফেল দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'তাহলে আমাদের এখনকার প্ল্যান কি?'

'আমার মতে ব্যাঙ্কের চারপাশে আমাদের নজর রাখা দরকার। স্মিথ টাকা নিয়ে বেরোলেই ওর কাছ থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নেব,' প্রস্তাব দিল আইভান।

'ওইখানে? শহরের একেবারে মাঝখানে?' নাক সিঁটকাল ডিকি। 'তোমার মাথায় আসলেই মগজ বলতে কিছু নেই।'

'মুখ সামলে কথা বলো, ডিকি,' ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করল আইভান। 'প্রত্যেক মানুষেরই একটা সহ্যের সীমা আছে।'

'যদি মনে করো আমার মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা তোমার আছে, যখন খুশি চেষ্টা করে দেখতে পারো,' উত্তর দিল ডিকি। ওর ডান হাতটা পিস্তলের বাঁটের কাছে মুহূর্তে অ্যাকশনে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। 'আমরা এখন অপেক্ষা করব। টম স্মিথকে টাকা নিয়ে টাইটওয়াডে ফিরতে হবে। সময়মত পথে ওকে ধরব আমরা। সহজ-সরল কাজ।'

আইভান ওর হুমকির মুখে পিছিয়ে গেল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অসন্তোষের আগুন জ্বলছে ওর মনে। 'বেশি সাবধানী' বিড়বিড় করল আইভান। 'সাবধানী লোক আমি দেখতে পারি না। অল্পদিনের মধ্যেই একটা পরিবর্তন ঘটার সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

কেবল হ্যাণ্ডি ওর কথাটা শুনতে পেল।

হাফ মুন ক্রসে একটা হলুদ বিড়াল খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে লোকগুলোকে দেখল। একজন জখম লোক বিছানায় শুয়ে আছে। আর দ্বিতীয়জন ইণ্ডিয়ান, পাখির গান।

আহত লোকটা কনুইয়ে ভর করে একটু উঁচু হয়ে বিড়ালটাকে দেখল। তারপর ইণ্ডিয়ানের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল, 'এ-ই কি সিডনি ব্যারনকে মরার হাত থেকে বাঁচিয়েছে?'

'হ্যাঁ, প্যাডি, এটাই সেই লাকি বিড়াল।' উঠে বসে কাছে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে হাত বাড়াল পাখির গান।

বিড়ালটা স্থির দাঁড়িয়ে কতক্ষণ চোখ সরু করে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে ওর দিকে এগোল। আহত লোকটার বাঙ্কের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে প্যাডি (যেকোন আইরিশ লোককে ওই নামে ডাকা হয়) ওকে আদর করার জন্যে হাত বাড়াল। পরক্ষণেই চিৎকার করে দ্রুত হাত সরিয়ে নিল। ওর দুটো আঙুলে খামচির দাগ পড়েছে। বিড়ালটা নিঃশব্দে পাখির গানের দিকে এগিয়ে ওর হাঁটুতে গা ঘষছে—ইণ্ডিয়ান লোকটা ওকে আদর করে গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

'ও তোমার কাছে গেল, আমার কাছে এল না কেন?' ক্ষুব্ধ স্বরে প্রশ্ন করল প্যাডি।

আড়চোখে প্যাডির দিকে চেয়ে সে. জবাব দিল, 'চরিত্র বিচার

করার ক্ষমতা নিয়েই জন্মায় বিড়াল। কে বিশ্বাসযোগ্য আর কে নয় তা ওরা বুঝতে পারে।'

এগারো

মিডল্যাণ্ড এক্সপ্রেস ট্রেনটা টেন মাইল ট্যাঙ্কের মত ছোট স্টেশনে থামার নিয়ম নেই। প্রতি দশ দিনে ট্রেনটা একবার হিউস্টন থেকে প্যানহ্যাণ্ডেলে কাঠ বয়ে নিয়ে যায়। পৌঁছতে সময় লাগে নয় দিন। ট্রেনটাকে ঘুরাতে সময় লাগে চব্বিশ ঘন্টা। তারপর ফিরতি পথে চামড়া, তুষ আর কোয়ারি থেকে পাথর বোঝাই করে হিউস্টনে ফিরে আসে। শীতের আগের তিন মাস আর পুরো শীতকালটা ওই ট্রেন কেবল তুলো বয়ে নিয়ে যায়।

আজ কিন্তু ট্রেনটা টেন মাইল ট্যাঙ্কে থামল। ট্রেনের পিছনে প্যাসেঞ্জার কোচ থেকে কেবল একজন যাত্রী নামল। ওর চুলে পাক ধরেছে—হ্যাটের তলা থেকে যেটুকু বেরিয়ে আছে তা থেকেই সেটা বোঝা যায়। পোর্টার একটা স্যুটকেস আর দুটো ব্যাগ নামিয়ে আনল ওর পিছন পিছন। দুই বগি সামনে জীব-জন্তু রাখার বগি থেকে নামানর সুবিধার জন্যে কাঠের বিশেষ তক্তা বসিয়ে বিশাল আকারের একটা খয়েরি রঙের ঘোড়া নামানো হল।

আগন্তুক আড়চোখে তার জন্যে যারা অপেক্ষা করছে তাদের এক

নজর দেখে নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে ওদের দিকেই এগোল। র‍্যাম্প তুলে নিয়ে গেট বন্ধ করা হলে ট্রেনটা আবার তার গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়ে গেল।

ডেপুটি টেলর এর আগে কখনও কোনো রেঞ্জার ক্যাপ্টেন দেখেনি। কৌতূহলী চোখে সে নবাগত লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখছে। লোকটা লম্বা, আর মুখ গম্ভীর।

শেরিফ রেঞ্জার ক্যাপ্টেনকে আমন্ত্রণ জানাতে এগিয়ে গেল। কিন্তু হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে হাত বাড়াল না—শুধু একটা নড করে বলল, 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। অনেকদিন পরে আবার দেখা হল।'

'তিন বছর,' বলল রেঞ্জার। 'তোমার সাথের লোকটা কে?'

টেলরের দিকে ফিরল শেরিফ। 'আমার একজন ডেপুটি—কাজ শিখছে। ওর নাম টেলর। টেলর, এ হচ্ছে টেক্সাসের রেঞ্জারদের ক্যাপ্টেন, মিস্টার জারভিস থমাস।' পরিচয়ের পালা শেষ হল।

টেলরকে খুঁটিয়ে দেখল থমাস। টেলরের মনে হল তার কতগুলো দাঁত আছে সেটাও যেন লোকটার গোনা হয়ে গেল। 'হাওডি', বলল থমাস।

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল টেলর। 'হাওডি।'

'তুমি ওয়েকো থেকে আসনি দেখে অবাক হচ্ছি—কাজে বেরিয়েছিলে নাকি?'

'মোবীটিতে কিন্তু অনুসন্ধান চালাচ্ছিলাম।' ব্যাগ দুটো জিনের পিছনে ঝুলিয়ে আবার বলল, 'কয়েক সপ্তাহ আগে ডাবল স্টারের বিরাট ক্যাটল্ ড্রাইভ সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

'শুনেছি ওগুলো ক্যানসাস পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি,' বলল কোলম্যান। 'প্রেইরির আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

'ওই সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উঠছে,' বলল থমাস। 'অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল জানতে চায় কোয়ারেনটিন আছে জেনেও হিগিন স্পেন্সার কিজন্যে এত গরু নিয়ে বর্ডার পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল। পুরো ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে। অর্থহীন।'

'কোন অর্থই কি নেই?'

'সম্ভবত আছে। আজকালকার রাজনীতির যা অবস্থা, তাতে এর অনেক রকম উদ্দেশ্যই থাকতে পারে। স্পেন্সার বোকা লোক নয়।' ঘোড়ার জিনটা ঠিকমত বসিয়ে পেটিটা ভাল করে এঁটে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল রেঞ্জার। 'ওই এলাকায় কোনটার মালিক যে কে সেটা পাকাপাকিভাবে এখনও নির্ধারিত হয়নি। পিস্তলবাজ গ্রে সিমন্সের নাম কখনও শুনেছ?'

'ওর কথা কে শোনেনি? সবাই বলে ওই নাকি পৃথিবীর সব থেকে সেরা পিস্তলবাজ। কলোরাডোয় থাকে ও।'

'এখন সে আর কলোরাডোতে নেই।' ঘোড়ার ডানপাশে ঝোলানো রাইফেলটা খাপ থেকে বের করে সব ঠিক মতই কাজ করছে কিনা চেক করে আবার খাপে পুরল রেঞ্জার।

'সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এখন সে ডাবল স্টারের ফোরম্যান হয়েছে।'

হেনরিকে পুরানো পানির ট্যাঙ্কের ছায়ায় বাঁধা ঘোড়া দুটোকে নিয়ে আসতে পাঠাল শেরিফ।

'জাজ আমাকে জানাল এদিকে ইন্টারেস্টিঙ কিছু ঘটনা ঘটেছে—ব্যাপারটা কি?'

'সিডনি ব্যারন এখানে এসেছে। ওকে তুমি চেনো।'

'নাম শুনেছি। কি করেছে ও?'

'এখানে? না, এখানে সে কিছু করেনি। এনিসে সে ডাক্তার ওয়াইলিকে খুন হতে দেখেছে। তারপর ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে ওকে লক্ষ্য করে কেউ গুলি ছুঁড়েছিল। আমার ধারণা এটা সু মাতিনের কাজ।'

'ভুরু কুঁচকে শেরিফের দিকে তাকাল রেঞ্জার। 'ব্যারন মারা গেছে?'

'কপালের জোরে বেঁচে গেছে। ওর ঘোড়াটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছিল বলে ব্যারনের বদলে ঘোড়াটাই মারা পড়েছে। কিন্তু এটা যদি মাতিনের কাজই হয়ে থাকে তবে আমার বিশ্বাস সে আবার চেষ্টা করবে। সু মাতিনকে আমার চাই। ওকে না ধরতে পারলে আমি মরেও শান্তি পাব না।'

'শুধু তুমি কেন আরও অন্তত শ'খানেক লোক আছে যারা তোমার সাথে একমত। কিন্তু তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে সে এখানেই আছে?'

'ব্যারনের ধারণা তাকে হত্যা করার জন্যে সু মাতিনকে লাগানো হয়েছে।'

'সু মাতিন কেন ওর পিছনে লেগেছে তার কোনো ব্যাখ্যা দিয়েছে সে?'

মুচকি হাসিতে শেরিফের গালে টোল পড়ল। 'ব্যারনই স্ট্রিপে ওই আগুনটা জ্বালিয়েছিল। হয়ত সে তোমার কাছে সেটা স্বীকার করবে—আবার নাও করতে পারে। টেক্সাসের বাইরে হওয়ায় এক্ষেত্রে টেক্সাস ল খাটবে না। কিন্তু ওটা তারই কাজ। এইজন্যেই হিগিন স্পেন্সার ওকে খুন করাতে চায়। প্রতিশোধ।'

'মাতিন তাই তিন বছর পর আবার ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে ফিরে এসেছে?'

'ওকে আমার চাই, থমাস। এসো, এবার আগে থেকে প্ল্যান করে ওই শয়তানটাকে এমন জালে ফেলি যেন কোনমতেই পালাতে না পারে।'

ঘোড়াদুটো নিয়ে ফিরে এল হেনরি। ঘোড়ায় চড়ে শেরিফ বলল, 'হেনরি, তুমি সোজা শহরে ফিরে চীফ ডেপুটি স্টার্কির কাছে রিপোর্ট করো। আর মনে রেখো সিডনি ব্যারন কোথায় আছে বা ক্যাপ্টেন সিমন্সের এখানে আসার কথা যেন কেউ জানতে না পারে। যাদের জানানো দরকার তাদের আগেই জানানো হয়েছে।'

'ইয়েস, স্যার। ডেপুটি টেলরের কি ফিরতে দেরি হবে?'

'আমি হয়ত হাফ মুন ক্রসে পৌছেই ওকে পাঠিয়ে দেব। কেন?'

'এমনি—কোন কারণ নেই।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পুবের ট্র্যাক ধরে শহরের দিকে রওনা হল হেনরি।

'এক্কেবারে কাঁচা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল শেরিফ।

জিজ্ঞাসু চোখে ওর দিকে তাকাল থমাস।

'ও আর টেলর,' ব্যাখ্যা দিল শেরিফ। 'দুজনেরই কাঁচা বয়স, সুযোগ পেলেই ওরা কোর্টহাউসের টাইপিস্ট মেয়েগুলোর সাথে ভাব জমানর চেষ্টা করে। বিশেষ করে জলিন নামের এক সুন্দরী টাইপিস্টের সাথে ভাব জমানর জন্যে ওদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে।' মাথা নেড়ে আপত্তি প্রকাশ করল শেরিফ। 'আমি জানি মেয়েদের টাইপ আর টেলিগ্রাফের কাজ শেখানোই এখনকার আধুনিক রীতি। এই ব্যাপারে আমি ঠিক "ওল্ড ফ্যাশণ্ড" নই। কিন্তু আমার বিশ্বাস মেয়েদের কোন "পাবলিক প্লেসে" কাজ করতে দেয়া একটা বিরাট ভুল। এর ফল কখনও ভাল হতে পারে না।'

যেকোন দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন হাফ মুন ক্রসকে কোনমতেই বড় র‍্যাঞ্চ বলা যাবে না। টাইটওয়াডের উত্তর-পশ্চিম থেকে এবড়োখেবড়ো পাথুরে পাহাড়ে ভরা র‍্যাঞ্চটা এলিস কাউন্টির

বর্ডার পর্যন্ত গিয়েই শেষ হয়েছে। আয়তনে র‍্যাঞ্চটা তিন হাজার একরের বেশি হবে না। কিন্তু ক্যাপ্টেন রিচার্ডের সুষ্ঠু চালনায় ছোট হলেও যথেষ্ট সুনাম আছে ওটার।

ক্যাপ্টেন রিচার্ডের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। সমুদ্রের পাড়ের গরম, মশা, মাছি আর ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে ফাইট করে জঙ্গলের ঝোপঝাড় থেকে মসহর্ন গরু তাড়িয়ে টেইল ধরে উত্তরে নিয়ে আসাই ছিল তার প্রধান কাজ। সময় বদলে গেল। যুদ্ধ লাগল—সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগ দিয়ে নিজের কৃতিত্বে অল্পদিনের মধ্যেই ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত হল। যুদ্ধের শেষে দুর্দশার দিনগুলোতে এলিস আর জনসন কাউন্টিতে ব্রেজোর পুবে, যেখানেই টুকরো টুকরো জমি পেয়েছে, কিনেছে। জমির সঙ্গে হাফ মুন ক্রসের কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ার পর সে দক্ষিণের কিছু শক্ত বুনো গরু কিনল। শেটল্যাণ্ড দ্বীপ আর স্কটল্যাণ্ড থেকে উন্নত মানের ষাঁড় আমদানি করে উঁচু জাতের গরুর-পাল তৈরি করল।

প্রথমে লোকে ভেবেছিল ক্যাপ্টেনের মাথায় দোষ আছে—কিন্তু পরে ওদের মত পাল্টাতে হয়েছে। ক্যাপ্টেনের গরু বাজারে অন্যান্য গরুর চেয়ে এখন অনেক বেশি দামে বিক্রি হয়।

ডেভ ফোলজার্স সিডনিকে পুরো র‍্যাঞ্চ-বাড়ির চারপাশ ঘুরিয়ে দেখাল। টেলর সর্বক্ষণ ওদের সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। শেরিফ তাকে আদেশ দিয়ে গেছে ব্যারনকে যেন সবার দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়…কিন্তু লোকটা যদি ঘরে বসে থাকতে না চায় সে কি করতে পারে? যে গানফাইটারের কোমরে পিস্তল ঝুলছে তাকে সাহস করে কে আদেশ দেবে?

'গরুগুলোর কানে লাগানো ট্যাগগুলো লক্ষ করেছ?' একটা গরুর

খোঁয়াড় পার হওয়ার সময়ে গর্বের সঙ্গে বলল ডেভ। 'গরুর পাছায় গরম শিকের ছ্যাঁকা দিয়ে ব্র্যাণ্ড করলে গরুও কষ্ট পায় চামড়াটাও নষ্ট হয়। ক্যাপ্টেন বলত, "এই গরু আর ষাঁড় কেবল মাংস নয় ভালজাতের গরুর জন্ম দেয়াই এদের আসল কাজ। এরই নাম প্রোগ্রেস।" '

'স্মার্ট ক্যাটলম্যান,' মন্তব্য করল সিডনি। 'আমি যাদের চিনি আর যাদের জন্যে কাজ করেছি তাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান।'

'কোথায় কোথায় কাজ করেছ তুমি?' প্রশ্নটা কাউবয়দের ক্ষেত্রে বলা যায় নির্দোষ। কিন্তু পশ্চিমে কারও নাম জিজ্ঞেস করা, বা সে কোথা থেকে এসেছে—অতীতে কি করেছে, এসব প্রশ্ন করা রীতিমত অপরাধ। এই ধরনের প্রশ্ন করলে গানফাইট হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

'এদিক ওদিক অনেকখানেই কাজ করেছি। কিছুদিন লেজি কে র‍্যাঞ্চে ছিলাম—ওটা মেসিলাসে। কিছুদিন ডায়মণ্ড টাই-এর ট্রেইল-বসের কাজও...'

'ডায়মণ্ড টাই?' বাধা দিয়ে বলে উঠল ডেভ। 'এই পেশায় ওখানেই আমার হাতেখড়ি। হান্ট মিচামকে চেনো তুমি?'

'সে'ই ছিল আমার বস্। দু'একবার ওর সাথে স্টাড পোকারও খেলেছি।'

'নিশ্চয় যা ছিল সবই হেরেছ? পাকা খেলোয়াড় সে।'

'সত্যি কথা বলতে কি একটা ভাল ঘোড়া আর ওয়াইওমিঙ জিন সে আমার কাছে হেরেছে।'

'হান্ট মিচামের থেকে?' ভুরু কুঁচকাল ডেভ। 'স্টাড পোকারে সে সব সময় চুরি করে।'

'জানি। তাতে আমার সুবিধাই হয়েছে। আরও বড় ঠগবাজদের

সাথেও আমি খেলেছি।'

'অবাক করলে,' বলল ডেভ। 'কখনও শ্যাঙহাই পিয়ার্স ব্র্যাণ্ডের সাথে তোমার পরিচয় হয়েছিল?'

সুক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল সিডনির ঠোঁটে। 'একবার। কিন্তু আমি ওদের হয়ে কাজ করিনি।'

'আর কোথাও?'

'একবার বার কে-তে। টুসনের ফোর স্টারেও ছিলাম কিছুদিন।'

'অনেক জায়গাতেই তাহলে ঘুরেছ তুমি।'

'হ্যাঁ, বেশ কিছু ঘুরেছি বলা চলে।' সিডনি নিজের গাল ঘষে বুঝল তার শেভ করা দরকার। 'বুঝতে পারছি তোমার মনে প্রশ্ন জাগছে আমি পিস্তল ব্যবহার করে কখনও টাকা কামিয়েছি কিনা। জবাবটা হচ্ছে, না। এটা,' পিসমেকারের বাঁটে হাত রাখল সে, 'আমি তিরিশ ডলার দিয়ে কিনেছি। শুধু নিজের ব্যবহারের জন্যে—আর কারও জন্যে নয়।'

'প্রশ্নটা মনে জাগলেও আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করিনি,' স্মরণ করিয়ে দিল ডেভ।

ঘোড়া রাখার কোরালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। হঠাৎ সিডনি থেমে দাঁড়াল। 'বর্তমানে আমার কোন ঘোড়া নেই। কিনতে হলে তোমার সাথে দাম-দস্তুর করা যাবে?'

'ব্যাঙ্ক বা কোর্টের কোন রায় না পাওয়া পর্যন্ত আমিই সবকিছুর চার্জে আছি। তোমার কাছে ঘোড়া বেচলে আইনগতভাবে কেউ বাধা দিতে পারবে না। কোনটা পছন্দ হচ্ছে তোমার?'

ঘোড়াগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখে বলল, 'পিছন দিকের ওই সাদা-কালো ঘোড়াটা বেশ ভাল। প্রায় পনেরো হাত উঁচু

হবে—কি বলো?' ঘোড়ার মাপ কব্জি থেকে আঙুলের মাথা পর্যন্ত এক হাত।

'আমাদের স্টকের ওটাই যে সবথেকে ভাল ঘোড়া,' বলল ডেভ।

'কিন্তু সব ঘোড়ারই এক-একটা যোগ্য মূল্য থাকে।'

'আমি একটু ভেবে দেখি।'

ঘোরা শেষ হলে ফেরার পথে চারপাশটা আর একবার চেয়ে দেখল। দুঃখজনক, ভাবল সে। এমন একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলতে একটা মানুষকে কত কীই না করতে হয়েছে। মানুষটা মরে গেছে বটে, কিন্তু এর সবকিছুর সঙ্গেই তার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মনে হয় লোকটা এখনও এখানেই রয়েছে। ক্যাপ্টেন রিচার্ডকে সে কখনও দেখেনি—তবু মনে হচ্ছে ওকে যেন চেনে সিডনি।

'ক্যাপ্টেনের মৃত্যুর পর এখন র‍্যাঞ্চের কি হবে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল সে। 'ব্যাঙ্ক আর উকিলরা যা ব্যবস্থা করে তাই হবে। পুবের দিকে ক্যাপ্টেনের কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে বলে শুনেছি। কিন্তু তাদের কেউ এদিকে কখনও আসেনি। হয়ত এটা নিলামে বিক্রি করা হবে অথবা নতুন পরিচালকের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

'তুমি আর তোমার লোকজনের কি অবস্থা দাঁড়াবে?'

'আমার বিশ্বাস বিদায় করে দেয়া হবে।' নিচু হয়ে একটা আগাছা শিকড় সহ উপড়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ডেভ। 'বেশির ভাগ লোকের সহজেই অন্য কোথাও কাজ মিলে যাবে। ওদের প্রত্যেকেই যে কাজের লোক এটা সবাই জানে। ক্যাপ্টেন কখনও আনাড়ি লোককে কাজে নিত না। তবে ইণ্ডিয়ান দুজনের জন্যে কাজ পাওয়া কঠিন হবে। যত ভাল কাজই জানুক টেক্সাসের কোন র‍্যাঞ্চার ওদের কাজে নেবে না।

আর বাঙ্ক-হাউসে যে লোকটা ক্যাপ্টেনকে ষাঁড়ের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হয়ে পড়ে আছে…প্যাডি…ওর সেরে না ওঠা পর্যন্ত ওর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। লোকটা ক্যাপ্টেনকে বাঁচাতে বুনো ষাঁড়টাকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছিল। ওকেও ভালমত মাড়িয়ে দিয়েছে ষাঁড়টা।' উদাস দৃষ্টিতে দূরের দিকে বিষণ্নভাবে চেয়ে থাকল ডেভ। 'শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিতে হবে।'

খড়ের গাদার ওপর থেকে একজন চিৎকার করে জানাল, 'দুজন লোক এদিকে আসছে, ডেভ।'

দূরের বেড়ার কাছে বাঁক নিয়ে দুজন আরোহীকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। মেইন গেইটের দিকে এগোচ্ছে ওরা। এত দূর থেকেও শেরিফ কোলম্যানকে চিনতে পারল ব্যারন। দ্বিতীয় লোকটা লম্বা, শক্ত গড়ন, বিরাট উঁচু একটা ঘোড়ার পিঠে কাঁধ একটু কুঁজো করে বসে স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে ঘোড়া চালাচ্ছে সে। বোঝা যায় দূর দূরান্তরে ভ্রমণে লোকটা অভ্যস্ত।

'ওই ঘোড়াটার জন্যে তুমি কত চাও?' ডেভকে জিজ্ঞেস করল সিডনি।

'তুমি কি সত্যিই সিরিয়াস?' মাথাটা একটু কাত করল ফোরম্যান। 'আরও অনেক ঘোড়া রয়েছে যেগুলো খুব ভাল। ওই ঘোড়াটা…'

'আমি জানি কোনটা কেমন ঘোড়া। চোখ আছে আমার, কিন্তু তর্কে যেতে চাই না আমি। ওটাই সবার সেরা ঘোড়া। কত চাও?'

'আমাকে একটু ভেবে দেখার সময় দাও।'

'না, এখনই। দামটা বলো, আমি তোমাকে একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট দেব—প্রয়োজন মনে করলে তুমি এনিসের ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের সাথে

যোগাযোগ করে এটা বৈধ কি'না জেনে নিতে পারো। কিন্তু ঘোড়াটা আমি এখনই কিনতে চাই।'

'শেরিফকে আসতে দেখেই কি তোমার তাড়া বেড়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কি পালাচ্ছ?'

'শেরিফের থেকে পালাচ্ছি না। কিন্তু যার ঘোড়া নেই তার চেয়ে ঘোড়াওয়ালা লোকের সুবিধা অনেক বেশি।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ব্যারনের দিকে তাকিয়ে কথাটার মানে বোঝার চেষ্টা করছে ডেভ।

'আচ্ছা, শেরিফ যদি আমাকে ঘোড়া দিতে নিষেধ করে তাহলে তুমি কি করবে?'

'তাহলে তো আমি আর তোমাকে ঘোড়া দিতে পারব না।'

'শেরিফ কি তোমাকে তেমন কোন নির্দেশ দিয়েছে?'

'না, দেয়নি।'

'তাহলে ওরা এসে পৌঁছবার আগেই ঘোড়াটা আমার কাছে বিক্রি করো।'

রাতের মৃদু বাতাস হাফ মুন ক্রসের লম্বা বারান্দাটার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। বুনো ফুল, ক্লোভারের পাতা, আর দূরের বৃষ্টির একটা ভেজা মিষ্টি গন্ধ বয়ে আনছে বাতাস। রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে—কর্মচারীরা কয়েকজন রাতের পাহারার কাজে গেছে—বাকি সবাই বাঙ্ক-হাউসে ঘুমাতে গেছে। বারান্দায় বসে আছে মাত্র তিন জন লোক। কফিতে চুমুক দিচ্ছে আর শূন্য দৃষ্টিতে রাতের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে।

তিনজন লোক আর একটা হলুদ বিড়াল। ব্যারনের জিনিসপত্রগুলো যেখানে জড় করে রাখা হয়েছে সেখানেই জিনের ওপর শুয়ে আছে ওটা।

'এখানে কিছুদিন থাকার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দেবো না, শেরিফ,' তৃতীয়বারের মত কথাটা বলল ব্যারন। 'স্বীকার করছি তুমি ইচ্ছা করলে হাজারো রকম আইনের প্যাঁচে ফেলে আমাকে এখানে আটকে রাখতে পারো। কিন্তু স্বেচ্ছায় আমি থাকব না। তোমার "ফাঁদে" এতসব ফাঁক রয়ে গেছে যে একটা লঙহর্ন গরুও ওর ভিতর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে বেরিয়ে যেতে পারবে। এবং কিছু লোক এতে মারাও পড়বে।'

'কাউকে যদি তোমার কাছে আসতে না দেয়া হয় তাহলে সু মাতিনই বা কিভাবে আসবে? ক্যাপ্টেনের কর্মচারীরা সবাই চারিদিকে খেয়াল রাখবে—ওদের নজর এড়িয়ে মাতিন কিভাবে তোমার কাছে ঘেঁষবে?'

সু মাতিন যদি এক এক করে ক্যাপ্টেনের নির্দোষ কর্মচারীদের মারতে শুরু করে, ওরা কতদিন টিকবে বলে তোমার মনে হয়? ফাঁদ নয়, এটা তখন হয়ে দাঁড়াবে শূটিঙ গ্যালারি।'

টেক্সাস রেঞ্জার কফিতে একটা চুমুক দিয়ে মাথা নাড়ল। 'ও ঠিক কথাই বলছে, ম্যাট। এই ফাঁদে কোন কাজ হবে না। মাতিন এই ফাঁদে পা দেবে না। এই ধরনের চেষ্টা আগেও করা হয়েছিল—কাজ হয়নি।'

নিরাশ হয়ে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল শেরিফ। 'প্ল্যানটা নিখুঁত হয়ত হয়নি! কিন্তু ব্যারন, এর বদলে তোমরা কি করতে চাও শুনি? এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে একাই তুমি ঝুঁকি নেবে? হ্যাঁ, আমি জানি আমাদের আসতে দেখে তুমি ডেভের কাছ থেকে একটা ঘোড়া

কিনেছ। আগেই টের পেয়েছিলে আমার মাথায় কোন প্ল্যান ঘুরছে, তাই না?'

'এই রকমই কিছু আঁচ করেছিলাম।'

'ঠিক আছে, তাহলে বেরিয়ে পড়ো। তুমি মারা পড়বে এতে কোন সন্দেহ নেই। মাতিন যেকোন সময়ে যেকোন দিক থেকে আসতে পারে—তুমি জানবেও না—ও যে কে তা কেউ জানে না। ওই হারামজাদাটা যে কেউ হতে পারে!'

'উপায় নেই, আমাকে একটু একটু করে এই সমস্যার সমাধানের কাজে এগোতে হবে,' বলল ব্যারন। রেঞ্জারের দিকে ফিরল সে। 'একটা জিনিস আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকছে, যারা ওকে কাজে নিয়োগ করে তাকে ওর সাথে কিভাবে যোগাযোগ করে?'

'সহজ-ব্যাপার,' জবাব দিল রেঞ্জার, 'অ্যাডভারটাইজ করে সে।'

চমকে মুখ তুলল শেরিফ। 'বিজ্ঞাপন দেয় সে? আমি তো এ ব্যাপারে কিছু জানি না?'

'কথাটা একটু অবাস্তব মনে হলেও সত্যি।' রেঞ্জারের স্বরটা একটু নিরাশ শোনাল। 'আমরাও আগে টের পাইনি, কিন্তু এখন জানি। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় সে। বিজ্ঞাপনগুলো কেটে ফাইলও তৈরি করা হয়েছে। পাঁচ বছর হল এর শুরু। বিজ্ঞাপনের মূল কথাগুলো হচ্ছেঃ "পেশাদার নির্মূলকারি…সন্তোষ নিশ্চিত…রেট জানতে বুধবারে ডালাসে তার করো…সু মাতিন।" যাদের দরকার তারা গূঢ় অর্থটা ঠিকই বুঝে নেয়।'

'কিন্তু টেলিগ্রাফ করতে হলে নাম, ঠিকানা এসব দিতে হবে না? তাহলে তোমরা কেন…'

শেরিফের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই জারভিস থমাস ওকে বাধা

দিয়ে বলল, 'প্রাইভেট টেলিগ্রাফ যন্ত্র। যে কেউ যন্ত্র, দুটো ক্লিপ আর একটু জ্ঞান থাকলেই যেকোন টেলিগ্রাফ তার ট্যাপ করে মেসেজ নিতে পারে, এবং জবাবও দিতে পারে। নাকোগডচেসে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হয় সেখানে খবর নিয়ে জানা গেছে ফি সহ বিজ্ঞাপনটা ওদের কাছে ডাকে পাঠানো হয়। সারা ডালাসে আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি—সু মাতিন নামে ওখানে কেউ থাকে না। লোকটা নিশ্চয় বুধবারে মাঝপথে কোথাও ট্যাপ করে সরাসরি যোগাযোগ করে। হয়ত সারা দেশে অনেক জায়গায় ওর ট্যাপিং পয়েন্ট রয়েছে—আর যদি ওর সাথেই টেলিগ্রাফ যন্ত্র থাকে তাহলে মোটামুটি যেকোন জায়গায় থেমে সে লাইন ট্যাপ করেতে পারে।'

'তাহলে তাকে কনট্যাক্ট করা হয়েছিল?'

'হয়েছিল। এক সপ্তাহ পর সেনেটর রুবেনকে অস্টিনের কাছাকাছি গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মৃত পাওয়া গেল। রুবেন নাকোগডচেসের সেনেটর ছিল।'

'তুমি নিশ্চিত এটা সু মাতিনেরই কাজ?'

'কোন সন্দেহ নেই। শয়তানটা তার খুনের খবরগুলোও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানায়। "রুবেনকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে...সু মাতিন।" এতে আমাদের ফাইলে ওর হাতে খুন হওয়া লোকেদের সম্পূর্ণ লিস্টই আছে।'

'কিন্তু টাকাটা কিভাবে পৌছানো হয়?' প্রশ্ন করল ব্যারন।

'অ্যাডভান্স পেমেন্ট আর যাকে হত্যা করতে হবে তার নাম কোন নির্দিষ্ট গাছের তলায় বা কোন পরিত্যক্ত গুদামে পৌছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। আমরা ওই পথেও চেষ্টা করে দেখেছি—নজর রাখা হলে সে টাকা নিতে আসে না। কিভাবে যেন সে আগে থেকেই জেনে ফেলে।

প্রত্যেকবার।'

'তাহলে যে তাকে নিয়োগ করেছে সেও জানে না কাজটা কাকে দেয়া হল। কোন সূত্রই থাকছে না।'

'কিচ্ছু না। আমরা ওর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি।'

শিউরে উঠল কোলম্যান। 'এ তো দেখছি ভূতকে ধরার মতই শক্ত।' তারপর ব্যারনের দিকে ফিরে বলল, 'অন্তত কয়েকটা দিন থাকো। কঠিন হলেও আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'আরেকটা ব্যাপারে আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই, ব্যারন,' বলল রেঞ্জার। 'তুমি যা-ই করো না কেন তোমার কিছুটা আইন সম্মত অধিকার থাকা দরকার বলে আমি মনে করি।'

'যতটা দরকার সেই অধিকার আমার আছে,' শান্ত স্বরে বলল ব্যারন। 'সেটা হচ্ছে আত্মরক্ষা।'

'আমি সেকথা বলছি না। তুমি ভূতের পিছনে না দৌড়ে যে ওকে টাকা দিয়ে তোমার পিছনে লাগিয়েছে তারই মোকাবিলা করতে পারো।'

অন্ধকার ভেদ করে রেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে ওর মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করল ব্যারন। 'আমি কি প্ল্যান করছি সেটা আঁচ করার চেষ্টা করছ?'

'তোমার জায়গায় আমি হলে তাই করতাম।'

গুদামঘরের দিক থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান! কে যেন জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।'

এক মুহূর্ত পরেই ওরা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই বারান্দার সামনে হঠাৎ করে থামতে গিয়ে একটু পিছল খেল। আরোহী, লোকগুলোকে চেনার জন্যে অন্ধকারে উঁকি

দিল। 'শেরিফ? তুমি কি এখানে আছ?' তরুণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল কেউ।

'আমি এখানেই আছি, হেনরি। কি ব্যাপার?'

'চীফ স্টার্কি তোমাকে খবরটা দেয়ার জন্যে পাঠাল, শেরিফ। একটু আগেই খবর এসেছে এনিসে আর একজন খুন হয়েছে।' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সেভ। 'লোকটা এনিসের টেলিগ্রাফার ডেভিডসন। একটু আগেই খবরটা এসেছে।'

বারো

'ডিকি এটা পছন্দ করবে না, আইভান,' বলে কোটের হাতায় নাক মুছে শব্দ করে নাক টানল হ্যাণ্ডি। 'আমাদের ওদিকে দূরে অপেক্ষা করতে বলেছে সে।'

'আর অপেক্ষা সহ্য হচ্ছে না আমার,' খেঁকিয়ে উঠল আইভান। কিন্তু চোখ ফেরাল না। একদৃষ্টে রাস্তার উল্টোপাশে লিবার্টি বুল সেলুনে ঢোকার দরজার দিকে চেয়ে আছে সে। 'ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলেছে স্মিথ, তাই না?'

'হ্যাঁ ব্যাঙ্কে ওকে টাকা গুণে নিতে দেখেছি আমি,' জানাল বাড। কিন্তু আজকে টাইটওয়াডে ফেরার ইচ্ছা থাকলে এতক্ষণে রওনা হয়ে যেত। এখন দেরি হয়ে গেছে।'

'তাহলে স্মিথ বেরোলে এখানেই ওর কাছ থেকে টাকাগুলো ছিনিয়ে

নেব। ডিকি কিছুদিন হল বুড়ির মত ব্যবহার করছে—তেজ নেই।'

'কিন্তু শহরের ভিতর কাজ করার পক্ষপাতী সে নয়—বলে এতে ঝুঁকি বেশি,' হাইন্স মন্তব্য করল।

'বুড়ি মেয়ের মতই কথা,' পুনরাবৃত্তি করল আইভান।

ওরা কোর্ট হাউস স্কোয়ারের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার একটা জায়গায় দু'ঘন্টা যাবত অপেক্ষা করছে। দুবার কাছে গিয়ে লিবার্টি সেলুনের জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে হ্যাণ্ডি দেখে এসেছে স্মিথ ভিতরেই বসা। ওখানে দুজন অনুচরের সঙ্গে বসে সে মাঝেমাঝে মদের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। কোন তাড়া নেই।

অপেক্ষারত তিনজনের কারও জানা নেই ডিকি কোথায় গেছে। শহরের কাছাকাছি ক্রীকটার কাছেই ওদের ছেড়ে একাই অন্য পথে শহরে ঢুকে হালচাল বুঝে দেখতে গেছে সে।

কিন্তু আইভান মনেমনে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। গত দুদিন যাবত কেবল অপেক্ষা করা আর লক্ষ রাখা। কোন অ্যাকশন নেই। ডিকির নির্দেশ মেনে চলতে চলতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সে।

'আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না,' বিড়বিড় করে বলল আইভান। 'সন্ধ্যার ভিড় পাতলা হয়ে আসছে।'

দু'জন তিনজন করে লোক লিবার্টি বেল থেকে বেরিয়ে স্বল্পালোকিত রাস্তায় নেমে নিজের নিজের গন্তব্যস্থানে যাচ্ছে। দেহের ভর অন্য পায়ে রেখে চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিল। স্কোয়ারটা ল্যাম্প-পোস্টের কাছে ছাড়া বাকিটা প্রায় অন্ধকার। কেবল লিবার্টি বেলের সিঁড়ির কাছে আর রাস্তার ক্রসিঙে কিছুটা আলো আছে। সারা সন্ধ্যায় টাউন মার্শালকে কেবল একবারই টহল দিতে দেখেছে ও। আশা করেছিল ডেপুটি শেরিফদেরও দেখতে পাবে—কিন্তু আজ

ওদের কাউকে দেখতে পায়নি।

হাইন্সও ব্যাপারটা খেয়াল করেছে। 'এই শহরে ব্যাজ পরা লোক সবসময়েই গিজগিজ করে,' ফিসফিস করে বলল সে। 'কিন্তু আজ তারা গেল কোথায়?'

উত্তরটা আইভানের জানা নেই। এ'নিয়ে মিছে দুশ্চিন্তায় নেই সে। বরং এতে ওর মনে হচ্ছে ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে ও। মনে মনে স্থির করল দলনেতা হওয়ার সময় তার এসেছে।

'ডিকি হেণ্ডারসনের কোন কথা আর আমি শুনতে চাই না,' বাকি দুজনকে বলল সে। 'এখন থেকে আমার কথায় সব চলবে।'

চোখ কুঁচকে তাকাল হ্যাণ্ডি। 'ডিকির বদলে তুমি চার্জ নিচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' দাঁত বের করে হাসল আইভান। 'তাই করছি।'

'তোমার মনে হয় ওকে তুমি গানফাইটে হারাতে পারবে?'

'সম্ভবত পারব। কিন্তু তার দরকার পড়বে না। কারণ আমি নিশ্চিত আমরা তিন জনে মিলে ওকে কাবু করতে পারব।'

'কেন?'

'কেন কি?'

একটা বড় শ্বাস নিল হাইন্স। 'কেন ভাবছ আমরা তোমাকে সাহায্য করব?'

ধীরে ওর দিকে ফিরল আইভান। 'কারণ তা যদি না করো, আমার গুলিতে সে মারা গেলে পরে তোমাদের দুজনকেই আমি খুন করব। হ্যাঁ, আরও একটা কথা জেনে রাখো—আমি নেতা হলে বুড়ি মেয়েলোকের মত অপেক্ষা করে মিছে সময় নষ্ট করব না। একটু ঝুঁকি নিয়ে আমরা বড় অঙ্কের টাকা কামাব—টাকা আসতেই থাকবে।'

কোন মন্তব্য করল না ওরা। আইভান জানল পরিষ্কারভাবে কথাটা

সে বোঝাতে পেরেছে।

সেলুনের ব্যাট-উইঙ দরজা ঠেলে দুজন লোক বের হয়ে এল। ফিসফিসিয়ে আইভান বলল, 'ওরা টম স্মিথের লোক! তার মানে স্মিথ এখন একা!'

টাইটওয়াডের লোক দুজন জনশূন্য রাস্তায় নেমে রাস্তার দুদিকটা একবার ভাল করে দেখে নিল। ওদের একজন অন্যজনকে কি যেন বলল—তারপর দুজনেই হেঁটে এগিয়ে গেল পুব দিকে।

'মনে হচ্ছে আজকে ওরা শহর ছেড়ে যাচ্ছে না,' মন্তব্য করল আইভান। 'সুতরাং স্মিথ বেরিয়ে ওই পথে হোটেলে ফিরবে।' পশ্চিম দিকটা দেখাল আইভান। ওই রাস্তাটার ক্রসিঙ বেশ খানিকটা দূরে। রাস্তার মোড়ে বাতি রয়েছে বটে কিন্তু মাঝখানের জায়গাটা বেশ অন্ধকার। একদিকে রয়েছে তুলোর গুদাম আর অন্যপাশে কয়েকটা আস্তাবল। 'তোমরা দুজন মাঝামাঝি একটা অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে লুকিয়ে থাকো। স্মিথ বেরোলে আমি ওর পিছু নেব। সুবিধামত অন্ধকার জায়গায় পৌঁছলেই আমরা ওর থেকে টাকা ছিনিয়ে নেব।'

একটু ইতস্তত করল হাইন্স। 'আমরা কি ওকে গুলি করব, আইভান?'

'জানি না, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। আর কথা বাড়িও না, যা বললাম তাই করো।'

ওরা চলে গেল। আইভান তার পিস্তলের বাঁটে আঙুল বুলাচ্ছে। চোখ দুটো লিবার্টি বেলের দরজার ওপর স্থির।

রাগে ফেটে পড়ছে ডিকি। ক্রীকের ধারে ক্যাম্পে ফিরে দেখল ওখানে কেউ নেই। ওয়্যাক্সাহ্যাচির সম্ভাব্য বারগুলোতে সে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও

দলের লোকগুলোর দেখা পেল না। সে জানে এর অর্থ কি। 'গোল্লায় যাও তুমি, আইভান,' ওয়্যাক্সাহ্যাচির নির্জন রাস্তায় ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে যেতে নিজের মনেই বলল সে। 'ক্ষমতার লোভে তোমাকে এটা করতেই হল। তুমি মারা পড়বে আর আমাকে তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে।' নির্বোধ, ভাবল সে। 'বুদ্ধির অভাবে র‍্যাট্‌ল্ সাপের আড্ডার দিকে স্বেচ্ছায় পা বাড়ালে।'

যা জানতে শহরে গেছিল তা জেনেছে ও। টম স্মিথ কেবল দুজন নয়, দশ বারো জন লোক সঙ্গে নিয়ে শহরে এসেছে। এটাই ডিকিকে চিন্তিত করে তুলেছে। ব্যাঙ্কে যাওয়াটা একটা ভাঁওতা। টাইটওয়াডের লোকগুলো হন্যে হয়ে ব্যারনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। স্মিথ প্রতিশোধ নিতেই এসেছে।

সে আরও একটা ব্যাপার জানতে পেরেছে। শহরে কি যেন একটা ঘটতে চলেছে। আইনরক্ষাকারী লোকজন সবাই ব্যতিব্যস্ত। সব ডেপুটিকে কারও অপেক্ষায় সজাগ নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে শেরিফ। ওরা সবাই শহরে ঘাঁটি গেড়ে অপেক্ষা করছে। কিছু বাড়তি লোককেও কাজে নামানো হয়েছে। সবাই এমন সব জায়গায় লুকিয়ে বসে আছে যে কেউ ওদের দেখতে পাবে না। এতসব প্রস্তুতি কেন নেয়া হয়েছে জানে না ডিকি, কিন্তু এটা বুঝতে পারছে তুলো বিক্রির টাকা লুট করার সময় এটা নয়।

আর এই সময়েই কিনা আইভান বিগড়ে গেল···

তেলের বাতির আলোয় একটা কোনা কিছুটা আলোকিত হয়েছে। ওর কাছেই পাশাপাশি দুটো সেলুন অন্ধকার কোর্টহাউসের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে রাস্তার মাঝখানে চলে এল ডিকি—মাঝখানেই আলো সবচেয়ে কম। বাতির আলো এড়িয়ে চলে বামদিকে

মোড় নিল সে। আইভান আর তার সঙ্গীরা যদি এখানে থাকে তবে লিবার্টি বেলের ওপর নজর রাখবে ওরা—কারণ টম স্মিথ ওখানেই আছে। ওর এক ব্লক (এক চৌরাস্তার মোড় থেকে পরের চৌরাস্তা পর্যন্ত দূরত্বকে ব্লক বলা হয়) পিছনে দুজন লোক আইরিশ প্যালেসে ঢুকল এবং এক মুহূর্ত পরেই আবার বেরিয়ে এল। ওদের সঙ্গে আরও কয়েকজন বেরোল। ওরা হিচিঙ রেইলের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়া খুলে জিনে চেপে বসল। আরও কয়েকজন বেরোল পাশের প্রেয়ারি রোজ সেলুন থেকে।

ডিকি একটু ঘাড় ফিরিয়ে ওদের আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে এগোল। 'যীশু,' আওড়াল সে। চোখ কুঁচকে অন্ধকার ভেদ করে আইভান আর তার সঙ্গীদের খুঁজল ডিকি—ভাবছে ওরা গেল কোথায়। ওদের ফেলে সরে পড়াটাই ভাল। উচিত সাজা হবে ওদের। গাধার দল।

লিবার্টি বেলের ব্যাটউইঙ দরজা ঠেলে একটা ষাঁড়ের মত লোক বেরিয়ে রাস্তায় নামল। প্রায় এক ব্লক দূর থেকেও টম স্মিথকে চিনতে পারল ডিকি। লোকটা বেরিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করল। একটু এগিয়ে যাবার পরেই কোর্টহাউসের অন্ধকার ছায়া থেকে একটা লোক ওর পিছু নিল। আলো খুব কম থাকলেও ওকে চিনতে পারল সে। 'আইভান!' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল ডিকি। 'বোকা পাঁঠা…' ঘোড়ার পেটে স্পারের খোঁচা দিয়ে রাস্তার ডান দিক দিয়ে বেগে ঘোড়া ছুটাল হেণ্ডারসন।

পিছন থেকে উত্তেজিত চিৎকার ওর কানে এল, সামনে এগিয়ে চলল সে।

'আইভান,' চিৎকার করে ডাকল ডিকি। 'থামো, কিছু…' কিন্তু

দেরি হয়ে গেছে। চৌরাস্তার ওপারে পিস্তলের মুখে আগুনের ঝিলিক দেখা গেল। বাজ পড়ার মত শব্দে দালানের জানালা আর দেয়ালের কাছ থেকে গর্জন উঠল। অনেকগুলো গান। অসংখ্য। লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে আরও ডানপাশে সরে এল ডিকি। ওপাশে কি ঘটছে দেখার চেষ্টা করছে ও। আরেকটা গুলির শব্দ—পরে আরও দুটো। বিশৃঙ্খলার ভিতর একটা স্বর শোনা গেল, 'ওকে মারতে পেরেছ?'

'ওখানে একজনের বেশি ছিল—মনে হল তিনজন।'

'ওরা কাকে ঘেরাও করেছিল—ব্যারনকে?'

'জানি না, জো! জলদি একটা বাতি আনো!'

ঘোড়ার পিঠে স্থির হয়ে বসে আছে ডিকি। পিস্তলটা ওর হাতে। বুঝছে লিবার্টি বেলের বাতিতে তাকে দেখা যাচ্ছে। পঞ্চাশ গজ পিছন থেকে মানুষের চিৎকার আর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ আসছে।

'ওই যে আরেকটাকে দেখা যাচ্ছে,' চিৎকার করে উঠল কেউ। 'মার শালাকে!'

কয়েকটা পিস্তল একসঙ্গে গর্জে উঠল। কাঁধে যেন একটা ধাক্কা অনুভব করল ডিকি···বাম হাতটা অবশ হয়ে গেল।

পিস্তল ওদের দিকে ফিরাতে শুরু করে শুনল আশপাশ দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ওকে পেরিয়ে যাচ্ছে। রেগে ওঠা ভ্রমরের মতই শব্দ উঠছে।

'থামাও গুলি,' কেউ সামনে থেকে চেঁচিয়ে আদেশ দিল। 'ওই লোকটা আবার কে?'

ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটাল ডিকি। ওদের মাঝখান দিয়ে ঘোড়া ছুটাবার সময় আড়চোখে দেখল লোকগুলো ছিটকে পাশে সরে গেল। আলোকিত জানালাগুলো একের

পর এক দ্রুত পিছনদিকে সরে যাচ্ছে। অন্ধকার জায়গার নিরাপত্তায় চলে এসেছে সে। সামনের চৌরাস্তায় পৌঁছে ডান দিকে মোড় নিয়ে পরেরটাতে বাঁয়ের রাস্তা ধরে ছুটে চলল ডিকি।

ঘোড়ার গতি যখন কমল শহরটা তখন ওর অনেক পিছনে। তবু চলা থামাল না, পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল সে।

'শেরিফ কোথায় আছে আমি জানতে চাই না!' টেবিলের ওপর সশব্দে চাপড় দিয়ে বলল জ্যাক বুল। কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে চীফ ডেপুটি স্টার্কির দিকে। 'সে যদি জাহান্নামেও গিয়ে থাকে, কাউকে পাঠিয়ে তাকে খবর দিয়ে আনাও। ওকে এখনই আমার দরকার!'

কোর্টহাউসের পুরো দক্ষিণ দিকটা বাতির আলোয় এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লোক গিজগিজ করছে ওখানে—ব্যাজ পরা লোক, পিস্তলধারী লোক, কিছু মানুষ পুরো কাপড়চোপড় পরা আর কিছু রাতের পোশাক পরা। দু'জন মহিলা টাইপিস্ট খটখট শব্দে একের পর এক লোকের স্টেটমেন্ট টাইপ করে চলেছে।

ট্র্যান্সক্রিপ্ট ক্লার্ক তার বোতাম আঁটা কোটের নিচে শার্ট পরেনি। পায়ে রয়েছে উলের চটি।

'আমি বারবার তোমাকে বলছি অল্পক্ষণের মধ্যেই শেরিফ এখানে পৌঁছে যাবে—খামোকা তুমি উত্তেজিত হচ্ছো,' টাউন মার্শালের কথার জবাবে বলল স্টার্কি। 'ওকে অন্য একটা ব্যাপারে খবর দিয়ে এখানে নিয়ে আসার জন্যে অনেক আগেই ডেপুটি হেনরিকে পাঠানো হয়েছে।'

'আমার হাতে ওয়্যাক্সাহ্যাচিতেই রয়েছে চারটে লাশ, আর তিনজন জখম হয়েছে। এর সবটাই কোলম্যানের দোষে ঘটেছে।'

'আমি তো বুঝতে পারছি না এতে কোলম্যানের দোষটা কোথায়।

সে তো শহরেই নেই···টেলর! তুমি টাইপিস্টদের কাছে ঘুরঘুর করছ কেন? তোমার কি কোন কাজ নেই?'

'আছে, স্যার।' রেইলিঙ এক লাফে টপকে টাইটওয়াডের যে লোকটা বিশৃঙ্খলার সুযোগে পালাচ্ছিল তাকে ঠেকাল সে।

কোনার দিক থেকে অস্থির স্বরে কেউ চেঁচিয়ে বলল, 'আমি জানি ও কে ছিল। ওই লোকই মিস্টার স্মিথের গলা টিপে ধরেছিল—সিডনি ব্যারন!'

ডিউটি ডেপুটি হাত নেড়ে ওকে থামাল। 'তোমার কেন মনে হচ্ছে ওই লোকটাই ব্যারন? তুমি ওকে নিজের চোখে দেখেছ?'

'দেখিনি বটে, কিন্তু ওখানে একজনকে ওর নাম উচ্চারণ করতে শুনেছি। আর আমি ভাল করেই জানি আমরা যে ওকে খুঁজছি এটা সে জানে।'

মুখ বাড়িয়ে স্টার্কির মুখের দু'ইঞ্চির মধ্যে মুখ এগিয়ে এনে বুল বলল, 'দেখলে তো? আমি শেরিফকে আগেই সাবধান করেছিলাম যে লোকটা বিপদ ডেকে আনতে ওস্তাদ। তাই অনেকে ওকে নাশা ব্যারন বলেই মনে করে। এখন হাতেনাতে তার প্রমাণ পেলে তো?'

'সিডনি ব্যারন এই শহরেই নেই, জ্যাক,' আবার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করল স্টার্কি। 'সে কিভাবে এর জন্যে দায়ী?'

একজন ডেপুটি স্টার্কির পাশে এগিয়ে এসে এক গাদা টাইপ করা কাগজ ওর হাতে তুলে দিল। 'সবাইকে জেরা করে যতটা জানা গেছে তাতে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়, চীফ,' উপরের কাগজটা দেখিয়ে বলল সে। 'টম স্মিথ টাইটওয়াড থেকে একদল লোক নিয়ে সিডনি ব্যারনের খোঁজে এখানে এসেছিল। ওকে মারধর করা, নাকি খুন করাই উদ্দেশ্য ছিল, সেটা এখনও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। স্মিথের সাথে

অনেক ক্যাশ টাকা ছিল, কেউ টাকা লুট করার উদ্দেশ্যে ওর পিছু নিয়েছিল। আমাদের কয়েকজন স্পটার ব্যাপারটাকে ভুল বুঝল। তারা শুনেছে একজন পেশাদার খুনী শহরে আছে। অন্ধকারে ওদের ধারণা হয়েছিল হয় স্মিথ, নয়ত ডাকাতদের কেউ সেই ভাড়াটে খুনী হতে পারে।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল ডেপুটি। 'এমন ঘটনা ওয়্যাক্সাহ্যাচিতে আর ঘটতে দেখিনি।'

'স্মিথ কোথায়?'

'জানি না। সবাই বলছে সে নাকি একটা ঘোড়া আর কয়েকজন লোক নিয়ে কার পিছনে ধাওয়া করে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। টাকাটা অবশ্য আমরা উদ্ধার করেছি—একজন মৃত লোকের কাছে ওটা পাওয়া গেছে। মিস্টার পিয়ার্স ওটা গুনতে বসেছে—প্রায় হাজার পাঁচেক ডলার—আগামীকাল ব্যাঙ্কে খোঁজ নিলেই জানা যাবে।'

'লাশ সনাক্ত করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, স্যার। ওদের মধ্যে দুজন টাউট, একজনের নাম হাইন্স, অন্যজন হ্যাণ্ডি। এনিসের আশেপাশে ওদের দেখা গেছে। মনে হচ্ছে স্মিথ ওদের একজনকে গুলি করে মেরেছে, অন্যজন আমাদের লোকের হাতে মারা পড়েছে। বাকি দুজন আমাদের বাড়তি ডেপুটি হিসেবে কাজ করছিল—একজন স্মিথের গুলিতেই মারা পড়েছে, অন্যজনের কথা ঠিক বলা যাচ্ছে না। জায়গাটা খুব অন্ধকার ছিল।'

'এসব ব্যারনেরই কাজ,' বলে উঠল জ্যাক বুল। 'এই সবকিছুর পিছনে ওই লোকটাই আছে। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।'

'এসবের সাথে ব্যারনের কোন সম্পর্ক নেই,' ধৈর্য হারিয়ে খেঁকিয়ে উঠল স্টার্কি। 'সে এই শহরেই নেই।'

'ছেলে-ভুলানো কথায় কাজ হবে না। শেরিফ নিশ্চয় তাকে

কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।'

'লুকানো আছে এটা ঠিক, কিন্তু এখানে নয়—সে আছে হাফ···মানে এই শহরে ধারেকাছে কোথাও নেই। এবার যাও, আমাদের হাতে এখন অনেক কাজ···টেলর! টাইপিস্ট মেয়েদের কাছ থেকে সরো!'

অসন্তুষ্টভাবে চীফ ডেপুটির দিকে কতক্ষণ কড়া-চোখে চেয়ে থেকে কোর্টহাউস থেকে বেরিয়ে গেল জ্যাক বুল। যাওয়ার পথে জাজ মেনডিসের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল। কোনমতে এড়িয়ে গেল সে। মেরুন রঙের ওভারকোট পরেছে জাজ—মাথায় টুপি নেই—চুল এলোমেলো।

বাইরে বেরিয়ে জ্যাক বুল চারপাশে তাকিয়ে দেখল রাস্তাগুলো আবার আগের মত নির্জন। ভাবছে, কাউন্টি ডেপুটি শেরিফ যে নামটা প্রায় বলে ফেলেছিলঃ হাফ মুন ক্রস। হ্যাঁ, সেটাই একমাত্র সম্ভাবনা। ঘোড়াটা যখন মারা পড়ল তখন ব্যারনের পাশে সে পাখির গানকে দেখেছে। তারপর শেরিফ কোলম্যান কোন ফাঁকে কেমন করে যে ব্যারনকে কোথায় সরিয়ে ফেলল তা কেউ বলতে পারে না।

ওর সন্দেহ হচ্ছে শেরিফ ওয়্যাক্সাহ্যাচি থেকে গোপনে সরিয়ে ফেলে সবাইকে এমন ভাব দেখিয়েছে যেন সে শহরেই কোথাও লুকিয়ে আছে। বুল জানে সু মাতিনকে টোপ ফেলে বের করে আনার এমন সুন্দর সুযোগ কোলম্যান কিছুতেই ছাড়বে না।

'তোমার কাউন্টির বদনাম ঘুচাতে সু মাতিনকে ধরে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাও, তাই না?' বিড়বিড় করে নিজেনিজেই কথা বলে চলল বুল। 'ভেবেছ সু মাতিনের ওপর টেক্কা মেরে বুদ্ধির খেলায় ওকে হারাবে না? ভাবছ খুনীটা ব্যারনের পিছু নিয়ে এই শহরেই এসেছে? হয়ত তোমার ধারণাই ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয় না তুমি সু মাতিনকে

কুপোকাত করতে পারবে, বরং উল্টোটা ঘটারই সম্ভাবনা বেশি।'

সিডনি ব্যারন এখন হাফ মুন ক্রসে আছে। কথাটা কয়জন লোক জানে? হাতে গোনা কয়েকজন, সন্দেহ নেই।

উত্তর দিকে হাঁটতে শুরু করল জ্যাক। এক ব্লক গিয়ে একটা বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি মোড় নিয়ে ওকে দেখে থামল। তর্জনী দিয়ে হ্যাটের কার্নিস ছুঁয়ে জ্যাক বলল, 'গুড ইভনিঙ, মেয়র। কোর্টহাউসে যাচ্ছ?'

ভাল করে লোকটার দিকে চেয়ে সে বলল, 'কে? জ্যাক না? ওদিকে কি ঘটছে? শুনলাম গোলাগুলি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছিল। কিন্তু এখন থেমে গেছে। আমার মনে হয় না এখন আর গোলাগুলি হবে—অন্তত শহরে হবে না।'

'ঘটনাটা কি?'

এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল মার্শাল। বাতির আলো পালিশ করা গাড়িতে পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে। 'ঘটনাটা একটু জটিল। শেরিফের অফিসের লোকজন সব কথা জানাতে চাচ্ছে না। আমি যেটুকু বুঝলাম শেরিফের কিছু লোক আর এনিসের কিছু পিস্তলবাজ টাউটের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে। ওরা কয়েকজন টম স্মিথের তুলো বিক্রির টাকা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। তুমি কি আসার পথে মিজ্ শার্লি ব্যানারের বাড়ির পাশ দিয়ে এসেছ?'

নাক সিঁটকাল মেয়র। 'হ্যাঁ।'

'বাড়িতে কি কোন বাতি জ্বলছে?'

'আমি লক্ষ করিনি। কেন?'

'না, ভদ্রমহিলাকে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।'

'ভদ্রমহিলা!' ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল মেয়র। 'সব থেকে বড় বেশ্যাবাড়ির মালিককে তুমি ভদ্রমহিলা বলছ? আমার উপদেশ যদি

চাও, ওর থেকে দূরে থাকাই তোমার উচিত। লোকে ওর সাথে তোমাকে দেখলে কি ভাববে?'

'তোমার কথাই ঠিক, মেয়র। কিন্তু লোকনিন্দার ভয় থাকলেও আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা, তোমার থেকে, কিংবা দরকার হলে সিটি কাউন্সিল থেকে একটা এমারজেন্সি অর্ডার আমার চাই। আমি শহরের ভিতর আগ্নেয়াস্ত্র সাথে রাখার ওপর একটা লিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চাই।'

'শোনো, জ্যাক, তুমি নিজেও ভাল করেই জানো আমাদের কিছু...আ...নাগরিক এটা কিভাবে নেবে।'

'তাহলে একটু নরম করেই না হয় ওটা লেখা হোক। কিন্তু ওই রকম একটা অর্ডার আমার দরকার। আমি কয়েক দিনের জন্যে বাইরে যাব ভাবছি—কিন্তু যাওয়ার আগে অর্ডারটা শহরের নোটিশ-বোর্ডে টাঙিয়ে যেতে চাই।'

'তুমি যদি শহরে আরও বেশি সময় কাটাও, আর নিজের ডিউটি...'

'আমার কাজ আমি ঠিকই করি,' মেয়রের চোখের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল জ্যাক। 'অবসর সময়ে আমি কি করি সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। শুধু নিষেধাজ্ঞাটা আমাকে দাও। আর আজকের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে কোর্টহাউসে ওদের জিজ্ঞেস কোরো। এটা সম্পূর্ণ ওদের ব্যাপার, আমার নয়।'

আবার হ্যাটের কার্নিস ছুঁলো জ্যাক। 'গুড ইভনিঙ, মেয়র। আমাকে এবার কাজে যেতে হচ্ছে,' বলে বিদায় নিয়ে দ্রুত হেঁটে এগিয়ে গেল সে।

তেরো

প্রতিবেশীরা এখনও ম্যাকিনটায়ার বাড়ি বলেই ওটার উল্লেখ করে। বাড়ির মালিকানা যে তিন বছর আগেই বদলে গেছে, এটা ওরা স্বীকার করতে রাজি নয়। এবং নতুন মালিকের সঙ্গে কোনরকম সম্পর্কও রাখতে চায় না। সবাই ভীষণ ক্ষুব্ধ, যেটা ওয়্যাক্সাহ্যাচির সবথেকে সম্ভ্রান্ত এলাকা ছিল সেটা ওই মহিলা নষ্ট করে দিয়েছে। এমন লোকও অনেক আছে যারা টোবি ম্যাকিনটায়ারকে বাড়িটা নিলামের জন্যে রেখে মরার জন্যে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

বাড়িটা সুন্দর। বাইরেটা সুন্দর থাকে একজন বোবা-কালা মালীর যত্নে, আর ভিতরটা পরিচ্ছন্ন রাখে এক চীনা পরিচারিকা। চীনা মেয়েটা বাজার করার আর কোন খদ্দের এলে দরজা খুলে দু'একটা জবাব দেয়ার মত ইংরেজি জানে। সুতরাং ওদের কেউই কিছু কিছু কৌতূহলী প্রতিবেশীর প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না।

নিচের তলার জানালায় বাতির আলো দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজার বেল বাজাল জ্যাক। একটু পরেই চীনা মহিলা দরজাটা সামান্য ফাঁক করে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়েস, প্লীজ?'

'শার্লি ব্যানারের সাথে দেখা করতে এসেছি,' বলে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল বুল। হ্যাটটা খুলল না।

হল ঘরের খোলা দরজা দিয়ে সে শুনতে পেল, 'লোকটা কে, লিঙ? আমি…' কথাটা মিলিয়ে গেল। ভিতরের দরজার মুখে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। পুরোপুরি পোশাক পরা। হয় এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরেছে অথবা বাইরে বেরোচ্ছে, ভাবল জ্যাক।

'ও, তুমি?' বিতৃষ্ণায় নাক কুঁচকাল শার্লি। 'এই সময়ে তুমি আবার কি চাও?'

'ইভনিঙ, শার্লি,' ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে বলল জ্যাক। 'ইদানীং ঘনঘন আমাদের সাক্ষাত হচ্ছে, তাই না?'

'হার্ডি বলছিল তুমি ঘনঘন টিলার ওপর আমার ব্যবসার ক্লাবটার আশেপাশে ঘোরাফেরা করছ—তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু এখানে আমার বাসায় আসাটা আমি মোটেও পছন্দ করি না। কি চাও তুমি?'

'কিছু তথ্য আমার দরকার। তুমি ব্যারনকে নিয়ে যেমন করলে তাতে বোঝা যায় তোমাদের আগে থেকেই পরিচয় আছে। ঠিক কি না?'

'আমি কাকে চিনি আর কাকে চিনি না এটা তোমার জানার কোন…'

'আইনের লোক দরকার পড়লে অনেক কিছুই করতে পারে, শার্লি। সোজাসুজি আমার কথার জবাবগুলো দিলে মিছে হয়রানির হাত থেকে তুমি রক্ষা পাবে। এখন বলো সিডনি ব্যারনকে তুমি কবে থেকে চেনো আর কতখানি চেনো।'

'ওকে আসলে আমি ভাল করে চিনিই না। একবার পাঁচ বছর আগে আমাদের দেখা হয়েছিল। তারপর ওর সাথে আর সেদিনের আগে দেখা হয়নি।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! একজন লোক যার সাথে তোমার পাঁচ বছর দেখা

নেই, হঠাৎ এতদিন পরে বেশ্যালয়ে তোমার সাথে দেখা করতে এল—অবাক করলে, শার্লি!'

'আমার সাথে দেখা করতে সে আসেনি। ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কিন্তু এসব প্রশ্নের অর্থ কি?'

'এখনও ঠিক জানি না। তবে সিডনি ব্যারন আজকাল বেশ নামকরা লোক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন আছে যে ওকে পৃথিবী থেকে সরাবার জন্যে অনেক টাকা ঢালছে।'

'এসবের আমি কিছুই জানি না। ওর খোঁজে এখানে এসে থাকলে ভুল জায়গায় এসেছ। ও এখানে নেই। কোথায় আছে তাও জানি না।'

'কোথায় আছে তা আমি জানি,' মৃদু হাসল জ্যাক। 'শেরিফ ওকে হাফ মুন ক্রস র‍্যাঞ্চে লুকিয়ে রেখেছে। আমি জানতে চাই সেখান থেকে ও কোন দিকে যাবে।'

'সেটা আমি কি করে জানব?'

'হয়ত তোমাকে বলে থাকতে পারে।'

'আমাকে কিছুই বলেনি। আমি সত্যি কথাই বলছি, তোমার বিশ্বাস না হলে ক্ষমতা খাটিয়ে আমাকে ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করে দেখতে পারো। কিন্তু দেখো, আমাকে হয়রানি করতে গিয়ে নিজেই বিপদে পড়ে যেয়ো না।'

ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মাথা নাড়ল জ্যাক। সুন্দর কাঠামোর এক সুন্দরী মহিলা। প্যারিস থেকে আমদানি করা ইভনিঙ ড্রেসে ওকে আরও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। লোকে বলে ওর নাকি অনেক টাকাও আছে। কিন্তু ধনী হলেও নিছক বেশ্যাই। 'আমাকে হুমকি দিয়ো না, শার্লি,' কঠিন স্বরে বলল জ্যাক। 'ওটা আমি মোটেও পছন্দ করি না।'

'বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে,' কর্কশ স্বরে আদেশ দিল শার্লি। 'বেরোও, নইলে শেরিফকে এখানে আনিয়ে তোমাকে বের করব।' আড়চোখে বসার ঘরের দক্ষিণ দেয়ালের দিকে তাকাল মেয়েটা। ওখানে জানালার পাশে আখরোট কাঠ আর পিতলের তৈরি একটা দামী টেলিফোন সেট দেয়ালে ঝুলছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে যাওয়ার জন্যে ঘোরার সময়ে সে বলল, 'একটু সতর্কতার সাথে বন্ধু বাছাই করলে তোমার মত বেশ্যাও উন্নতি করতে পারত বলে আমার বিশ্বাস। পিস্তলবাজ আউট'ল গোছের লোকের সাথে বেশি মাখামাখি করলে তোমার চোট খাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।'

মেয়েটার চোখ দুটো রাগে আর ঘৃণায় যেন আগুন ছড়াচ্ছে। 'বেরিয়ে যাও!'

এক মুহূর্ত শার্লির দিকে চেয়ে থেকে দরজার দিকে এগোল জ্যাক। 'তুমি একটু মনে করার চেষ্টা করে দেখো। হয়ত তোমার মনে পড়বে ব্যারনের ঘোড়াটা কারও গুলিতে মারা যাওয়ার সময়ে সে কোথায় যাচ্ছিল। মনে পড়লে আমাকে বলতে হবে—এই আমার শেষ কথা।'

'বেরোও বলছি!'

আর দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে এল জ্যাক। প্রয়োজনীয় কিছুই জানতে পারেনি সে। কিন্তু আরও সুযোগ আসবে। মেয়েটা যা বলল তার থেকে অনেক বেশি সে জানে—এ বিষয়ে সে নিশ্চিত।

বসার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে লোকটা চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল—তারপর পর্দা টেনে দিল।

'বাস্টার্ড,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল সে। ওর সুন্দর চোখ দুটো এখন ভয়াবহ দেখাচ্ছে।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

আলোচনা

আজাদ

শেরেবাংলা রোড, নারায়ণগঞ্জ।

রাত দশটায় বইটি হাতে নিয়েছিলাম—যখন শেষ হলো তখন রাত সাড়ে বারোটা। এই আড়াই ঘন্টা যে কিভাবে চলে গেল বলতে পারব না। শুধু বলব, আমি চমৎকৃত, অভিভূত।

হ্যাঁ, সদ্য প্রকাশিত ওয়েস্টার্ন 'মুক্তপুরুষ' হাতে নিয়েই আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আগামীতে টেকনকে নিয়ে এ ধরনের আরও ওয়েস্টার্ন আশা করছি। পরিশেষে কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ ভাইয়ের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আ. খ. ম. খায়রুল আলম

এস. কে. ভীলা, শিববাটি, বগুড়া ৫৮০০।

শওকত হোসেনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত খুবই সুখপাঠ্য ওয়েস্টার্ন—'নিষিদ্ধ প্রান্তর' অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে। সেজন্যে শওকত হোসেনকে অসংখ্য ধন্যবাদ! পরবর্তীতে এমন আকর্ষণীয় ওয়েস্টার্ন আরও আশা করি তাঁর কাছ থেকে। সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য শিল্পীকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

শওকত

সি.এম.এইচ. যশোর সেনানিবাস।

"শওকত হোসেনের 'নিষিদ্ধ প্রান্তর' নিয়েই আমার লেখা। বলা যায়

ওয়েস্টার্ন হিসেবে এটি একটি ভাল বই। হোমসের মত একটা চরিত্র আমাদের মনে প্রভাব ফেলার জন্য যথেষ্ট। মানুষ যখন তার সহ্যের বাঁধ অতিক্রম করে তখন সে ঠিক বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ভেবেছিলাম হোমসের জন্য হয়ত কবর খুঁড়তে হবে। কারণ, এসব চরিত্রকে আমাদের প্রায়শই কবর দিতে হয়। কোদাল, বেলচা হাতের কাছেই রেখেছিলাম। কিন্তু এগুলো ব্যবহার করতে হয়নি বলে লেখককে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মোঃ মারুফ হোসেন

৬৯, কলাবাগান ২য় গলি, ঢাকা ১২০৫।

ধাঁধা

ওয়েস্টার্ন ভক্তদের জন্য ধাঁধাঃ

১। স্লো মোশনে টলছে একটা কবন্ধ, হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। এমনভাবে লুটিয়ে পড়ছে যেন তলিয়ে যাচ্ছে পানিতে।

প্রশ্নঃ কে লুটিয়ে পড়ছে?

২। কাকটার কাছে পিস্তল ছিল?

প্রশ্নঃ কে এই প্রশ্ন করেছিল?

৩। ওকে খুন করতে চায় না ডন। আর ও যদি ডনকে গুলি করতে চায় তাহলে ওকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। সুবিধাজনক স্থানে ডনই।

প্রশ্নঃ কাকে খুন করতে চাচ্ছে না ডন?

৪। মারা গিয়েছি, তবে প্রাণবায়ু পুরোপুরি বেরিয়ে যায়নি। অনুভব করছি ইনডিয়ানটা আমার ওপর ঝুঁকে আছে, অসীম মমতায় কম্বল দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে শরীর।

প্রশ্নঃ কে মারা যাচ্ছে?

৫। মনে হয় আমি সব সময়ই জানতাম। জানতাম তুমিই হবে

আমার কাল। অদৃষ্ট।

প্রশ্নঃ কে কাকে কথাগুলো বলছে?

বিঃ দ্রঃ প্রত্যেক ক্ষেত্রে বইয়ের নাম ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

বিজয়ী ঘোষণা করা হবে তিনজনকে লটারির মাধ্যমে। উত্তর পাঠাতে হবে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় এই বই বার হবার ২০ দিনের মধ্যে। পুরস্কার দেয়া হবে কাজীদার তরফ থেকে পরবর্তী তিনটি ওয়েস্টার্ন।

সাঈদ এমরান

মনিপুর, মীরপুর ২, ঢাকা ১২১৬।

শওকত হোসেনের ওয়েস্টার্ন 'জালিয়াত' এইমাত্র শেষ করলাম। সত্যি, শওকত ভাইয়ের শ্রেষ্ঠ বইয়ের মধ্যে এটি একটি। ডিলান-এর আশ্চর্য ক্ষিপ্র ড্র' চোখের সামনে ভাসছে। আর শেরিফের বোকামি দেখে হাসি চাপতে কষ্ট হচ্ছিল। কারণ, বই-এর মলাট দিয়ে মুড়ে, পড়ার টেবিলে···। যা হোক, শেষ পর্যন্ত গ্রেস-এর সঙ্গে ডিলানের বিয়ে দিলে কষ্টটা একটু কম হত। মানে বোঝেন তো···।

মমতাজ আফরোজ আহ্‌ম্মেদ (রোজ)

আটোয়ারী, নলপুখরী, পঞ্চগড় ৫০০০।

হিফজুর রহমানের ওয়েস্টার্ন ২৮ 'শিকারী' পড়লাম। অ্যাকশানে ভরা বইটি পড়ে বার বার তার-ই মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়েছি। এ ধরনের বই নিঃসন্দেহে সেবা'র মাইল স্টোন হয়ে থাকবে। এই সুন্দর একটি বই উপহার দেওয়ার জন্য লেখককে এবং প্রচ্ছদের জন্য প্রচ্ছদ শিল্পীকে আমার দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

তৌফিকুল হক বাদল

মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

'খুলি উড়ে যাবার আগেই কেটে পড়, মিস্টার!'—একটি সংলাপ।

কোন সন্দেহ নেই একজন জাঁদরেল লেখকের কলম থেকে বেরোনো। সামনে এস. এস. সি. পরীক্ষা। কোন উপন্যাস/পেপারব্যাক হাতে নেব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। কোচিং শেষে ফিরছিলাম এক লাইব্রেরির পাশ দিয়ে। জালিয়াতের প্রচ্ছদ আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল সেখানে। পাতা উল্টালাম স্টার্টিং দেখার জন্যে। প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলাম। ছোবল মারল ডানহাত। না, হোলস্টারে নয়—পকেটে। পিস্তলের বদলে অবিশ্বাস্য গতিতে হাতে উঠে এল একটি নোট—পঞ্চাশ টাকায়। শীতল কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম—দিয়ে দাও। কাজীদা, কেমন বুঝলেন? পারব তো?

* হবে।

মোঃ শহীদুল ইসলাম (আলম)

কান্দাপাড়া বাজার, কল্যাণপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

লিখতাম না, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ আগে তাহের শামসুদ্দীনের ওয়েস্টার্ন 'স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই' পড়ার পর আর না লিখে পারলাম না। বইটা গুণে মানে সত্যই অপূর্ব। আসলে, আমি কাজি মাহবুব হোসেন ও শওকত হোসেনের লেখা ওয়েস্টার্ন খুব ভালবাসতাম। তবে, এই বইয়ের মাধ্যমে সে ভালবাসাটা কিছুটা ম্লান হয়েছে। এরজন্য অবশ্যই দুঃখিত নই, বরং কৃতজ্ঞ। স্যাণ্ডার্সের সঙ্গে ঠিক আরেক জনের মিল আছে। সে হল 'এরফান জেসাপ'। 'তখনি স্যাণ্ডার্সের হাতটি ইস্পাত কঠিন হাতুড়ির মত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠে গেল ইঞ্চি ছয়েক বাঁক নিয়ে।' মনে হল স্যাণ্ডার্স নয়, এ সেই 'এরফান'। ওহ্-হো, দুঃখিত, পুরানো কথা টানলাম বলে। তাহের সাহেবকে আমার অন্তর নিংড়ানো শ্রদ্ধা জানাবেন। এবং একটা ছোট্ট অনুরোধ, স্যাণ্ডার্সকে নিয়ে আরও (অন্তত ৬/৭টি) কাহিনী লিখুন।